উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

২৫ ভাদ্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 11 September 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 115

uttarbangasambad.com

উত্তরবঙ্গের ঘরে ঘরে আপনার বার্তা পৌঁছে দিন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ যেখানে আপনার বিজ্ঞাপন পায় সঠিক পাঠক

যে কোনও বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আমাদের হেল্পলাইন নম্বরে

☎ ৯০৬৪৮৪৯০৯৬

প্রশ্নোত্তরে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা

● পতঙ্গ ও পাখির ডানা কীসের উদাহরণ?
A) অনুরূপ অঙ্গ
B) সমবৃত্তীয় অঙ্গ
C) ভেস্টিজিয়াল অঙ্গ
D) অ্যাটাভিজম
উত্তর : B) সমবৃত্তীয় অঙ্গ

● একটি ভৌত মিউটাজেন হল–
A) X -রশ্মি
B) UV রশ্মি
C) A ও B উভয়েই
D) কোনওটি নয়
উত্তর : C) A ও B উভয়ই

● নীচের কোনটিকে বলা হয় Sewall wright effect?
A) আইসোলেশন
B) জেনেটিক ড্রিফট
C) জিন পুল
D) জিন প্রবাহ
উত্তর : B) জেনেটিক ড্রিফট

● প্রথম আগুনের ব্যবহার করতে শিখেছিল মানুষের কোন পূর্বপুরুষ?
A) হোমো হ্যাবিলিস
B) হোমো ইরেক্টাস
C) অস্ট্রালোপিথেকাস
D) হোমো সেপিয়েন্স
উত্তর : B) হোমো ইরেক্টাস

● রজন পরিবৃত পতঙ্গ বা উদ্ভিদের দেহের অংশবিশেষ বহুকাল অপরিবর্তিত অবস্থায় সংরক্ষিত হলে তাকে বলে—-
A) ইমপ্রিন্ট
B) ইনক্রাস্টেশন
C) অ্যাম্বার
D) ইমপ্রেশন
উত্তর : C) অ্যাম্বার

● একটি শিশু একটি ছোট লেজ নিয়ে জন্মেছে এটি নীচের কোনটির উদাহরণ —-
A) পরিব্যক্তি
B) অ্যাটাভিজম
C) রেট্রোগ্রেসিভ বিবর্তন
D) কোনওটিই নয়
উত্তর : B) অ্যাটাভিজম

● প্রকরণের প্রাথমিক কারণ হল—-
A) মিউটেশন
B) রিকম্বিনেশন
C) ক্রসিং ওভার
D) সবগুলি
উত্তর : A) মিউটেশন

● ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেলানিজমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল–
A) মেরু ভল্লুক
B) রক পাইথন
C) মিমোসা পুডিকা
D) বিস্টন বিটুলারিয়া
উত্তর : D) বিস্টন বিটুলারিয়া

● শূন্যস্থান পূরণ কর-
খাদ্যের জন্য সিংহ ও হায়নার মধ্যে লড়াই ________ সংগ্রাম নামে পরিচিত।
A) অন্তঃপ্রজাতি
B) আন্তঃপ্রজাতি
C) প্রকৃতিগত
D) পরিবেশগত
উত্তর : B) আন্তঃপ্রজাতি

পরিবেশের সম্পদ সংরক্ষণের পদ্ধতি

পিরাজ কিরণ, *শিক্ষক*
তপসিখাতা হাইস্কুল
আলিপুরদুয়ার

মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান

প্রকৃতি ও জীবজগৎকে সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি বিদ্যালয় স্তরে নেওয়া হয়ে থাকে। আর প্রকৃতির সুস্থতাকে নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যেন আরও বেশি করে তথ্যসমৃদ্ধ হয় সেই উদ্দেশ্যে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জীবনবিজ্ঞান বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে পরিবেশ, তার সম্পদ এবং তাদের সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আজ আমরা মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি রূপে এই অধ্যায়ের কিছু প্রশ্নোত্তর আলোচনা করব।

১. গ্রিনহাউস গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাবগুলি লেখো।

উ : গ্রিনহাউস গ্যাসের ফলে -
i) হিমবাহের বিগলন ঘটছে।
ii) সমুদ্রের জলতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে বহু দ্বীপ ও সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল জলের তলায় চলে যাচ্ছে।
iii) ঝড়ঝঞ্ঝা সৃষ্টি হচ্ছে।
iv) মরুভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
v) বিভিন্ন জীব প্রজাতির ধ্বংস তথা পরিযান ঘটছে।

২. মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে নাইট্রোজেন চক্র ব্যাহত হচ্ছে- এমন দুটি ঘটনা উল্লেখ করে এর যথার্থতা প্রমাণ করো।

উ : প্রথমত : গৃহস্থালির নাইট্রেট বা নাইট্রাইট ঘটিত বর্জ্য পদার্থ এবং নাইট্রোজেন ঘটিত ডিটারজেন্টের প্রাকৃতিক জলাশয় নিক্ষেপণ, যার দরুন জলাশয়ে অবাঞ্ছিত শৈবালের বংশবৃদ্ধি (algal bloom) এবং এর ফলে ইউট্রোফিকেশন-এর মতো দূষণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া।

দ্বিতীয়ত : শিল্পজাত প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে নাইট্রোজেন ঘটিত সার যেমন- ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া ইত্যাদির উৎপাদন এবং যথেচ্ছভাবে তাদের কৃষিজমিতে ব্যবহার। যার ফলে মাটিতে নাইট্রোজেনের মাত্রা বেড়ে নাইট্রোজেন চক্র ব্যাহত হচ্ছে।

৩. অ্যাসিড বৃষ্টির দুটি ক্ষতি উল্লেখ করো।

উ : i) অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে মৃত্তিকা ও জলাশয়ের pH মাত্রা হ্রাস পায় এবং অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়, ফলে স্থলজ ও জলজ জীবের অস্তিত্ব সংকটে পড়ে যায়।
ii) শস্য উৎপাদন হ্রাস পায়।

৪. মানুষের কার্যকলাপের ফলে মাটি দূষণ কীভাবে ঘটে?

উ : মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে মাটি দূষণ মূলত দুই ধরনের উপাদানের দ্বারা ঘটে থাকে -

ক) জীবাণু দ্বারা :
পুর প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা, নানা ধরনের প্রাণী এবং মানুষের মলমূত্র থেকে ছড়িয়ে পড়া ক্ষতিকারক ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া, প্রোটোজোয়া, কৃমি জাতীয় পরজীবী ইত্যাদি মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে দূষণ ঘটায়।

খ) রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা :
অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের (ফসফেট ও নাইট্রেট) প্রয়োগ, খনিজ তেলের দহন এবং কারখানার ফ্লাই অ্যাশ ও বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে নির্গত সিসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি মাটির সঙ্গে মিশে মাটিকে দূষিত করে।

৫. ডেঙ্গির জীবাণুবাহক মশা মারার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করা হলে, তা পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে প্রবেশ করে কীভাবে বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন পুষ্টিস্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে?

উ : ডেঙ্গি মশা মারার জন্য আমরা সাধারণত বিভিন্ন জলাশয় এবং নর্দমায় DDT স্প্রে করে থাকি। বলাবাহুল্য, জীবদেহে DDT- এর পাচন, বিপাক ও রেচন ঘটে না। এই পদার্থের জৈব সঞ্চয় বা Bio accumulation ঘটে। যার ফলে এই পদার্থটি পরিবর্তনহীনভাবে খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে এবং পুষ্টি স্তরের যত উপরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তত এই রাসায়নিক পদার্থটির ঘনত্ব প্রতি একক দেহভর অনুযায়ী বৃদ্ধি পেতে থাকে, যাকে জীব বিবর্ধন বা বায়োম্যাগনিফিকেশন বলে।

৬. নিঃশব্দ অঞ্চল (silence zone) কী?

উ : হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আদালত প্রভৃতি স্থানের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনওরূপ অবাঞ্ছিত শব্দ সৃষ্টি করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং এই এলাকাকেই নিঃশব্দ অঞ্চল বা সাইলেন্স জোন বলা হয়। দিনের বেলায় এই এলাকায় ৫০ ডেসিবল পর্যন্ত শব্দ সৃষ্টি অনুমতি যোগ্য।

৭. জলাভূমির গুরুত্ব লেখো।

উ : জলাভূমির গুরুত্বগুলি নিম্নরূপ-
i) ভূগর্ভস্থ জলস্তরের মাত্রা কমে যেতে দেয় না।
ii) ভারী মৌলজনিত মৃত্তিকা বা জলাশয়ের দূষণকে প্রতিহত করে এবং এই দূষকের থেকে প্রকৃতিকে শুদ্ধ করে।
iii) কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়ার মাত্রা কমিয়ে জলাশয় এর BOD এর মান কমায়।
iv) বন্যার অতিরিক্ত জলের রিজার্ভার রূপে কাজ করে।

৮. ওজোন (O_3) দূষণ কী?

উ : বায়ুমণ্ডলের ওজোনোস্ফিয়ার স্তরের ওজোন গ্যাস যদিও আমাদের জীবজগৎকে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। কিন্তু বায়ু দূষণের ফলে ভূ-স্তর সংলগ্ন এলাকায় যে ওজোন গ্যাস সৃষ্টি হয়, তা মানুষ বা জীবের জন্য ক্ষতিকারক।

এই ওজোন গ্যাসের উৎস হল গাড়ির ধোঁয়া, রিফাইনারিস, পাওয়ার প্ল্যান্ট, কলকারখানার চিমনির ধোঁয়া, রং, ক্লিনার, বিভিন্ন দ্রাবক ইত্যাদি। ভূমি সংলগ্ন ওজোন (O_3) শ্বাসের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করলে বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, শ্লেষ্মা, ব্রংকাইটিস ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

৯. এমফাইসিমা কি?

উ : ধূমপায়ী ব্যক্তিদের ফুসফুসের বায়ুথলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে শ্বাসের সমস্যা হয় এবং রোগী সর্বদা কাশতে থাকে। একে ধূমপায়ী কাশি বা এমফাইসিমা বলে।

১০. মাইক্রোপ্লাস্টিক কী?

উঃ মাইক্রোপ্লাস্টিক বলতে ৫ মিলিমিটারের চেয়ে ছোট আকারের প্লাস্টিকের কণাকে বোঝায়। বর্তমানে গবেষণা করে দেখা গিয়েছে, মানুষের রক্তে ও মস্তিষ্কে এই মাইক্রোপ্লাস্টিক বিভিন্নভাবে প্রবেশ করে জমতে শুরু করেছে, যা বিভিন্ন স্নায়ুর রোগ এবং স্মৃতিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ম্যাপ পয়েন্টিং-এর টিপস

সজল মজুমদার, *শিক্ষক*
বালাপুর উচ্চবিদ্যালয়
তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

মাধ্যমিক ভূগোল

মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভূগোল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাঠ্যক্রমভিত্তিক নিবিড় অধ্যয়ন করলে ভূগোলেও খুব সহজেই নম্বর তোলা যায়। নম্বর তোলার ক্ষেত্রে ভূগোলে ম্যাপ পয়েন্টিং অংশটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রসঙ্গত এখানে ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকে।

ভারতের ম্যাপে সিলেবাস এবং পাঠ্যবই অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলের নিখুঁত অবস্থান সম্পর্কে গভীর অনুধাবন ক্ষমতা থাকলে খুব সহজেই ফুল মার্কস পাওয়া যেতে পারে। বারবার ম্যাপ পয়েন্টিং প্র্যাকটিস করলে বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থান নিয়ে সুস্পষ্ট ধারণা গঠিত হয়। ম্যাপ পয়েন্টিং অবশ্যই পেন্সিল দিয়ে করতে হয়। আঞ্চলিক ভূগোলের বিভিন্ন অধ্যায় থেকেই ম্যাপের প্রশ্নগুলো এসে থাকে। ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ মূলত পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, উপকূল, নদনদী, হ্রদ, মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ অংশগুলো থেকে ম্যাপ পয়েন্টিং-এর নানান প্রশ্ন আসে। অন্যদিকে ভারতের অর্থনৈতিক ভূগোল থেকে কৃষি, শিল্প, শহর, নগর, জনসংখ্যা অধ্যায়গুলো থেকেও অবস্থান সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন আসে। এছাড়া টেস্ট পেপার থেকে সালভিত্তিক ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো সঠিকভাবে সমাধান বা প্র্যাকটিস করলে অনেকটা আয়ত্তে আসতে পারে।

ম্যাপ পয়েন্টিং-এর ক্ষেত্রে উপযুক্ত 'প্রতীক' চিহ্ন ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দশটি দশ রকমের ভিন্ন ভিন্ন 'প্রতীক' চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। কোথায় কী ধরনের চিহ্ন বসবে সেটা ভালো করে জেনে, বুঝে সঠিকভাবে মনে রেখে প্র্যাকটিস করবে। ইনডেক্স বা নির্দেশিকা বক্স বা সূচক বক্স দিলে ভীষণ ভালো হয়। সেক্ষেত্রে ম্যাপ পেজের ডানদিকে নীচের দিকে ফাঁকা অংশে একটি বড় ঘর টেনে ভেতরে দশটি সমান মাপের ছোট বক্স এঁকে সেখানে প্রদত্ত চিহ্ন সহযোগে পাশেই ম্যাপ পয়েন্টিং প্রশ্নের উত্তর বা নামগুলো লিখতে হবে। ইনডেক্স বা নির্দেশিকা বক্স কখনওই ম্যাপ পেজের উলটো দিকের পেজে না করাই শ্রেয়। ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো যেন প্রতিটাই আকর্ষণীয় এবং সঠিক হয়। ম্যাপ পয়েন্টিং পেজটি মূল খাতার কভার পেজের ঠিক পরে অথবা মূলখাতা ও লুস পেজের মাঝে দিলে যথাযথ হয়। ম্যাপ পয়েন্টিং সংক্রান্ত প্রশ্নের নম্বর নির্ভুলভাবে উল্লেখ করবে, সঙ্গে ওপরে নিজের নাম, রোল নম্বর লিখতে হবে।

ধৈর্য, মনোযোগ এবং সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে ম্যাপ পয়েন্টিং-এ ফুল মার্কস পাওয়া যেতেই পারে। তাই এখন থেকেই নিয়মিত প্র্যাকটিস শুরু করে দেওয়াই ভালো।

আলোচনায় ভারতসভা

ববিতা দে, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

মাধ্যমিক ইতিহাস

ভারতসভার প্রতিষ্ঠা, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি আন্দোলন আলোচনা করো।

উত্তর : ভারতে সংগঠিত জনমতের অভাবই যে ভারতবাসীদের দুঃখদুর্দশার মূল কারণ এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক সংস্থার প্রয়োজন আছে সেকথা অনুভব করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ২৬ জুলাই আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এক বিশাল জনসমাবেশে কলকাতার 'অ্যালবার্ট' হলে সক্রিয় এবং সর্বভারতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য ভারতসভা বা 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হয়েছিল। 'রাষ্ট্রগুরু' সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই সভার প্রাণপুরুষ। আনন্দমোহন বসু এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

প্রেক্ষাপট -

১. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝেছিলেন দেশের বৃহত্তম জনগণের সংযোগে এবং সমর্থনে গণতান্ত্রিকভাবে কোনও সমিতি গঠন না করলে সরকার সমিতির দাবিকে মূল্য দিবে না।

২. কেবলমাত্র বাংলায় নয়, সর্বভারতীয় স্তরে সমিতি গঠন করাই ছিল মূল লক্ষ্য এবং অপরিহার্য।

উদ্দেশ্য --

ভারতসভার ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলি ছিল নিম্নরূপ–

১. দেশে শক্তিশালী জনমত গঠন করা।

২. সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও মতাবলম্বী গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করা।

৩. হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতা গড়ে তোলা।

৪. রাজনৈতিক গণ আন্দোলনে সাধারণ ভারতীয় জনগণকে শামিল করা।

৫. ব্রিটিশ সরকারের শোষণনীতি, আমদানি ও শুল্ক আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষপাতদুষ্ট আইনের প্রতিবাদ করা।

ভারতসভা পরিচালিত কর্মসূচি আন্দোলনসমূহ :

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতসভা সরকারের কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল ও দমনমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন সৃষ্টি করে, যার ব্যাপ্তি ছিল সারা ভারতজুড়ে। ফলে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চেতনার সূত্রপাত ঘটে।

ক. সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত আন্দোলন–ভারতবাসী যাতে উচ্চতর রাজপদে নিযুক্ত হতে না পারে সেজন্য লর্ড লিটনের শাসনকালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ করা হয়। এর প্রতিবাদে ভারতসভা জনমত গঠন করতে শুরু করে। ভারত এবং ইংল্যান্ডে একযোগে আইসিএস পরীক্ষা গ্রহণ এবং পরীক্ষার্থীদের ঊর্ধ্বতম বয়স ২২ বছর করার দাবি জানায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সর্বভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বভারতীয়ভাবে প্রতিবাদ জানান। শেষপর্যন্ত ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের এই দাবি অনেকাংশে মেনে নিয়ে 'স্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস' প্রবর্তনে বাধ্য হয়।

খ. সংবাদপত্র আইন ও অস্ত্র আইনের বিরোধিতা– ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের বড়লাট লর্ড লিটনের শাসনকালে 'মাতৃভাষা সংবাদপত্র আইন' এবং 'অস্ত্র আইন' জারি করে যথাক্রমে ভারতবাসীর মত প্রকাশ ও আত্মরক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হলে তার বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতসভা সর্বভারতীয় প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। লর্ড রিপনের আমলে 'মাতৃভাষা সংবাদপত্র আইনটি' প্রত্যাহার হলেও 'অস্ত্র আইনটি' কিন্তু থেকেই যায়।

গ. ইলবার্ট বিল আন্দোলন– ইলবার্ট বিলের উদ্দেশ্য ছিল বিচারব্যবস্থায় ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিচারকদের মধ্যে বিচার ক্ষমতার বৈষম্য দূর করা অর্থাৎ ভারতীয় বিচারকদের সমমর্যাদা এবং সমক্ষমতা প্রদান করা। কিন্তু ইউরোপীয় কর্মচারীরা ইলবার্ট বিল যাতে আইনে পরিণত হতে না পারে তার জন্য তুমুল আন্দোলন শুরু করে। ভারতসভা পালটা আন্দোলন গড়ে তোলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সরকার ইউরোপীয়দের কাছে নতিস্বীকার করে। ভারতসভার ইলবার্ট বিল আন্দোলন ব্যর্থ হয়। তবে ভারতীয়রা বুঝেছিলেন যে- ১. সংঘবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা ব্রিটিশ সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করা যায়। ২. ইংরেজরা ভারতীয়দের সম্পর্কে কী নিদারুণহীন ধারণা পোষণ করে তা লক্ষিত হয়।

ঘ. কৃষকদের স্বার্থে আন্দোলন– কৃষকদের উপর সরকারি ও জমিদার শ্রেণির শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতসভা প্রতিবাদ করে। কৃষকদের স্বার্থে খাজনা আইন প্রণয়নের দাবি করে, চা বাগানের শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য ভারতসভা আন্দোলন চালায়।

ঙ. অন্যান্য আন্দোলন– প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন পরিষদ গঠন, স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন, প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন এমনকি মদ্যপান নিষিদ্ধ করতে চেয়েও ভারতসভার হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়!

উপসংহার :

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতসভা প্রতিষ্ঠা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি প্রথম ভারতবাসীকে রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ভারতসভার উদ্যোগে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সর্বপ্রথম একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন আহূত হয়। মনে করা হয়, এই সম্মেলন থেকে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি রচিত হয়েছিল এবং পরে তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন। তবে একথা ঠিক যে, এই ভারতসভাই ছিল আধুনিক ভারতের একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান এবং সভার হাত ধরেই সর্বভারতীয় আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছিল।

সরল ও চক্রবৃদ্ধি সুদকষার খুঁটিনাটি

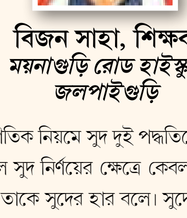

বিজন সাহা, শিক্ষক
ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুল
জলপাইগুড়ি

দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাই যখন কোনও কাজের প্রয়োজনীয় অর্থের সম্পূর্ণ সংস্থান আমাদের কাছে থাকে না তখন ঋণগ্রহণের মাধ্যমে আমরা সেই নির্দিষ্ট কাজটি সম্পন্ন করি। সেক্ষেত্রে আমাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গৃহীত ঋণের সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ ওই ঋণদাতাকে পরিশোধ করতে হয়। প্রদেয় এই অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থকেই সুদ বলা হয়।

মাধ্যমিক গণিত

গাণিতিক নিয়মে সুদ দুই পদ্ধতিতে নির্ণীত হতে পারে এক) সরল সুদ ও দুই) চক্রবৃদ্ধি সুদ।

সরল সুদ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আসলের উপর সুদ নির্ণীত হয় এবং যে গাণিতিক নিয়মে সুদ নির্ণয় করা হয় তাকে সুদের হার বলে। সুদের হার দিনে, সপ্তাহে, মাসে বা বছরে নির্ণীত হতে পারে। বিশেষভাবে উল্লেখ না থাকলে আমরা সুদের হারকে বাৎসরিক সরল সুদের হার হিসেবে ব্যবহার করব।

একটি উদাহরণ নিয়ে বোঝা যাক, যদি অমর বিমলের থেকে 100 টাকা বার্ষিক 10% সরল সুদের হারে ধার নেয় তবে,

প্রথম বছরের আসল = 100 টাকা, সুদ = 100-র 10% = 10 টাকা,

অর্থাৎ এক বছর পর প্রদেয় = আসল + 1 বছরের সুদ = 100+10 = 110 টাকা

দ্বিতীয় বছরের আসল = 100 টাকা, সুদ = 100-র 10% = 10 টাকা,

অর্থাৎ দুই বছর পর প্রদেয় = আসল + প্রথম বছরের সুদ + দ্বিতীয় বছরের সুদ= 100+10+10 = 120 টাকা

তৃতীয় বছরের আসল = 100 টাকা, সুদ = 100-র 10% = 10 টাকা,

তিন বছর পর প্রদেয় = আসল + প্রথম বছরের সুদ + দ্বিতীয় বছরের সুদ + তৃতীয় বছরের সুদ =100+10+10+10 = 130 টাকা

যদিও পরীক্ষার খাতায় বা বাস্তব জীবনে এভাবে হিসেব করা সময়সাপেক্ষ তাই আমরা যে সূত্রটি ব্যবহার করে থাকি তা নিম্নরূপ :

যদি আসল P টাকা, বার্ষিক সুদের হার r%, সময় t বছর, মোট সুদ I টাকা ও সবৃদ্ধিমূল A টাকা হয় তবে,

$A=P+I$ এবং $I=\frac{Prt}{100}$

এই সম্পর্কটির সাহায্যে P, t, r, I-এর যে কোনও তিনটির মান জানা থাকলে চতুর্থটির মান নির্ণয় করা যাবে।

কিন্তু চক্রবৃদ্ধি সুদ নির্ণয়ের জন্য প্রথমে আসল বা মূলধনের উপর প্রথম পর্বের সুদ নির্ণয় করে, সেই সুদ আসলের সঙ্গে যোগ করতে হয়। এরপর এই সুদ আসল বা সবৃদ্ধিমূলকে আসল হিসেবে ধরে তার উপর দ্বিতীয় পর্বের সুদ নির্ণয় করতে হয়। এই সুদ আবার এই পর্বের আসলে সঙ্গে যোগ করে পরবর্তী সুদ পর্বের আসল নির্ণয় করতে হয়। এভাবে প্রদত্ত সংখ্যক সুদ পর্ব পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি করে শেষে সুদ আসল বা সবৃদ্ধিমূল নির্ণয় করে তা থেকে প্রথম আসল বিয়োগ করলে নির্দিষ্ট সুদ পর্ব পর্যন্ত চক্রবৃদ্ধি সুদ পাওয়া যাবে।

একটি উদাহরণ নিয়ে সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যাক, যদি অমর বিমলের থেকে 100 টাকা বার্ষিক 10% চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে ধার নেয় তবে,

প্রথম বছরের আসল = 100 টাকা, সুদ = 100-র 10% = 10 টাকা,

অর্থাৎ এক বছর পর প্রদেয় = আসল + 1 বছরের সুদ= 100+10 = 110 টাকা

দ্বিতীয় বছরের আসল = প্রথম বছরের সবৃদ্ধিমূল = 100+10 =110 টাকা, সুদ = 110-এর 10% = 11 টাকা,

অর্থাৎ দুই বছর পর প্রদেয় = আসল + প্রথম বছরের সুদ + দ্বিতীয় বছরের সুদ= 100+10+11 = 121 টাকা

তৃতীয় বছরের আসল = 100+10+11=121 টাকা, সুদ = 121-এর 10% = 12.10 টাকা,

অর্থাৎ তিন বছর পর প্রদেয় = আসল + প্রথম বছরের সুদ + দ্বিতীয় বছরের সুদ + তৃতীয় বছরের সুদ =100+10+11+12.10 = 133.10 টাকা

সূত্রের আকারে প্রকাশ করলে বলা যায়, যদি আসল P টাকা, বার্ষিক সুদের হার r%, সময় n বছর ও সবৃদ্ধিমূল A টাকা হয় তবে

যেখানে সুদ এক বছর অন্তর দেওয়া হয় অর্থাৎ বছরে 1টি পর্বে সুদ দেওয়া হয় সেখানে $A=P(1+\frac{r}{100})^n$

যেখানে সুদ 6 মাস অন্তর দেওয়া হয় অর্থাৎ বছরে 12/6=2টি পর্বে সুদ দেওয়া হয়, সেখানে $A=P(1+\frac{r}{2\times100})^{2n}$

যেখানে সুদ 4 মাস অন্তর দেওয়া হয় অর্থাৎ বছরে 12/4=3টি পর্বে সুদ দেওয়া হয়, সেখানে $A=P(1+\frac{r}{3\times100})^{3n}$

যেখানে সুদ 3 মাস অন্তর দেওয়া হয় অর্থাৎ বছরে 12/3=4টি পর্বে সুদ দেওয়া হয়, সেখানে $A=P(1+\frac{r}{4\times100})^{4n}$

আবার চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে যদি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে সুদের হার যথাক্রমে $r_1\%$, $r_2\%$, $r_3\%$ হয় তাহলে P টাকার 3 বছরের শেষে সুদে-আসলে হবে A টাকা।

যেখানে $A=P(1+\frac{r_1}{100})(1+\frac{r_2}{100})(1+\frac{r_3}{100})$

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮১,৪২৫.১৫ (+৩২৩.৮৩)
নিফটি : ২৪,৯৭৩.১০ (+১০৪.৫০)

ট্রাম্পের নয়া চাল
ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ঢাল করে ভারতের ওপর শুল্কের চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন ট্রাম্প। ইউরোপের রাষ্ট্রজোটকে ভারতীয় পণ্যে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ›› ৭

পুজোর পরই এসআইআর
সব ঠিক থাকলে অক্টোবর থেকেই পশ্চিমবঙ্গ, অসম, তামিলনাড়ু, কেরল সহ সারাদেশে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে কমিশনের একটি সূত্র। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে রোনাল্ডোর নজির ›› ৯

২৫ ভাদ্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 11 September 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 115

গণতন্ত্রে অনাস্থা

ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে কাঠমাণ্ডুর অভিজাত হোটেল। পুড়ে খাক একটি মার্কেট কমপ্লেক্স। পথে জেল পালানো বন্দিরা। বুধবার। -এএফপি ও পিটিআই

সংবিধানে বদল চাইছে জেন জেড

দাউদাউ করে জ্বলছে প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌড়েলের বাসভবন। কাঠমাণ্ডুতে।

কাঠমাণ্ডু ও পানিট্যাঙ্কি, ১০ সেপ্টেম্বর : একই চিত্রনাট্য যেন। শেখ হাসিনার পতনের পর সংবিধান নতুন করে লেখার দাবি উঠেছিল বাংলাদেশে। নেপালেও উঠল। হয় আমূল বদল না হয় পুনর্লিখন। বাংলাদেশে দাবিটি তুলেছিল বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব। নেপালে একই দাবি নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটানো তরুণ প্রজন্মের।

বাংলাদেশে জুলাই অভ্যুত্থানে নিহতদের শহিদের সম্মান ও তাঁদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি উঠেছিল। যা মেনেও নেয় সরকার। ভারতের আরেক প্রতিবেশী নেপালেও সেই দাবিতে উত্তাল জেন জেড। বুধবার পর্যন্ত যে শহিদদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭। কাঠমাণ্ডুতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের বলি হয়েছেন অনেকে।

হাসিনাকে উচ্ছেদের পর সরকারের হাল ধরতে অপ্রত্যাশিতভাবে বাংলাদেশে ভেসে উঠেছিল মুহাম্মদ ইউনূসের নাম। কাঠমাণ্ডুতে ভেসে উঠেছে সুশীলা কার্কির নাম। সুশীলা নেপালের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি। ইউনূসের মতোই আপাতভাবে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তিনি। কাঠমাণ্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ ও জেন জেড আন্দোলনের প্রধান মুখ সুদান গুরুংয়ের নাম ছাপিয়ে আলোচনায় চলে এসেছেন সুশীলা।

সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের মতোই এই পাহাড়ি রাষ্ট্র এখন সামরিক শাসনে। বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকার উজ জামানের মতোই নেপালের সেনাপ্রধান জেনারেল অশোকরাজ সিগদেল জানিয়ে দিয়েছেন, এই ব্যবস্থা সাময়িক। সরকার গঠিত হওয়া পর্যন্ত। বাংলাদেশে হাসিনা দেশছাড়ার পর প্রাথমিকভাবে চূড়ান্ত নৈরাজ্য তৈরি হয়েছিল। নেপালে অবশ্য কড়া হাতে দেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সেনা।

এখনও অশান্ত

- মঙ্গলবারের পর বুধবারও বিক্ষিপ্তভাবে অশান্তি নেপালজুড়ে
- বিক্ষোভ দমনে আনুষ্ঠানিকভাবে নেপালের দায়িত্ব নিল সেনা
- দেশজুড়ে সকাল থেকে জারি কার্ফিউ
- এসবের মধ্যেও একাধিক জায়গায় চলেছে লুটপাট
- অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে প্রাক্তন বিচারপতি সুশীলা কার্কিকে চায় জেন জেড

দেশছাড়া হওয়ার পর তাঁর এই পরিণতির জন্য আমেরিকাকে দায়ী করেছিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নেপালের পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি আঙুল তুললেন ভারতের দিকে। দেশের সেনাবাহিনীর শিবপুরী ব্যারাকে আশ্রয় নিয়ে এক অনুগামীকে লেখা চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেন, ভারতের লিপুলেখকে নেপালের অংশ বলে দাবি করার এবং অযোধ্যায় রামচন্দ্রের জন্মভূমি মানতে না চাওয়ার খেসারত দিতে হল তাঁকে।

ভারতের অঙ্গুলিহেলনেই নেপালে জেন জেড-এর বিদ্রোহ বলে ওলির অভিমত। তিনি লিখেছেন, 'লিপুলেখ নিয়ে প্রশ্ন না তুললে আমাকে পদ ছাড়তে হত না।' সেনাশাসন থাকলেও বুধবার কাঠমাণ্ডু, পোখরা, বুটওয়াল, বীরগঞ্জ ও ভক্তপুরে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও পুলিশের তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে। যা নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় সেনাকেও। বাঁকে জেলে নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে বন্দিদের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। *এরপর ছয়ের পাতায়*

সীমান্তে বোস, থেকে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১০ সেপ্টেম্বর : নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্যের প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক প্রধান দুজনেই। অথচ বুধবার শিলিগুড়ি শহরে দুজনে থাকলেও তাঁদের মধ্যে কোনও কথা হল না। জলপাইগুড়িতে সরকারি সভামঞ্চ বা সেখান থেকে উত্তরকন্যায় ফিরে চায়ে পে চর্চায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানালেন। সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে তিনি বৃহস্পতিবার কলকাতায় ফেরার বদলে এখানে থেকে যেতে পারেন বলে জানিয়েছেন। এদিকে, ভারত-নেপাল সীমান্তে পানিট্যাঙ্কিতে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেন, 'রাজ্যপাল এসেছেন বলে শুনেছি। আমার সঙ্গে তাঁর কোনও কথা হয়নি।'

সতর্ক রাজ্য

- নেপালের পরিস্থিতিতে সতর্ক থাকতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ উত্তরবঙ্গের আট জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে
- নেপালের হিংসাত্মক আন্দোলনে সায় নেই মমতার
- নেপালে অরাজকতার সুযোগে জেল ভেঙে পালানো বন্দিরা ভারত সীমান্তে অশান্তি করতে পারে
- ভারত-নেপাল সীমান্তে পানিট্যাঙ্কিতে পরিদর্শন রাজ্যপালের
- নেপালে আটকে থাকা ভারতীয়দের ফেরাতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল

এদিন প্রথমে জলপাইগুড়ির এবিপিসি ময়দানে সরকারি সভামঞ্চে ও সেখান থেকে উত্তরকন্যায় ফিরে, দু'জায়গাতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার। সেইজন্য উত্তরকন্যায় গতকাল সারারাত বসেই নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে নজরদারি করছি।' নেপালে আটকে থাকা এ রাজ্যের পর্যটকদের ফেরাতে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের কথা হচ্ছে বলে মমতা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'নেপালে একটু শান্তি ফিরলেই সেখানে আটকে থাকা ভারতীয়দের ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে।'

নেপালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভারতের অবস্থান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলতে চাননি। তিনি বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার বলবে। এটা রাজ্যের ইস্যু নয়। তবে, আমাদের রাজ্যে ভারত-নেপাল সীমান্ত রয়েছে। আমরাও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছি। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের আট জেলা শাসক, পুলিশ সুপারকে নিয়ে আমি এবং মুখ্যসচিব বৈঠক করে সমস্ত নির্দেশ দিয়েছি। পুলিশের পদস্থ কর্তারাও সীমান্তে রয়েছেন।'

নেপালের হিংসাত্মক আন্দোলনে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর সায় নেই। তিনি বলেন, 'একটা জীবন্ত মানুষকে জ্বালিয়ে দিয়ে উল্লাস করা, এটা মানবিকতার অঙ্গ হতে পারে না। কারও বিরুদ্ধে কারও ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকতেই পারে, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু নিজস্বার্থে শুধু দেশভাগ, রাজ্যভাগ, জেলাভাগের নাম করে এভাবে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করা উচিত নয়। আমার দলেরও কেউ অশান্তি তৈরি করলে আমি গ্রেপ্তার করাই। কেননা আমার কাছে মানুষ আগে, তার পরে সবকিছু।'

এদিনই শিলিগুড়িতে পৌঁছে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস *এরপর ছয়ের পাতায়*

১০০ কিমি দূরে আটকাল গাড়ি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও সমীর দাস

বীরপাড়া ও কালচিনি, ১০ সেপ্টেম্বর : বুধবার জলপাইগুড়িতে সভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেজন্য সভাস্থল থেকে ৭০-৮০ কিমি দূরে আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক, এমনকি ১০০ কিমি দূরে কালচিনি ব্লকের গুরদোয়ারাতেও ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানবাহন আটকে রাখল পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, নিরাপত্তার খাতিরেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এমন পদক্ষেপ। এদিকে, পুলিশের পদক্ষেপে নাজেহাল হন হাজার হাজার মানুষ। এদিন চেকপোস্ট, এথেলবাড়ি, বীরপাড়া, ভগতপাড়া, গুরদোয়ারা এলাকায় কয়েক হাজার গাড়ি হাইওয়েতে কয়েক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। দু'-একটি গাড়ি এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করায় পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর সভা নিয়ে এদিন নাওয়া-খাওয়া ভুলতে হয় জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশকে। জাতীয় সড়ক, মহাসড়কের বিভিন্ন জায়গায় যানবাহন আটকায় তারা। অন্যদিকে, শশব্যস্ত ছিল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশও। সকাল ৯টা ৫০ মিনিট নাগাদ বীরপাড়া থানার পুলিশ জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার সীমানায় কালুয়া নদীর সেতুর মুখে যানবাহন আটকাতে শুরু করে। যানবাহন আটকানো হয় বীরপাড়া এবং শিশুবাড়ির মাঝামাঝি ভগতপাড়া এলাকাতেও। কালুয়া সেতুর দু'পাশে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গাড়ির প্রায় ৩-৪ কিমি করে লম্বা লাইন পড়ে যায়। চেকপোস্ট এলাকায় আটকে পড়েছিলেন ট্রাকচালক সেলুকাস তিরকি। তিনি বলছিলেন, 'এক ঘণ্টা ধরে যানজটে আটকে রয়েছি। শোনা যাচ্ছে পুলিশ গাড়ি আটকাচ্ছে। কিন্তু কেন আটকাচ্ছে, জানি না।'

নিরাপত্তার দোহাই

- কালুয়া নদীর সেতুর মুখে যানবাহন আটকানো শুরু
- যানবাহন আটকানো হয় বীরপাড়া এবং শিশুবাড়ির মাঝামাঝি ভগতপাড়ায়
- কালুয়া সেতুর দু'পাশে গাড়ির প্রায় ৩-৪ কিমি করে লম্বা লাইন পড়ে যায়

বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ তখন রাস্তায় মোটরবাইক, টোটো চলাচল বেড়েছে। ছোট গাড়িগুলি ছেড়ে দিচ্ছিল পুলিশ। কিন্তু ট্রাকের লম্বা লাইন পড়ে যাওয়ায় ছোট গাড়ি এমনকি টোটোও এগোতে পারছিল না। চেকপোস্ট, এথেলবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় যানজট তখন চরমে। টোটো চেপে স্কুলে যাওয়ার পথে আটকে থাকতে দেখা গিয়েছে অনেক পড়ুয়াকে। ছোট গাড়ির চালক সুরজিৎ সেন বলছিলেন, 'ময়নাগুড়ি যাব। কিন্তু এক ঘণ্টা ধরে আটকে রয়েছি। শুনলাম মুখ্যমন্ত্রী আসবেন। তাই আমাদের আটকে রাখা হয়েছে।'

ঘণ্টাখানেক পর ছোট গাড়ি ও বাসগুলিকে ছেড়ে দিতে শুরু করে পুলিশ। বেলা তিনটে নাগাদ ট্রাকগুলিও ছাড়া শুরু হয়। হাসিমারা ফাঁড়ি সূত্রে জানানো হয়েছে, ছোট গাড়ি আটকানো হয়নি। কেবলমাত্র ভারী ট্রাকগুলি আটকানো হয়।

এসেছে শরৎ। পুজোর আর দেরি নেই, জানান দিচ্ছে কাশবন। পোরোয়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

মা আসছেন
১৭
দিন পর

পড়াশোনার ফাঁকে টোটো চালাচ্ছে দুই স্কুল পড়ুয়া

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : কৃষকের ছেলে কৃষক হতে চায় না। কিন্তু টোটোচালকের ছেলে টোটো চালাতে আগ্রহী। তবে সেই আগ্রহটা দুর্গাপুজোর জন্যই। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পারপাতলাখাওয়া গ্রামের দ্বাদশ শ্রেণির রাজু সরকার ও নবম শ্রেণির বিকি সরকারকে এখন গ্রামের রাস্তায় যাত্রী নিয়ে টোটো চালাতে দেখা যাচ্ছে। রাজুর বাবাও পেশায় টোটোচালক। আর বিকির বাবা ফুচকা বিক্রেতা। পুজোর সময় নতুন জামাকাপড় কিনতে হবে। পুজো দেখার জন্য বেড়াতেও হবে। এই দুই কারণেই ফাঁকা পেলেই টোটো নিয়ে বের হচ্ছে দুই পড়ুয়া। তবে ওদেরকে মহাসড়কে টোটো চালাতে দেওয়া হয় না বলেই অভিভাবকরা জানিয়েছেন। আর শিক্ষকরা বলছেন, এভাবে পড়াশোনা চলাকালীন সন্তানদের রোজগারের পথে নামানো ঠিক নয়।

রাজুর বয়স ১৭ বছর। শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের পড়ুয়া। বাড়ি পারপাতলাখাওয়া গ্রামের বালাসিপাড়ায়। বাবা রণজিৎ সরকার দীর্ঘদিন ধরে টোটো চালান। তা দিয়েই সংসার চলে। দুটি টোটো রয়েছে তাঁর। এটাই যেন বাড়তি সুযোগ করে দেয় ছেলের। বাবা তো একসঙ্গে দুই টোটো চালাতে পারেন না। আগে অন্য ড্রাইভার দিয়ে চালাতেন। এখন একটি টোটো অনেক পুরোনো হয়েছে। তাই সেটি বাড়িতেই থাকে। সেজন্য সুযোগ পেলেই পুরোনো টোটো নিয়ে গ্রামের রাস্তায় চালায় রাজু। *এরপর ছয়ের পাতায়*

নেপালে ভয়, উত্তরের পর্যটন হাবে বড় ধাক্কা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : কার্যত বিনা বাধায় সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে যাওয়া যায় অন্য একটি দেশে। পাসপোর্ট, ভিসার ঝামেলা নেই, নামমাত্র ফি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করলেই গোটা দেশে যতদিন খুশি থাকাও যায়। বিদেশযাত্রার এমন সুযোগ হাতছাড়া করার মতো বোকা বাঙালি নয়। তাই ফুরসত পেলেই ঘরের পাশের বিদেশ নেপালে ঢুঁ মারেন ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি। সে কারণে শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি আর মিরিকের পশুপতি, উত্তরবঙ্গ হয়ে নেপালে প্রবেশের দুই রুটের জনপ্রিয়তা শেষ কয়েক বছরে অনেকটাই বেড়েছে। 'নেপাল মানে, জীবনভর অভিজ্ঞতা' এই স্লোগানে ভরসা করে গত কয়েকবছরে উত্তরবঙ্গ হয়ে বুদ্ধের দেশ ঘুরে এসেছেন ভারতীয় পর্যটকদের একটা বড় অংশ। ফলে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে উত্তরবঙ্গ। তবে নেপালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে সেই পর্যটন ব্যবসা বড় ক্ষতির মুখে পড়ল।

পর্যটনে অস্বাভাবিক হারে নানা ধরনের কর বৃদ্ধিতে মধ্যবিত্ত ভারতীয়রা আর ভুটানমুখী হচ্ছেন না। প্রতি বছর হাজার হাজার বাংলাদেশি পর্যটক উত্তরবঙ্গ আসতেন এবং এখান থেকেই নেপাল, ভুটানের বিভিন্ন এলাকায় যেতেন। রাজনৈতিক অস্থিরতায় সেদেশ থেকে পর্যটক আসছেন খুবই কম। কার্যত গোটা সিকিমই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ধস নেমে বহু জায়গাতেই নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে সিকিমের *এরপর ছয়ের পাতায়*

পুজোয় এবার জমিয়ে পেটপুজোও

দুয়ারে কড়া নাড়ছে পুজো। আর বাঙালির কাছে যে কোনও উৎসব মানেই জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। দুর্গাপুজোর আগে আগে তাই আলিপুরদুয়ার শহরের আনাচে-কানাচে গজিয়ে উঠেছে একাধিক রেস্তোরাঁ ও স্ট্রিট ফুডের স্টল।

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১০ সেপ্টেম্বর : পুজোর বাকি আর ১৮ দিন। আর দুর্গাপুজোর আগে আগে আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন মণ্ডপ যেভাবে সেজে উঠছে, সেভাবেই যেন সেজে উঠছে শহরের ফুডম্যাপও। অলিতেগলিতে পা রাখলেই যেমন মণ্ডপ বানানো, আলোকসজ্জার প্রস্তুতি নজরে পড়ছে, তেমনই ভাসছে সুখাদ্যের ঘ্রাণ। গত সপ্তাহখানেকের মধ্যে শহরে একাধিক ঝাঁ চকচকে রেস্তোরাঁ চালু হয়েছে। পুজোকে টার্গেট করেই যে তারা ব্যবসা ফেঁদেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সেইসঙ্গে রাস্তার ধারে গজিয়ে ওঠা একের পর খাবারের স্টল তো রয়েছেই। পুজোর বাজার করতে বের হচ্ছেন যাঁরা, তাঁদের অনেকেই ভিড় করছেন সদ্য গজিয়ে ওঠা সেইসব দোকানে। কলেজ হল্ট, পার্ক রোড চৌপথি থেকে শুরু করে মাড়োয়ারিপট্টি—সব জায়গাতেই যেন নতুন খাদ্য সংস্কৃতির উদযাপন চলছে।

আর সেই তালিকায় কী নেই? দক্ষিণ ভারতের ধোসা, ইডলি, উত্তাপাম থেকে শুরু করে চাইনিজ নুডলস, চিকেন ললিপপ, বিরিয়ানি থেকে কন্টিনেন্টাল প্ল্যাটার—সবই মিলছে এখন শহরের দোকানগুলোতে। এমনকি থালি সিস্টেমে লাঞ্চ ও ডিনারের ব্যবস্থাও করছে অনেক নতুন রেস্তোরাঁ। গত সপ্তাহে শহরের পার্ক রোডে নতুন রেস্তোরাঁ খুলেছেন সঞ্চিতা কর। তাঁর রেস্তোরাঁর ঝকঝকে পরিবেশ আর নজরকাড়া মেনু নাকি ইতিমধ্যেই ক্রেতাদের আকর্ষণ করছে। সঞ্চিতা বললেন, 'দুর্গাপুজোতে পরিবার নিয়ে বাইরে খাওয়াটাই এখন ট্রেন্ড। তাই আমরা আলাদা আলাদা কম্বো রেখেছি। পোলাও-চিকেন, ফ্রাইড রাইস-চিলি চিকেন, আবার ভেজ থালি পর্যন্ত। চেষ্টা করছি যাতে সব বয়সের মানুষ পছন্দমতো খাবার পান।'

পার্ক রোডে খাবারের স্টলের সামনে ভিড়। আলিপুরদুয়ারে।

অন্যদিকে, ম্যাক উইলিয়াম স্কুলের বিপরীতে প্রায় দেড় মাস আগে খাবারের দোকান চালু করেছেন শুভজিৎ দেবনাথ। ফাস্ট ফুডের টানে তাঁর দোকানে ক্রেতাদের আনাগোনা নিত্যদিনের ঘটনা। শুভঙ্কর বললেন, 'ক্রিসপি চিকেন, চাউমিন, তান্দুরি-সবই দারুণ চলছে।' পুজোর জন্য বিশেষ পরিকল্পনাও করে ফেলেছেন তিনি। জানালেন, তখন থাকবে বিরিয়ানি আর মাটন কম্বো। কারণ ওই সময় নাকি সবাই একটু মশলাদার খাবার খেতে চায়।

এ তো গেল বড় বড় দোকানের কথা। রাস্তার ধারের স্টলগুলিও কিন্তু নিজের নিজের মতো করে পুজো স্পেশাল ব্যবসার পরিকল্পনা ছকে ফেলেছে। মাস তিনেক আগে দক্ষিণ ভারতের খাবারের স্টল খুলেছেন শুভদীপ সরকার। তার ছোট্ট দোকানের সামনে প্রতিদিনই জমছে ভিড়। তিনি বললেন, 'আলিপুরদুয়ারে এখন ধোসা, ইডলির ক্রেজ অনেক বেড়েছে।' মশালা ধোসা, চিজ ধোসা, মিক্সড উত্তাপাম, দই বড়া সবকিছুই মিলছে তাঁর দোকানে। ছাত্রছাত্রীদের ভিড় তো আছেই, পরিবার নিয়েও অনেকে আসছেন।

এমন নতুন নতুন সুখাদ্য চেখে দেখার সুযোগ পেয়ে খুশি শহরবাসীও। কলেজ রোডের বাসিন্দা সঞ্জয় দত্তের কথায়, 'আগে বাইরে খাওয়ার সুযোগ খুব সীমিত ছিল। *এরপর ছয়ের পাতায়*

ডলফিনের তেল উদ্ধার, ধৃত দুই

অরিন্দম বাগ ও কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১০ সেপ্টেম্বর : ডলফিনের তেল সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল বন দপ্তর। বুধবার পঞ্চানন্দপুরের সাকুল্লাপুর এলাকার ঘটনা। ধৃতদের নাম সুজিত চৌধুরী (৪৬) ও ক্ষুদিরাম মণ্ডল (৫৬)। বাড়ি সাকুল্লাপুরেই। এদিন ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

কালিয়াচকের রেঞ্জ অফিসার ও মালদা রেঞ্জের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সরস্বতী বিশ্বাস বলেছেন, 'এদিন আমরা সাকুল্লাপুরে অভিযান চালাই। দুই ব্যক্তির বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ডলফিনের তেল। জেরায় ধৃতরা জানিয়েছে, তারা ওই তেল কিনে এনেছে। তেল দিয়ে তারা গঙ্গায় মাছ ধরে বলে জানিয়েছে।' ধৃতরা কোথা থেকে ওই তেল কিনে এনেছিল, এই কারবারে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। মালদার ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফার তাপস কুণ্ডুর মন্তব্য, 'চোরাশিকারিদের দাপট কমাতে হলে সরকারি উদ্যোগে এলাকায় লাগাতার সচেতনতামূলক প্রচার চালাতে হবে।'

মালদা বায়োডাইভার্সিটি বোর্ডের সদস্য জয়ন্ত চৌধুরী বলেছেন, 'ডলফিনের তেল সহ দুজনের ধরা পড়ার বিষয়টি উদ্বেগের। এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি সচেতনতামূলক প্রচার চালাতে হবে।' কয়েক বছর আগে গঙ্গার ফরাক্কা থেকে মানিকচক পর্যন্ত অংশকে গাঙ্গেয় ডলফিনের সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এই এলাকাটি পড়ে ইম্পরট্যান্ট বার্ড এরিয়া (আইবিএ)-র মধ্যে। প্রতিবছর শীতে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি দেশ-বিদেশ থেকে ভিড় জমায় পঞ্চানন্দপুরে। কিন্তু তারপরও এখানে বন দপ্তরের নজরদারি নেই বলে অভিযোগ। সেকারণে সক্রিয় রয়েছে চোরাশিকারিরা।

বনকর্মীদের হেপাজতে ডলফিনের তেল সহ ধৃতরা। ছবি : অরিন্দম বাগ

আইইএমের ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠান

নিউজ ব্যুরো

১০ সেপ্টেম্বর : কলকাতার সল্টলেকের দ্য ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সম্প্রতি তাদের ক্যাম্পাসে ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ওই অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ, শিল্পপতি, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আইইএমের সভাপতি অধ্যাপক বনানী চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল ন্যাশনাল এডুকেশনাল টেকনলজি ফোরামের চেয়ারম্যান অধ্যাপক অনিল সহস্রবুদ্ধের সমাবর্তন ভাষণ।

সাংবাদিকের পিতৃবিয়োগ

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : প্রয়াত হলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের ডিজিটাল ডেস্কের সাংবাদিক সন্দীপ সরকারের বাবা গজেন্দ্রনাথ সরকার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫। বেশ কিছুদিন ধরে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। বুধবার ভোররাতে শিলিগুড়ির ভারতনগরে নিজস্ব বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয়। রেখে গেলেন স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা।

নতুন কমিটি

বালুরঘাট, ১০ সেপ্টেম্বর : অবশেষে বালুরঘাট নাট্য মন্দিরের পরিচালন কমিটি হল মঙ্গলবার। নতুন পরিচালন কমিটিতে সম্পাদক, সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ সহ একাধিক পদাধিকারীকে মনোনীত করা হয়।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৯৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১০২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৪৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৫০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৫১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

আন্তর্জাতিক সংস্থায় শিলিগুড়ি এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ। M/F চাই। M- 9163272406. (K)

•

আমন্ত্রণ বস্ত্র প্রতিষ্ঠানে পুরুষ কর্মী/ মহিলা কর্মী আবশ্যক। Mob No- 90836-04959 / 76999-90313. (C/117971)

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস-বিল্ডিং, জমি,বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও গাড়ির লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। M : 9775137242. (C/117961)

অ্যাফিডেভিট

আধার কার্ড নং 615211374171 আমার নাম ভুল থাকায় গত 10.09.2025 নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার, প:ব:, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Jay Basunia এবং Jaydeb Basunia এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হাতিরাম শালবাড়ি, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পিন- 736145, পশ্চিমবঙ্গ। (C/117198)

•

আমার ভোটার ID কার্ড নং TSX139-3073 নাম ভুল থাকায় গত 08.09.25 J.M., 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Manjuara Bibi এবং Manjuara Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার D.O.B. 27-05-1991, কলাবাড়ী ঘাট, D.K.D. Bos, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117196)

•

আমার ভোটার ID কার্ড নং TSX190-7187 নাম ভুল থাকায় গত 08.09.25 J.M., 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Ashraful Alam এবং Ashraful Rahaman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। কলাবাড়ীর ঘাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117195)

•

I, Sri Kanoj Kumar Barman s/o Dhirendra Chandra Barman aged 62, declare hereby that, my name mistakenly mentioned "Kanoj Barman Son of - Dhirendra Barman" in my two wheeler Driving Licence. Where as Kanoj Kumar Barman s/of- Dhirendra Chandra Barman is mentioned in all my documents. So by Affidavit before the Executive magistrate, Cooch Behar sadar court on 09.09.2025, I declare that both Kanoj Barman s/of Dhirendra Barman & Kanoj Kumar Barman s/of Dhirendra Chandra Barman are same and identical person. (C/118228)

হারানো/প্রাপ্তি

My daughter Snigdha Minch's ICSE Class X Marksheet (UNIQUE ID : 8676158) lost from her custody. If anybody found the same please contact M- 8617365659, Rima Minch, Jal. (C/117479)

অ্যাফিডেভিট

জন্মের সার্টিফিকেটে আমার নাম Ishab Sekh থাকায় 9/9/25 দিনহাটা JM কোর্টে (1st. Cl) 1101 নং অ্যাফিডেভিট বলে Ichab Ali হলাম। নাগরেরবাড়ি, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

•

আমার মেয়ে ও ছেলের জন্মের সার্টিফিকেটে (যথাক্রমে নং D/59 ও 47) আমার নাম ও পদবী ভুল থাকায় দিনহাটা JM কোর্টে (1st. Cl) 02/09/25, ৮২৭ নং অ্যাফিডেভিট বলে Hossain Patowari হল। মেঘনারায়ণের কুঠি, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

•

আমি চৈতন্য মণ্ডল, গ্রাম- মাঘপালা, শীতলকুচি, কোচবিহার ৯/৯/২০২৫ তারিখে মাথাভাঙ্গা ই এম কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই, আমার মাতা হেমন্তরানী মন্ডল, স্বামী মৃত মনমোহন মন্ডল ২/৩/২০২৩ তারিখে নিজ বাড়িতে মারা যান। (C/117972)

•

আমি Subrata Sarkar, S/O Santosh Sarkar, আমি এবং আমার স্ত্রীর নাম আমার ছেলের জন্ম সার্টিফিকেট এ ভুল থাকায় গত 30.08.2025 মালদা JM, 1st Class, কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Subrata Sarkar ও Subroto Sarkar এবং আমার স্ত্রী Rekha Mondal ও Rekha Mondal Sarkar - এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (S/T)

•

আমার আধার কার্ড নং 757065780779, ভোটার I Card নং UHI2992469 এবং প্যান কার্ড নং ICDPM2319 আমার নাম ভুল থাকায় গত 03-09-25, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Safijuddin Miah এবং Chhapij Uddin Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সিঙ্গিমারী পাঁচুনীর পাড়, পাতলাখাওয়া, পুন্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C-117199)

•

Myself Kalyan Sarkar, father of Anjel Sarkar. My daughter's name is wrongly written as Anzil Sarkar in Aadhar Card, Birth Certificate and Anjali Sarkar in present ration card. Anjel Sarkar, Anzil Sarkar and Anjali Sarkar are the same and one identical person only, vide affidavit before the court of Executive Magistrate Alipurduar dated 04/09/2025. (C/118228)

•

আমার ভোটার ID কার্ড নং TSX-1393065 নাম ভুল থাকায় গত 08.09.25, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Layli Bibi এবং Laily Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আধার কার্ডের তথ্য অনুযায়ী আমার D.O.B. 13-12-1984, D.K.D Bos, Kotwali, কোচবিহার। (C/117194)

•

আমার সঠিক জন্ম তারিখ, WBBSC তথ্য অনুযায়ী এবং Index No 12623/G অনুযায়ী 20.02.1963, সেখানে আমার নাম ভুল থাকায় গত 12-08-25, J.M., 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Madhumita Roy এবং Madhu Mala Ray এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। বড়রাংরস, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, পিন- 736121, W.B. (C/117197)

E- TENDER NOTICE

e-Tender is being invited by the Secretary, Siliguri RMC for the following works, details of which may be had from this office during the office hours or in the website, namely- **http://wbtenders.gov.in**.

1. Tender Ref. No: RMC/02-SEC/SLG/2025-26, Dated 10/09/2025 Vide Tender ID. No. 2025_WBSMB_899942_1

1. Tender Ref. No: RMC/03-SEC/SLG/2025-26, Dated 10/09/2025 Vide Tender ID. No. 2025_WBSMB_899953_1

1. Tender Ref. No: RMC/04-SEC/SLG/2025-26, Dated 10/09/2025 Vide Tender ID. No. 2025_WBSMB_899974_1

Last Date of submission of bid (online): **22/09/2025** at 11.00 hours.

Secretary
Siliguri RMC

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO: BANARHAT/BDO/NIT-005/2025-26**
Last date of online bid submission **17/09/2025 Hrs 06:00 PM.** For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

NOTICE

Two numbers of e-Tender are being invited from eligible and resourceful contractors/bidders for **NIeT No. 2954/2025-26** and **2955/2025-26** all dated **09.09.2025**, for Repairing and Renovation of 13 (8+5=13) Primary Schools under Jalpaiguri District.

For details, information will be available in **https://wbtenders.gov.in**. Date for submission of bids starts from **10.09.20225 at 12.00 PM**. Last date for submission of tender is **24.09.2025** upto **18:00 hrs**. other relevant information will be available in the office of the undersigned during working hours.

Sd/-
Secretary
District Primary School Council
Jalpaiguri

একলাখি স্টেশনে শিয়ালদহ-সহরসা হাটে বাজারে এক্সপ্রেসের সংশোধিত সময়সূচী

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের **একলাখি** স্টেশনে **১৩১৬৯ শিয়ালদহ-সহরসা হাটে বাজারে এক্সপ্রেসের** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর) সময়সূচী নিম্নরূপে সংশোধিত হবে :
একলাখিতে সময়সূচী : পৌঃ - ০৫.০০ ঘণ্টা, ছাঃ - ০৫.০২ ঘণ্টা।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Dhupguri Municipality
e-NIT

Sl. No.	Tender ID
1	2025_MAD_ 899786_1

Bid submission End Dt.- 10.10.25 at 17 hrs.

Sd/- Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya
Pundibari, Cooch Behar
Corrigendum : Notice Inviting Tender (NIT)

Last date of online submission of bids extended upto 17/09/2025 of Tender Id : 2025_UBKV_895550_1 for supply and installation of Seed Cleaning cum Grading Machine. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Registrar (Actg.)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মাল্টি পারপাস স্টলের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে প্রকাশিত হয়েছে।

মালদা ডিভিসনে মাল্টি পারপাস স্টলের জন্য ই-অকশন
অকশন ক্যাটালগ নং.: এমএলডিটি-এমপিএস-০৯

এসইকিউ নং, লট নং./ক্যাটেগরি, স্টেশন নিম্নরূপঃ **এএ/১,** এমপিএস-এমএলডিটি-এমজিআর-এমপিএস-৩৫-২৫-১, মুঙ্গের। **এএ/২,** এমপিএস-এমএলডিটি-জেআরএলই-এমপিএস-৩২-২৫-১, জঙ্গীপুর রোড। **এএ/৩,** এমপিএস-এমএলডিটি-এনএফকে-এমপিএস-১৪-২৫-১, নিউ ফরাক্কা। **এএ/৪,** এমপিএস-এমএলডিটি-এসডিআরপি-এমপিএস-২৬-২৫-১, শিবনারায়ণপুর। **এএ/৫,** এমপিএস-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমপিএস-৩০-২৫-১, নিমতিতা। **এএ/৬,** এমপিএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এমপিএস-২১-২৫-১, বারহারওয়া। **এএ/৭,** এমপিএস-এমএলডিটি-ডিজিএলই-এমপিএস-৩৩-২৫-১, ধুলিয়ান গঙ্গা। **এএ/৮,** এমপিএস-এমএলডিটি-এসএক্সপি-এমপিএস-৩৪-২৫-১, সাঁকোপাড়া। **এএ/৯,** এমপিএস-এমএলডিটি-বিইউপি-এমপিএস-২২-২৫-১, বারিয়ারপুর। **এএ/১০,** এমপিএস-এমএলডিটি-পিপিটি-এমপিএস-২৫-২৫-১, পীরপৈঁতি। **এএ/১১,** এমপিএস-এমএলডিটি-জেআরএলই-এমপিএস-৩১-২৫-১, জঙ্গীপুর রোড। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ২২.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-167/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আউটসোর্সিং কর্মীদের ব্যবস্থা

বিড নং.ঃ ডিইএম/২০২৫/বি/৬৬৪৮৮৯৮, তারিখ ঃ ০৫-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনের জলপাইগুড়ি, আলুয়াবাড়ি রোড, নিউ জলপাইগুড়ি এবং বাগডোগরা ওএইচই ডিপোতে ২৪ মাসের জন্য ওএইচই সরঞ্জামের সময়সূচী রক্ষণাবেক্ষণ, সেকশনে দৈনিক পায়ে টহল এবং ভাঙন পর্যবেক্ষণের জন্য আউটসোর্সিং কর্মীদের ব্যবস্থা। (অংশ-বি)- ডিইই/টিআরডি/নিউ জলপাইগুড়ির অধিক্ষেত্রে অধীনে। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৮১,৫৪,৯০৯.২৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৪০,৮০০.০০ টাকা। বিড সমাপ্তির তারিখ ২৯-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা। বিড খোলার তারিখ ২৯-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৯-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত https://www.Gem.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডিওঅ্যান্ডএম/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য আউটসোর্সিং কর্মীর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. (বিড নং.- ডিইএম/২০২৫/বি/৬৬৪৮৮৩৮; তারিখ ঃ ০৫-০৯-২০২৫; নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনে ২৪ মাসের জন্য ওএইচই সরঞ্জামের নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, সেকশনের দৈনিক পায়ে টহল এবং সামসি, কাটিহার, আরারিয়া, রানিগঞ্জ ও বুনিয়াদপুর ওএইচই ডিপোতে ব্রেক ডাউন ঠিক করার জন্য আউটসোর্সিং কর্মীর ব্যবস্থা। (পার্ট-এ)- ডিইই/টিআরডি/কাটিহারের এখতিয়ারাধীন। কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ ২,১১,১৩,৩৬৪.৬৪/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৫৫,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ২৯-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে http://www.Gem.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সাইরাং স্টেশন ভবনের সম্মুখভাগের আলোকসজ্জা ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বিতরণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/আরই-।।/এমএলজি/১৮-২০২৫; তারিখ ঃ ০৪-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং ঃ ইএল-সিওএন-০৪-২০২৫-২৬-বি-এস; কাজের নাম ঃ ভৈরবী-সাইরং নতুন বিজি লাইন প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত বাকি এইচটি-এলটি বৈদ্যুতিক কাজ সহ সায়রাং স্টেশন ভবনের সম্মুখভাগের আলোকসজ্জা ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বিতরণ ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৬০,০৯,২৩৯/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩,৩০,১০০/- টাকা; টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ২৯-০৯-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায় এবং খোলা ২৯-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিইই/সিওএন/এইচকিউ/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন
শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রালয় :: ভারত সরকার
ক্ষেত্রীয় কার্যালয়, ভবিষ্য নিধি ভবন, দিন বাজার, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
ই-মেইল: ro.jalpaiguri@epfindia.gov.in ফোন নম্বর: ০৩৫৬১-২৩০২৭১/২৩০৭৩১

আবেদন

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন, ক্ষেত্রীয় কার্যালয়, জলপাইগুড়ি-এর অধীন তিনটি জেলা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের সমস্ত অংশীদারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তারা নিজেদের আধারের সাথে লিংক করা মোবাইল নং ইউএএন (UAN)-এর সাথে লিংক করার মাধ্যমে ইউএএন (UAN)-কে সক্রিয় করুন সঙ্গে নিজেদের কেওয়াইসি (KYC) পূর্ণ করার মাধ্যমে ই-নামাঙ্কনটি সম্পন্ন করুন।

সমস্ত নিয়োগকর্তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তারা, নিজেদের ভবিষ্যৎ নিধি সদস্যদের এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করুন সঙ্গে তাদের এই বিষয়ে সহযোগিতা করুন যাতে তারা কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন (E.P.F.O) দ্বারা গঠিত ডিজিটাল পরিষেবাগুলিকে আরও সুগম এবং সহজতর পদ্ধতিতে উপভোগ করতে পারেন। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্যগুলি আমাদের ওয়েবসাইট epfindia.gov.in এবং ইউটিউব চ্যানেল socialepfo https://www.youtube.com/watch?v=yuKJLbziu14-এ ভিডিও রূপে উপলব্ধ রয়েছে।

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন, শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রণালয় ডিজিটাল পরিষেবাগুলিকে আরও উন্নততর করে তোলার উদ্দেশ্যে নিজেদের সদস্যদের জন্য এক নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে, ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর (UAN) সৃষ্টি এবং সক্রিয় করার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে সরল এবং নিরাপদ বানিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ভবিষ্য নিধি সংগঠন UMANG অ্যাপের মাধ্যমে মুখমণ্ডল প্রমাণীকরণ প্রযুক্তির (ফেস অথেনটিকেশন) (FAT) -এর সূত্রপাতের মাধ্যমে এক নতুন সুবিধা শুরু করেছেন। মুখমণ্ডল প্রমাণীকরণ প্রযুক্তি / ফেস অথেনটিকেশন টেকনলজি তথাকথিত ওটিপি-এর দ্বারা যাচাইকরণের থেকে অনেক বেশি সুরক্ষিত এবং সঠিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটির ফলে EPFO সিস্টেমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সম্পূর্ণরূপে যাচাইকরণটি সম্পূর্ণ হয়ে যায় এর ফলে সদস্য নিয়োগকর্তা অথবা EPFO এর কার্যালয়ের সদস্যদের সাহায্য ছাড়া, যে কোনও পরিষেবা নিজেদের মোবাইলের মাধ্যমে সুবিধাগুলি উপভোগ করতে পারবেন। নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারী, পেনশনারদের এবং ওনাদের সংঘগুলিকে অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাদের নির্ধারিত জেলাগুলিতে প্রত্যেক মাসের ২৭ তারিখে (অথবা ২৭ তারিখ শেষ হওয়ার অবকাশে পরবর্তী কার্যালয় দিবসে) আয়োজিত হওয়া 'নিধি আপনার নিকট' কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করুন যাতে ওনাদের অভিযোগগুলির দ্রুত সমাধানে সহায়তা করা যায়। ইপিএফও দ্বারা সম্প্রতি অগ্রিম অটো ক্লেমের সুবিধাটির সীমাকে বাড়িয়ে এক লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা করা হয়েছে, সঙ্গে ইপিএফও-এর সকল অংশীদারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তারা অনধিকৃত এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বঞ্চিত থাকুন এবং নিঃশুল্ক তথা সুরক্ষিত অনলাইন পরিষেবাগুলি যেগুলি ইপিএফও-এর আধিকারিক পোর্টাল রয়েছে সেখান থেকে প্রয়োগ করুন। যার বিস্তারিত তথ্যটির লিংক ঃ http://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2136622-এ উপলব্ধ।

এই কার্যালয়ের সমস্ত অংশীদারদের উৎসাহিত করা হচ্ছে যে, এই মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত দাবি পরিশোধ অনলাইনে প্রস্তুত করা যাবে না যেটি শুধুমাত্র বাস্তবিক আকারে জমা করতে পারবেন যাতে, ই-নামাঙ্কন বিহীন, পি.এফ/ ই.ডি.এল.আই/পেনশনাররা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই সমস্ত মামলার ক্ষেত্রে, আরও উৎসাহিত করা হচ্ছে যাতে, কার্যালয়ে বাস্তবিক আকারে দাবি প্রস্তুত করার সহিত সমস্ত দাবি এবং নথিপত্র ডিজিটাল রূপে সংস্থার/অনুমোদিত আধিকারিকের ইমেলের মাধ্যমে কার্যালয়ে পাঠানো যাবে যার ফলে দাবি পরিশোধের প্রক্রিয়াটি ডিজিটালাইজড এবং অত্যন্ত পারদর্শিতার সুনিশ্চিত করা যাবে।

এছাড়াও কার্যালয় কর্তৃক দেখা যাচ্ছে যে, অভিযোগকারীরা চাকরি ছাড়ার পরবর্তীতে পি.এফ খেলাপির অভিযোগ করেন তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তাদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সময়, তাদের কাজের প্রমাণপত্র হিসেবে, নিয়োগপত্র, পারিশ্রমিকরূপে বেতন স্লিপ এবং অ্যাকাউন্টে বেতন জমা হওয়ার প্রমাণ ইত্যাদি নিরাপদে রাখেন যাতে পি.এফ খেলাপির অভিযোগের সময়কালে তারা যাতে এই প্রমাণপত্রগুলি সাক্ষ্যরূপে প্রস্তুত করতে পারেন।

ভারত সরকার রোজগার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার ঘোষণা ০১.০৭.২০২৫ তারিখে করেছেন যেটির বিস্তারিত তথ্য লিংক http://pmvbry.labour.gov.in এবং http://pmvbry.epfindia.gov.in/অথবা কিউ আর কোডে উপলব্ধ।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।
কিউআর কোড স্ক্যান করুন।
কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

@socialepfo @socialepfo @socialepfo

আজ টিভিতে

আর্যর সঙ্গে কথা বলতে মরিয়া অপু।
চিরদিনই তুমি যে আমার সন্ধে ৬.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মনসা কন্যা, দুপুর ১.৪৫ জোর, বিকেল ৪.৪৫ সংগ্রাম, সন্ধে ৭.৪৫ রংবাজ, রাত ১০.৩০ মজনু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ নবাব, দুপুর ১২.৩০ বিদ্রোহ, বিকেল ৩.৪৫ যুদ্ধ, সন্ধে ৭.০০ শুভদৃষ্টি, রাত ১০.০০ লে হালুয়া লে

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ ইনস্পেকটর নটি কে, দুপুর ১২.০০ মানুষ কেন বেইমান, ২.৩০ সুন্দর বউ, রাত ১১.০০ বৌদি ক্যান্টিন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দায়বদ্ধ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সবার উপরে মা

জি সিনেমা : বেলা ১১.৫৫ লাডলা, দুপুর ২.৪৮ সিটিমার, বিকেল ৫.২২ খুঁখার, সন্ধে ৭.৫৫ হিট লিস্ট, রাত ১০.১৬ অখণ্ড

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৫৮ পূর্ণ, দুপুর ১.৩৮ বাওয়াল, বিকেল ৩.৫৬ বদলা, ৫.৫৭ স্বতন্ত্র বীর সাভারকর, রাত ৯.০০ অগ্নি, ১১.০৩ হ্যাপি ভাগ জায়েগি

স্টার মুভিজ : দুপুর ২.০০ দ্য ইনক্রেডিবলস, বিকেল ৫.৩০ ব্ল্যাক উইডো, সন্ধে ৭.৩০ দ্য ট্রান্সপোর্টার, রাত ১১.১৫ আনপ্যারালালড মুলান

দ্য রিয়েল ব্ল্যাক প্যান্থার রাত ৮.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

শুভদৃষ্টি সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

ব্ল্যাক উইডো বিকেল ৫.৩০ স্টার মুভিজ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সম্পত্তি নিয়ে বহুদিন ধরে চলা মামলার ফল আপনার পক্ষে যেতে পারে। জ্বর, সর্দিকাশিতে ভোগান্তি। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা বাড়বে। স্ত্রীর ভাগ্যে স্থাবর সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা। প্রেমে দোলাচল থাকবে। মিথুন : সংসারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করলেও প্রশংসিত হবেন না। পথেঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্কট : আত্মীয়ের পরামর্শে কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। বিদ্যালাভে শুভ। সিংহ : বহুদিনের কোনও সরঞ্জাম কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ। কন্যা : বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। বাইরের কোনও খাবার খেয়ে পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি। তুলা : বাড়ি সংস্কার করতে গিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝামেলা হতে পারে। পারিবারিক কোনও কাজে আত্মীয়স্বজনের আগমন। বৃশ্চিক : নতুন বাড়ি নির্মাণ করতে গিয়ে আর্থিক টান হতে পারে। ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্তি বিনিয়োগ ভেবে করুন। ধনু : কিছু অসাধু ব্যক্তির পাল্লায় পড়ে প্রচুর অর্থ নষ্ট হতে পারে। মায়ের শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। মকর : প্রেমে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তি হতে পারে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। কুম্ভ : নতুন জমি, বাড়ি কেনার আগে আইনজ্ঞের পরামর্শ নিন। হিংস্র জন্তু থেকে সাবধান। মীন : সাংসারিক শান্তি বজায় থাকবে। বন্ধুর পরামর্শে আর্থিক জটিলতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২০ ভাদ্র, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৫ ভাদ, সংবৎ ৪ আশ্বিন বদি, ১৮ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৫, অঃ ৫।৪৪। বৃহস্পতিবার, চতুর্থী অপরাহ্ণ ৪।৫। অশ্বিনীনক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।১০। ধ্রুবযোগ রাত্রি ১০।৪। বালবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ২।৫৩ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, সন্ধ্যা ৬।১০ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, অপরাহ্ণ ৪।৫ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ২।৩৯ গতে ৫।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৩৪ গতে ১।২ মধ্যে। যাত্রা- নাই, সন্ধ্যা ৫।৪৪ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ, সন্ধ্যা ৬।১০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- সন্ধ্যা ৬।১০ গতে রাত্রি ১০।৪ মধ্যে পুনঃরাত্রি ১।২ গতে গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪২ গতে ৩।৪ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অ্যাম্বুল্যান্সে ফিরল দুই কিশোরের দেহ

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ১০ সেপ্টেম্বর : স্কুল থেকে ফিরে মঙ্গলবার মাকে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিয়েছিল। বাবাকে দু'বার ফোনও করেছিল। কিন্তু বাবা নান্টু দত্ত সেসময় ছেলের ফোন তুলতে পারেননি। কিছুক্ষণ পরের ফোনটা অবশ্য তিনি তোলেন। জানতে পারলেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ছেলে মৈনাকের। ছেলের সঙ্গে আর কোনওদিন কথা হবে না। ছেলের অকালমৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন নান্টু।

অন্যদিকে, পার্থ বাবার কাছ থেকে টিউশনের বেতন নিয়ে বেরিয়েছিল পড়তে যাবে বলে। বুধবার দুজনের দেহ বাড়ি ফিরল, কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্সে চেপে। তারপর তাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। দুই কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ নাথুয়া। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চা পাতাবোঝাই লরি আটকাতে গিয়ে চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় দুই কিশোরের। পাশাপাশি লরির নীচে পড়েও বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে যান বাইকচালক সম্রাট দে সরকার (রাজা)। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘটনার দিন নাথুয়া চৌপথি এলাকায় চাঁদার জন্য চা পাতাবোঝাই ওই লরিটিকে আটকানো হয়। বড় অঙ্কের চাঁদা দাবি করা হয়। চালক তার বদলে ১৫০ টাকা দিতে চাইলে লরিটিকে বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখা হয়। এরপর সুযোগ বুঝে লরিটি পালাতে গেলে মৈনাক দত্ত এবং পার্থ রায়কে বাইকে বসিয়ে ফিল্মি কায়দায় লরিটিকে থামাতে যান রাজা। তারপরই ঘটে বিপত্তি! দ্রুতগতির লরিটি তিনজনকে পিষে বেরিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই কিশোরের। বাইকচালক তরুণও গুরুতর আহত হন।

মৈনাকের বাড়ির সামনে ভিড়। বুধবার।

আওয়াজ শুনে স্থানীয়রা এসে আহতদের উদ্ধার করে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক মৈনাক এবং পার্থকে মৃত ঘোষণা করেন। রাজার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৈনাক দত্ত (১৬) নাথুয়া গভর্নমেন্ট স্পনসর আশ্রম হাইস্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ত এবং পার্থ রায় (১৫) বানিয়াপাড়া চৌরাস্তা হাইস্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল। মঙ্গলবারের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য প্রত্যেকেই রাজাকে দায়ী করেছেন। স্থানীয় ভোম্বল সরকারের কথায়, 'রাজা সবসময় নেশা করে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাত। ওই দুই কিশোরকে বাইকে তুলে লরির পেছনে ছোটা ওর উচিত হয়নি। ওর এই বেপরোয়া মনোভাবের জন্য দুটো প্রাণ অকালে চলে গেল।'

মৃতদেহের পাশ থেকে চাঁদা আদায়ের রসিদ উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি পরিবার ও স্থানীয়রাও জোরপূর্বক চাঁদা তোলার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তবে মুখে কুলুপ এঁটেছেন আশ্রমপাড়া দুর্গোৎসব কমিটির পুজো উদ্যোক্তারা। এদিনও এবিষয়ে ক্লাবের কেউই মুখ খুলতে রাজি হননি।

আমবাড়ি খুলছে সোমবার

বানারহাট, ১০ সেপ্টেম্বর : ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মধ্যে দিয়ে খুলল জট। আগামী সোমবার খুলছে বানারহাটের আমবাড়ি চা বাগান। ৬৯ দিন বন্ধ থাকার পর পুজোর মুখে বাগান খোলার খবরে স্বস্তি পেলেন প্রায় দুই হাজার শ্রমিক, খুশির আবহ শ্রমিক পরিবারগুলিতে।

বুধবার শিলিগুড়ির দাগাপুরে শ্রমিক ভবনে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে দিয়ে বাগানটি খোলার সিদ্ধান্ত নেয় বাগান কর্তৃপক্ষ। ৮ জুলাই 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' নোটিশ ঝুলিয়ে বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। পরবর্তীতে শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি বৈঠক হলেও, সমাধানের রাস্তা বের হয়নি। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত জলপাইগুড়ির সহকারী শ্রম কমিশনার রাতুল ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা প্রথম থেকে বাগান খোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছি। আজ ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে বাগান খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।'

খুশির খবর

- ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ৬৯ দিন পর কাটল জট
- ৮ জুলাই 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' নোটিশ ঝুলিয়ে বাগান ছেড়েছিল কর্তৃপক্ষ
- কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন প্রায় দুই হাজার শ্রমিক

অবশেষে অচলাবস্থা কাটল বানারহাটের আমবাড়ি চা বাগানে। তবে বাগান খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও, এদিন বোনাস সংক্রান্ত কোনও আলোচনা হয়নি।

আমবাড়ি চা বাগান মালিকপক্ষের সংগঠন ডিবিআইটিএ-র সম্পাদক শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সকলের মিলিত চেষ্টায় বিরোধের অবসান হল। পুজোর আগে বাগান খোলায় আমরাও খুশি। তবে এদিনের বৈঠকে বোনাস সংক্রান্ত কোনও আলোচনা না হলেও, সরকারি নির্দেশকে গুরুত্ব দিয়ে বোনাস দেওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আশা করি ২২-২৩ সেপ্টেম্বর বোনাস সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হবে।' এদিনের বৈঠকে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন, বিজেপির বিটিডব্লিউইউ সহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল।

বোনাসের সঙ্গে মজুরি দাবি। উত্তপ্ত বাগ্রাকোট চা বাগান। বুধবার।

৭ ঘণ্টা ঘেরাও বাগান ম্যানেজারকে

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : ম্যানেজারকে ঘেরাও করে শ্রমিক বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল বাগ্রাকোট চা বাগান। বুধবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত ম্যানেজার পীযূষকুমার ঝাকে ঘেরাও করে রাখেন মহিলা শ্রমিকরা। দাবি ছিল, জুলাই ও অগাস্টের চারটি পাক্ষিক মজুরি সহ চলতি মাসের প্রথম পাক্ষিক মজুরি এবং রাজ্য সরকারের উপদেশ মেনে ২০ শতাংশ হারে বোনাস পুজোর আগেই দিতে হবে।

তারা লোহার নামে এক শ্রমিক বলেন, 'পুজোর আগে সমস্ত বকেয়া মেটানোর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের উপদেশ অনুযায়ী ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিতে হবে মালিকপক্ষকে। না হলে জোরদার আন্দোলনে নামব আমরা।' গত অগাস্টে শ্রমিকরা দৈনিক গড়ে ৩০ হাজার কেজি পাতা তুলেছেন। তারপরও যদি মালিকপক্ষ শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি দিতে গড়িমসি করে, তাহলে বিক্ষোভ তো হবেই- এমনটাই বক্তব্য অণিমা থাপা নামে অন্য এক শ্রমিকের।

দলমতনির্বিশেষে বাগানের ৮৫০ জন শ্রমিকই এদিন সকাল থেকে ম্যানেজার ঘেরাও কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিলেন। এদিনের পরিস্থিতির জন্য শ্রম দপ্তর এবং মালিকপক্ষের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে সিটু নেতা পবন প্রধান বলেন, 'দু'মাস আগে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা, পিএফের টাকা জমা না করা সহ আরও অনেক ইস্যু তুলে ধরে শ্রম দপ্তরের এএলসি, ডিএলসি, জেএলসি বিভাগে চিঠি দিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আয়োজন করার দাবি জানিয়েছিলাম। সেই বৈঠক এখনও হয়নি। তাই এদিনের শ্রমিক বিক্ষোভের দায় শ্রম দপ্তরকেও নিতে হবে।' বিজেপির চা শ্রমিক সংগঠনের ইউনিট নেতা লরেন্তস লাকড়ার কথায়, 'বকেয়া না মেটানো পর্যন্ত এই বিক্ষোভ জারি থাকবে।'

অন্যদিকে, এদিন বৃষ্টির মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ম্যানেজারকে যেভাবে অফিসের বাইরে ঘেরাও আন্দোলনের নামে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, তা হেনস্তার শামিল। এমনটাই বক্তব্য বাগান কর্তৃপক্ষের। সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ডিরেক্টর সুরজিৎ বক্সী বলেন, 'ম্যানেজমেন্টের তরফে শ্রমিকদের আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে এ মাসের ১২ ও ১৯ তারিখ পরপর দু'দফায় মজুরি দেওয়া হবে। তারপরও যেভাবে ম্যানেজারকে এদিন হেনস্তা করা হয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না।' ২০ শতাংশ বোনাসের দাবি ইস্যুতে সুরজিৎ বলেন, 'আমরা কোম্পানির তরফে শ্রম দপ্তরে লিখিতভাবে বোনাস সংক্রান্ত কিছু প্রস্তাব রেখেছি। জবাব পেলে বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে।'

ক্ষোভ দু'পক্ষেই

- বকেয়া মজুরি ও রাজ্য সরকারের উপদেশ মেনে ২০ শতাংশ হারে বোনাস পুজোর আগেই দিতে হবে
- দলমতনির্বিশেষে বাগানের ৮৫০ জন শ্রমিকই ম্যানেজার ঘেরাও কর্মসূচিতে শামিল হন
- বাগান কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, নির্দিষ্ট দিনে মজুরি দেওয়া হবে বলার পরেও ম্যানেজারকে হেনস্তা করা হয়েছে

প্রতারিত ৩৫ আলুচাষি

খোঁজ নেই অভিযুক্ত বহুজাতিক সংস্থার কর্মীর

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : আলু চাষ করে বহুজাতিক কোম্পানির কর্মীর কাছে রপ্তানি করেছিলেন। ভেবেছিলেন, তাঁদের চাষ করা আলু দিয়ে চিপস তৈরি হবে। তাঁরা লাভের টাকা ঘরে তুলবেন। কিন্তু তেমনটা না হওয়ায় ধূপগুড়ি ব্লকের কাজিপাড়ার ৩২ জন কৃষক দ্বারস্থ হয়েছেন পুলিশের। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, মাস পিটিশনের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

মাস পিটিশন দিতে এসেছিলেন এই কৃষকরা।

প্রাক মরশুমে এবং নির্দিষ্ট মরশুমে চিপসের আলু চাষ করেছিলেন কৃষকরা। যার জন্য বহুজাতিক কোম্পানির কর্মী দীপক বাড়ুই বিনামূল্যে বীজও সরবরাহ করেন। সেই বীজ দিয়েই চাষ করা হয়। এরপর মাঝেমধ্যেই ওই কোম্পানির কর্মী এলাকায় এসে চাষের কাজ পরিদর্শন করে যেতেন।

এরপর জমি থেকে আলু তোলার পর কোম্পানির কর্মী গাড়িবোঝাই করে আলু নিয়ে যান। যাওয়ার সময় বলেছিলেন, ২০ দিনের মাথায় কৃষকদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে। তারপর এতগুলো মাস কেটে গেল। এখনও কোনও টাকা পাননি একজনও। কৃষকরা জানান, ওই কোম্পানি থেকে তাঁদের বীজ সরবরাহ করা হয়েছিল এবং উৎপাদিত আলুর দামও গাড়ি প্রতি (২০০ প্যাকেট) নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এতেই কৃষকদের মনে বিশ্বাস তৈরি হয়। আর সেই সুযোগটাই নিয়েছিলেন দীপক।

কৃষক রঞ্জিত রায় বলেন, 'বীজ কোম্পানি থেকেই সরবরাহ করা হয়েছিল। চিপসের আলুর দাম ভালো বলে জানাতেই চাষের আগ্রহ প্রকাশ করি। গ্রামের আরও কয়েকজন কৃষকও চাষ শুরু করেন।' একই কথা বললেন আরেক কৃষক মিন্টু রায়। তাঁর কথায়, '২০ দিনের মধ্যে টাকা দেবে বলতেই বিশ্বাস করে আলুগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম।'

এর আগে অবশ্য তাঁরা অভিযুক্ত দীপক বাড়ুইয়ের বাড়ির ঠিকানা বের করে সেখানে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। জানা গিয়েছে, আলু রপ্তানির কয়েকদিন পর থেকে তাঁকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। অভিযুক্তের দাদাকে পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছিল। তাঁর তরফেও কোনও সদুত্তর না মেলায় পুলিশের কাছে যান প্রতারিত কৃষকরা।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বাড়ি কোচবিহার জেলায়। ওই জেলার নির্দিষ্ট থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। কৃষকদের কাছে নথিপত্র চাওয়া হয়েছে। সেগুলি পেলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেলেনি টাকা

- একটি বহুজাতিক কোম্পানির কর্মী যোগাযোগ করেন কাজিপাড়ার কৃষকদের সঙ্গে
- চিপসের আলু চাষের বীজও সরবরাহ করা হয় সংশ্লিষ্ট কোম্পানির তরফে
- আলু নিয়ে ২০ দিনের মধ্যে টাকা দেওয়ার কথা হয়েছিল
- তার ছয় মাস পরেও কোনও টাকা পাননি কৃষকরা

গাছ পড়ে ক্ষতি বাড়ি-গাড়ির

বানারহাট, ১০ সেপ্টেম্বর : মাটি উপড়ে চা বাগানের একটি ছায়া গাছ ঘরের উপর ভেঙে পড়ল। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিনটি ঘর, একটি ছোট গাড়ি। ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন। আহত ওই ব্যক্তির নাম সফিকুল ইসলাম। বুধবার সকাল ৫টা নাগাদ বানারহাটের এলআরপি মোড় সংলগ্ন ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশের ঘটনা।

এদিন সকালে গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানের একটি বড় ছায়া গাছের গোড়া নরম হয়ে উপড়ে পড়ে। সফিকুল রহমান, মামিনুর রহমান ও মজিনুর রহমানের বাড়ির ওপরে গাছটি পড়ে। সফিকুলের বাড়ির সামনের গাড়িটিও দুমড়ে যায়। সফিকুল বলেন, 'বিনা বৃষ্টিতে হঠাৎ করে গাছটি বাড়ির উপর ভেঙে পড়ে। আমার মাথায় ও হাতে চোট লাগে। বর্ষাকালে বাড়ি ভেঙে যাওয়ায় চিন্তায় রয়েছি।'

বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কুন্তি নন্দী বললেন, 'পঞ্চায়েতের তরফে ওই তিনটি পরিবারকে প্লাস্টিক দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আর কীভাবে তাদের সাহায্য করা যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।'

ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ

যাত্রীদের সুবিধার্থে, আসানসোল ও মালদা ডিভিসনে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নে উল্লিখিত সময়সূচি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে থামবেঃ

ট্রেন নং ও নাম	স্টেশন	সময় পৌঁ.	সময় ছা.	যে তারিখ থেকে থামবে
(১) ১২২৫৩ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-ভাগলপুর অঙ্গ এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	সুলতানগঞ্জ	০৮.০৪	০৮.০৬	১৫.০৯.২০২৫
(২) ১২২৫৪ ভাগলপুর-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু অঙ্গ এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৭.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	সুলতানগঞ্জ	১৪.০৮	১৪.১০	১৭.০৯.২০২৫
(৩) ১৫৬১৯ গয়া-কামাখ্যা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	কহলগাঁও	১৯.০৮	১৯.১০	১৬.০৯.২০২৫
(৪) ১৫৬২০ কামাখ্যা-গয়া এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	কহলগাঁও	২৩.০৭	২৩.০৯	১৫.০৯.২০২৫
(৫) ১৩০১৯ হাওড়া-কাঠগোদাম বাগ এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	সিমুলতলা	০৩.০৯	০৩.১১	১৬.০৯.২০২৫
(৬) ১৩০২০ কাঠগোদাম-হাওড়া বাগ এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	সিমুলতলা	০২.৫৬	০২.৫৮	১৬.০৯.২০২৫
(৭) ১৪০০৩ মালদা টাউন-নিউ দিল্লি এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ধরহরা	১৩.৫৮	১৪.০০	১৬.০৯.২০২৫
(৮) ১৪০০৪ নিউ দিল্লি-মালদা টাউন এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ধরহরা	১৬.৪৩	১৬.৪৫	১৫.০৯.২০২৫
(৯) ১৫০৯৭ ভাগলপুর-জম্মু তাওয়াই অমরনাথ এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ধরহরা	০১.১০	০১.১২	১৯.০৯.২০২৫
(১০) ১৫০৯৮ জম্মু তাওয়াই-ভাগলপুর অমরনাথ এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ধরহরা	০৭.৪৪	০৭.৪৬	১৮.০৯.২০২৫
(১১) ১২২৫৩ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - ভাগলপুর অঙ্গ এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ধরহরা	০৭.২০	০৭.২২	১৫.০৯.২০২৫
(১২) ১২২৫৪ ভাগলপুর-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু অঙ্গ এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৭.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ধরহরা	১৪.৫৮	১৫.০০	১৭.০৯.২০২৫
(১৩) ১৫৬২৫ দেওঘর-আগরতলা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	কটোরিয়া	২০.১৮	২০.২০	১৫.০৯.২০২৫
(১৪) ১৫৬২৬ আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	কটোরিয়া	০৪.৪০	০৪.৪২	১৫.০৯.২০২৫
(১৫) ১৩১৫৫ কলকাতা-সীতামঢ়ী মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	সিমুলতলা	০৩.০১	০৩.০৩	১৫.০৯.২০২৫
(১৬) ১৩১৫৬ সীতামঢ়ী-কলকাতা মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	সিমুলতলা	১৯.৪১	১৯.৪৩	১৫.০৯.২০২৫
(১৭) ১৫২৩৩ কলকাতা-দ্বারভাঙ্গা মৈথিলী এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	সিমুলতলা	১৬.০৭	১৬.০৯	১৫.০৯.২০২
(১৮) ১৫২৩৪ দ্বারভাঙ্গা-কলকাতা মৈথিলী এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	সিমুলতলা	২০.৩৫	২০.৩৭	১৪.০৯.২০২৫
(১৯) ১৩৪২৯ মালদা টাউন-আনন্দ বিহার (টি) এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	কহলগাঁও	১২.০৪	১২.০৬	১২.০৯.২০২৫
(২০) ১৩৪৩০ আনন্দ বিহার (টি)-মালদা টাউন এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	কহলগাঁও	১৯.০৮	১৯.১০	১৪.০৯.২০২৫
(২১) ১৫৭৩৪ ভাটিন্ডা-বালুরঘাট ফরাক্কা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	শিবনারায়ণ-পুর	০৬.১৮	০৬.২০	১৫.০৯.২০২৫
(২২) ১৫৭৩৩ বালুরঘাট-ভাটিন্ডা ফরাক্কা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	শিবনারায়ণ-পুর	২২.১৭	২২.১৯	১৫.০৯.২০২৫
(২৩) ১৫৭৪৩ বালুরঘাট-ভাটিন্ডা ফরাক্কা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	শিবনারায়ণ-পুর	২২.১৭	২২.১৯	১৪.০৯.২০২৫
(২৪) ১৫৭৪৪ ভাটিন্ডা-বালুরঘাট ফরাক্কা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	শিবনারায়ণ-পুর	০৬.১৮	০৬.২০	১৬.০৯.২০২৫
(২৫) ১৫৭৩৩ বালুরঘাট - ভাটিন্ডা ফরাক্কা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ঘোঘা	২২.৪০	২২.৪২	১৫.০৯.২০২৫
(২৬) ১৫৭৩৪ ভাটিন্ডা-বালুরঘাট ফরাক্কা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ঘোঘা	০৫.৫৭	০৫.৫৯	১৫.০৯.২০২৫
(২৭) ১৫৭৪৩ বালুরঘাট-ভাটিন্ডা ফরাক্কা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ঘোঘা	২২.৪০	২২.৪২	১৪.০৯.২০২৫
(২৮) ১৫৭৪৪ ভাটিন্ডা-বালুরঘাট ফরাক্কা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ঘোঘা	০৫.৫৭	০৫.৫৯	১৬.০৯.২০২৫
(২৯) ১৫৬২০ কামাখ্যা-গয়া এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	অভয়পুর	০১.১৬	০১.১৮	১৬.০৯.২০২৫
(৩০) ১২৩৪৯ গোড্ডা-নিউ দিল্লি হামসফর এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ধৌনী	১৬.২৪	১৬.২৬	১৫.০৯.২০২৫
(৩১) ১৮৬০৪ গোড্ডা-রাঁচী এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ধৌনী	১৬.২৪	১৬.২৬	১৪.০৯.২০২৫
(৩২) ১৮১৮৬ গোড্ডা-টাটানগর এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ধৌনী	১৬.২৪	১৬.২৬	১৬.০৯.২০২৫
(৩৩) ১২৩৫০ নিউ দিল্লি-গোড্ডা হামসফর এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ধৌনী	১৯.৩৮	১৯.৪০	১৭.০৯.২০২৫
(৩৪) ১৮৬০৩ রাঁচী-গোড্ডা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ধৌনী	০৩.২৭	০৩.২৯	১৭.০৯.২০২৫
(৩৫) ১৮১৮৫ টাটানগর-গোড্ডা এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ধৌনী	০৩.২৭	০৩.২৯	১৬.০৯.২০২৫
(৩৬) ১৫৬৫৮ কামাখ্যা-দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	পীরপৈঁতী	০৬.৫৯	০৭.০১	১৫.০৯.২০২৫
(৩৭) ১৫৬৫৭ দিল্লি-কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেল [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	পীরপৈঁতী	২০.২০	২০.২২	১৫.০৯.২০২৫
(৩৮) ১৩৪০৩ রাঁচী-ভাগলপুর বনাঞ্চল এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	শিবনারায়ণ-পুর	০৬.৫৫	০৬.৫৭	১৬.০৯.২০২৫
(৩৯) ১৩৪০৪ ভাগলপুর-রাঁচী বনাঞ্চল এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	শিবনারায়ণ-পুর	১৯.৪৪	১৯.৪৬	১৬.০৯.২০২৫

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

বেহাল রাস্তা পরিদর্শন করে সংস্কারের আশ্বাস বিডিও’র

দুশ্চিন্তা পুজোর উদ্যোক্তাদের

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১০ সেপ্টেম্বর : এক বছরেও পরিস্থিতি এতটুকু বদলায়নি। গতবছর কৃষক বাজার মোড়, দোলং মোড়ে স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা মেরামত করে মণ্ডপে প্রতিমা ঢোকাতে হয়েছিল পুজো উদ্যোক্তাদের। এবারও যেহেতু ফালাকাটার মিল রোড থেকে শিশাগোড় পর্যন্ত রাস্তা খানাখন্দে ভরা। তাই এখন থেকেই দুশ্চিন্তায় পড়েছে একাধিক পুজো উদ্যোক্তা। তার ওপর গত মঙ্গলবার বালুরঘাটে বেহাল রাস্তায় টোটো উলটে এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ দেখেও প্রশাসন কেন কোনও পদক্ষেপ করছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বাবুরহাট এলাকার পুজো উদ্যোক্তা তাপস বর্মনের কথায়, ‘জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির জেরে রাস্তার এই পরিস্থিতি।’ তাই এবার পুজোর আগে ভালোভাবে রাস্তা সংস্কার করা না হলে প্রয়োজনে আন্দোলনে নামা হবে বলে বংশীধরপুরের পুজো কমিটির প্রতিনিধি দীপক রায়, শিশাগোড়ের পুজো উদ্যোক্তা শ্যামপদ দাসরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

মহাসড়ক যেন পুকুর। বুধবার সাইনবোর্ড এলাকায়।

যদিও বুধবার মিল রোড থেকে শিশাগোড় পর্যন্ত রাস্তার বেহাল পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন ফালাকাটার বিডিও অনীক রায়। তিনি অবশ্য রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন।

অনীকের কথায়, ‘রাস্তার পরিস্থিতি জেলা শাসককে জানিয়েছি। পুজোর আগেই রাস্তা সংস্কার করতে হবে। সেকথা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে।’

এদিকে বালুরঘাট, শিশাগোড়, আসাম মোড় এলাকায় মঙ্গলবারই রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। বাকি এলাকাতেও দ্রুত রাস্তা সংস্কার করা হবে বলে জানিয়েছেন এনএইচএআই-এর কনসালট্যান্ট সঞ্জীব হাজরা। কিন্তু ওইসব এলাকায় মহাসড়কের মূল কাজ কেন হচ্ছে না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘কিছু বাসিন্দা বারবার ক্ষতিপূরণ চাইছেন। কাজে বাধা দিচ্ছেন। তা না হলে এতদিন রাস্তার মূল কাজ অনেকটাই এগিয়ে যেত। ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত মিটলে মূল কাজও শুরু হবে।’ যদিও স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই রাস্তা সংস্কার হচ্ছে তাপ্পি মেরে। মঙ্গলবারের টোটো দুর্ঘটনার পর কিছু বালি, বজরি ফেলে রাস্তার কিছু গর্ত ভরাট করা হয়। এক মাস আগেও সেটাই করা হয়েছিল। কিন্তু বালি, বজরি থাকে না। একদিন বৃষ্টি হলেই সব ধুয়ে যায়। ফের রাস্তার কঙ্কালসার চেহারা প্রকট হয়। এদিনও সাইনবোর্ড এলাকায় হিমঘরের সামনে রাস্তার মাঝে পুকুরের ছবিটা দেখা যায়। সেখানে এখনও জল জমে রয়েছে।

> **চিন্তার কারণ**
>
> ফালাকাটার মিল রোড থেকে শিশাগোড় পর্যন্ত রাস্তা খানাখন্দে ভরা
>
> এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে একাধিক পুজো কমিটি
>
> তার ওপর গত মঙ্গলবার বালুরঘাটে বেহাল রাস্তায় টোটো উলটে এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে

আসাম মোড়ের পুজো কমিটির প্রতিনিধি সঞ্জয় দে’র কথায়, ‘গত বছর নিজেরদের খরচে কৃষক বাজার মোড় ও দোলং মোড়ে রাস্তার গর্ত সংস্কার করে মন্দিরে প্রতিমা নিয়ে আসা হয়েছিল। আর ক’দিন পরেই পুজো। এবারও রাস্তার পরিস্থিতি একই। কী যে হবে কে জানে?’

ফালাকাটায় চতুর্থী থেকেই মণ্ডপে মণ্ডপে দুর্গা প্রতিমা নিয়ে আসা হয়। ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রামের পুজোর প্রতিমা নিয়ে আসা হয় ফালাকাটা শহর বা ডালিমপুরের কুমোরটুলি থেকে। আর ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়ক দিয়েই সেই প্রতিমা আনতে হয়। সন্তোষ দোকান এলাকায় মহিলারা পুজো করেন। স্থানীয় বাসিন্দা শিবেশ গুহর কথায়, ‘রোজ টোটো দুর্ঘটনা ঘটছে। এই রাস্তায় প্রতিমা আনা হলে হাত, মাথা ভাঙবেই।’

পঞ্চানন বর্মার প্রয়াণ দিবসে গাড়ির মিছিল

বারবিশা, ১০ সেপ্টেম্বর : তুফানগঞ্জ পঞ্চানন অনুগামী মঞ্চের উদ্যোগে বুধবার নানা কর্মসূচিতে রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার ৯১তম তিরোধান দিবস পালন করা হয়। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ থেকে একটি কার র‍্যালি রওনা হয়ে এদিন বিকেলে আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশায় পৌঁছায়। বারবিশা চৌপথিতে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার পাশাপাশি অন্য মনীষীদের মূর্তিতেও ফুলমালা দিয়ে সম্মান জানান সংগঠনের প্রতিনিধিরা। এরপর জাতীয় সড়ক ধরে এই ‘র‍্যালি’ পৌঁছে যায় অসম-বাংলা সীমানার ভাঙ্গাপাকরিতে। সেখানে পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে ফুলমালা পরিয়ে পঞ্চানন বর্মাকে স্মরণ করেন আয়োজকরা। পঞ্চানন বর্মার ভাবধারার প্রচার ও প্রসারে যুক্ত গুণীজনদের সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর জীবনীগ্রন্থও বিতরণ করা হয়।

কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তি স্থাপনে অনেকে উদ্যোগ নিয়েছেন। অনেকে জমি দিয়েছেন। তুফানগঞ্জ থেকে কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা হয়ে ভাঙ্গাপাকরি পর্যন্ত রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার মোট ৮টি মূর্তিতে ফুলমালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় মূর্তি স্থাপন কমিটির উদ্যোক্তা, সভাপতি ও সম্পাদক, মূর্তি দানকারী ব্যক্তি, পঞ্চানন অনুরাগী কবি, লেখক ও প্রাবন্ধিক, পঞ্চানন অনুরাগী শিল্পী, পঞ্চানন স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সভাপতি সহ ২৪ জন গুণীজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

স্মারকলিপি

কালচিনি, ১০ সেপ্টেম্বর : পুজোর মরশুমে চা বলয়ে নাইট অর্কেস্ট্রার আয়োজন করা হয় প্রতিবছর। সেই নাইট অর্কেস্ট্রা বন্ধের দাবি তুলল অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটি। বুধবার সংগঠনের জেলা সম্পাদক সঞ্জয় এক্কা সহ সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপারের কাছে নাইট অর্কেস্ট্রা বন্ধের দাবিতে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন।

কর্মশালা

সোনাপুর, ১০ সেপ্টেম্বর : বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাটকাপাড়া গ্রামে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয় এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রচার করা হয় ওই শিবির থেকে।

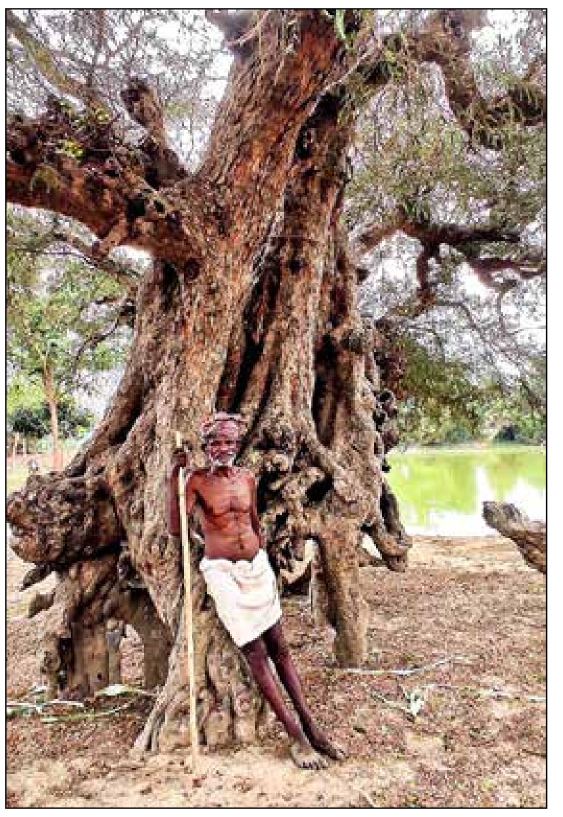

প্রাচীন।। *মালদার তিলাসনে ছবিটি তুলেছেন রাহুল দেব লাহিড়ী।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

টুকরো খবর

পরিদর্শন

আলিপুরদুয়ার, ১০ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের একাধিক অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজের হালহকিকত খতিয়ে দেখলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং। বুধবার গৌরীপুর স্টেশন, ধুবড়ি ও কোকরাঝাড় স্টেশন তৈরির কাজ দেখা হয়। এছাড়া রেল ট্র্যাক, ওভারব্রিজ, রেলের বৈদ্যুতিক লাইন, রেলসেতুর পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন তিনি। একাধিক স্টেশনের স্টেশন মাস্টার সহ রেলকর্মীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বিষয়ে কথা বলেন দেবেন্দ্র। একাধিক সমস্যার বিষয় নজরে আসতেই দ্রুত সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেন।

শিল্পীর সন্ধানে

আলিপুরদুয়ার, ১০ সেপ্টেম্বর : নিখোঁজ নৃত্যশিল্পীর সন্ধান পেতে আলিপুরদুয়ার সংস্কৃতি মহলের সদস্যরা মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হলেন। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পলাশবাড়ি এলাকার নৃত্যশিল্পী পায়েল মল্লিক গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে নিখোঁজ। শিল্পীর বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বুধবার নিখোঁজ শিল্পীর বিষয়ে মহকুমা শাসককে জানানো হয়। মহকুমা শাসক আশ্বস্ত করেছেন বলে জানান সংস্কৃতি মহলের সদস্যরা।

পদ্মের পথসভা

পলাশবাড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমানের ঘটনায় বুধবার পলাশবাড়িতে পথসভা করল বিজেপি। এদিন বিকেলে পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ডের পাশে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য ভূষণ মোদক, জেলা সহ সভাপতি মানিক সাহা, দলের ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের সংযোজক জয় সূত্রধর, আলিপুরদুয়ার বিধানসভার আহ্বায়ক লক্ষ্মীকান্ত সরকার, ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রণজিৎ মুন্ডা প্রমুখ তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হন।

ঘর বিলি

আলিপুরদুয়ার, ১০ সেপ্টেম্বর : বুধবার জলপাইগুড়ির প্রশাসনিক সভা থেকে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও পরিষেবা প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক সভা ভার্চুয়ালি দেখার আয়োজন করা হয়েছিল আলিপুরদুয়ারে। এদিন রবীন্দ্র মঞ্চে সভা দেখার সুযোগের পাশাপাশি সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়। জেলার প্রায় ৩,১২২ জনকে চা বাগানের পাট্টা এবং ১,১০৬ জনকে চা সুন্দরী প্রকল্পে ঘরের চাবি তুলে দেওয়া হয়।

দেহ উদ্ধার

শামুকতলা, ১০ সেপ্টেম্বর : এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় শামুকতলা থানার উত্তর মহাকালগুড়ি গ্রাম থেকে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম অসীম দেবনাথ (৩৪)। কয়েকদিন আগে হাত ভেঙেছিল তাঁর। তারপর থেকে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। বাড়ির সামনে মুদিখানার দোকান চালাতেন অসীম। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানিয়েছেন, বাড়ির পাশের বাগান থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে।

কৃষক বাজারে ভাড়ার নোটিশ

সমীর দাস

কালচিনি, ১০ সেপ্টেম্বর : কয়েকলক্ষ টাকা ভাড়া বকেয়া। এমনকি বেশ কয়েকটি স্টলও দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। আলিপুরদুয়ার জেলা রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির (আরএমসি) তরফে সম্প্রতি কালচিনি কৃষক বাজারে স্টল নেওয়া ব্যবসায়ীদের নোটিশ জারি করে দ্রুত বকেয়া ভাড়া মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে নিয়মিত স্টল খোলার কথাও উল্লেখ রয়েছে ওই নোটিশে।

বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী মহল। তাঁরা বকেয়া ভাড়া মকুবের পাশাপাশি রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির কাছে বাজারটিকে জনপ্রিয় করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন। মঙ্গলবার পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ব্যবসায়ীরা কৃষক বাজারে নিজেদের মধ্যে একটি বৈঠক করেন। ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক জয়ন্ত বড়গাঁও বলেন, ‘আমরা ভাড়া মকুব করে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানাব।’

স্থানীয় একটি ফার্মার্স কোম্পানির ডিরেক্টর বিনয় নার্জিনারির ক্ষোভ, ‘আমার অফিস নিয়মিত খোলা রাখা হয়। তবুও আমাকে অফিস খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’ যদিও আরএমসি’র আলিপুরদুয়ার জেলা সচিব উত্তম ভৌমিক বলেন, ‘শুধু দোকান খোলা রাখলে হবে না।

ভাড়া বকেয়া পড়েছে বলেই নোটিশ জারি করা হয়েছে। প্রশাসন চাইছে বাজারটিকে সচল রাখতে। নিয়মিত বাজার না খুললে বাজার সচল থাকবে কীভাবে?’ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া ভাড়া না মেটালে পুরোনো ভাড়াটিয়াদের চুক্তি বাতিল করে নতুন চুক্তি হবে বলেও জানান তিনি।

কালচিনি কৃষক বাজারে মোট ২২টি স্টল রয়েছে। ২০১৬ সালে ৩১সি জাতীয় সড়কের মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সাতালি গ্রামে ওই বাজার চালু হয়েছিল। স্টল প্রতি মাসিক ভাড়া ধার্য করা হয়েছিল ৫০০ টাকা। আরএমসি সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সাল থেকে ভাড়া বকেয়া রয়েছে। ২২টি স্টলের বকেয়া ভাড়া প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা। প্রশ্ন উঠছে, এই বিপুল পরিমাণ টাকা বকেয়া রাখা হয়েছে কেন? এই প্রশ্নের জবাবে কিন্তু কোনও ব্যবসায়ী স্পষ্ট কোনও উত্তর দিতে পারেননি। কেউ বলছেন, করোনার সময় ব্যবসায় বড় ধাক্কা লেগেছিল, সেটা আর সামলে ওঠা যায়নি। তাই ভাড়াও দেওয়া হয়নি। কেউ বলছেন, যেহেতু এই বাজারে বিক্রিবাটা তেমন হয় না, তাই তাঁরা ভাড়াও দেন না। যেমন বিনয় বলছিলেন, ‘এখানে যে যে পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রশাসন, সেসব হয়নি। তাই আমরাও ভাড়া দিই না।’

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, আরএমসি কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিল বাজারটিকে জনপ্রিয় করতে চার কিলোমিটার এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত সমস্ত বাজারকে কৃষক বাজারে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু তা কার্যকর করা হয়নি। কৃষক বাজারের পাশে থাকা সাতালি থেকে নাকাডালা পর্যন্ত রাস্তাটি বানানোর আশ্বাস দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

সপ্তাহে একদিন বাজার বসলেও কেনাবেচা প্রায় হয় না বললেই চলে। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, সেজন্যও ভাড়া দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে আরএমসির জেলা সচিব বিষয়টি নিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে তাঁর মতে, ব্যবসায়ীরা নিয়মিত দোকান খুললে তবেই বাজারটি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

গঙ্গার ‘অনুপ্রেরণায়’ ঘাসফুলে পা বাড়িয়ে গণেশ

সমীর দাস

কালচিনি, ১০ সেপ্টেম্বর : দল ছাড়ছেন আরএসপি নেতা গণেশ লামা। তিনি তৃণমূলে যোগদান করবেন বলে জানিয়েছেন। তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা তাঁকে অনুপ্রাণিত করায় তিনি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে গণেশের দাবি। তিনি আরএসপির কালচিনি শাখা কমিটির সম্পাদক এবং দলের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি আরএসপির চা বাগান শ্রমিক সংগঠন ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদে ছিলেন দীর্ঘদিন।

আরএসপির বিদায়ি নেতা গণেশ লামা।

গণেশ বলেন, ‘কয়েকদিনের মধ্যেই আমি তৃণমূলে যোগদান করব।’ তাঁর এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে তিনি ফোনে আরএসপি ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের জেলা শীর্ষ নেতাদের জানিয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন। ঘাসফুল শিবিরে গণেশের যোগদান করা নিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ বলেন, ‘গণেশ একজন দক্ষ সংগঠক। তিনি দীর্ঘদিন চা বলয়ের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তিনি যোগ দিলে দল আরও সমৃদ্ধ হবে বলে মনে করি।’

তবে দল ছাড়ার আগে আরএসপির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন গণেশ। তিনি বলেন, ‘আরএসপিতে নবীন প্রজন্মের নেতাদের কাজের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। প্রবীণরাই পদ আগলে বসে আছেন।’ তিনি যোগ করেন, ‘সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণ প্রজন্মের আইকন হয়ে উঠেছেন।’

গণেশ বর্তমানে কালচিনি চা বাগানে সাব-স্টাফ পদে কর্মরত। গত ২৫ বছর ধরে গণেশ বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। মূলত চা বলয়ই গণেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল জায়গা।

তৃণমূল সুপ্রিমোর ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে এই বছর চা শ্রমিকদের জন্য ২০ শতাংশ বোনাসের ব্যবস্থা করেছেন তা অভূতপূর্ব। কালচিনি ও রায়মাটাং চা বাগান খোলার পেছনে রাজ্য প্রশাসনের বড় ভূমিকা রয়েছে।’ তৃণমূলে যোগ দিয়ে চা শ্রমিকদের জন্য আরও বৃহত্তরভাবে কাজ করতে চান বলে গণেশ দাবি করেছেন।

> মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে এই বছর চা শ্রমিকদের জন্য ২০ শতাংশ বোনাসের ব্যবস্থা করেছেন তা অভূতপূর্ব। কালচিনি ও রায়মাটাং চা বাগান খোলার পেছনে রাজ্য প্রশাসনের বড় ভূমিকা রয়েছে। চা বাগান দুটি খোলায় শ্রমিকদের অনিশ্চিত জীবন ছন্দে ফিরেছে।
>
> **গণেশ লামা**
> দলত্যাগী আরএসপি নেতা

যদিও গণেশের দল ছাড়ায় কোনও প্রভাব পড়বে না তা দাবি করে আরএসপির কালচিনি লোকাল কমিটির সম্পাদক পূর্ণমন রাই বলেন, ‘দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত গণেশের ব্যক্তিগত বিষয়। এতে দলে কোনও প্রভাব পড়বে না। তবে নবীন প্রজন্মকেও দলে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।’

নাগাল্যান্ডে বাঙালিদের সঙ্গে আলোচনায় মনোজ ওরাওঁ।

ভিনরাজ্যে জনসংযোগে পদ্ম নেতারা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১০ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজো যে জনসংযোগ বাড়ানোর অন্যতম মাধ্যম, সে কথা শোনা যায় অনেক নেতার মুখেই। সে কারণে পুজো উদ্বোধন নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। দুর্গাপুজোর মাধ্যমে এবার জনসংযোগে নেমেছে বিজেপিও। যদিও সেটা এই রাজ্যে নয়, ভিনরাজ্যে। ‘প্রবাসী বাঙালি সম্পর্ক অভিযান’ নামে রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে নতুন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের একাধিক নেতার ওপর দায়িত্ব পড়েছে বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে দুর্গাপুজো কমিটিগুলোর সঙ্গে আলোচনা করার।

দু’সপ্তাহের কিছুটা বেশি বাকি দুর্গাপুজোর। রাজ্যের প্রায় সর্বত্র প্রস্তুতি চলছে। আলিপুরদুয়ারের ছবিটাও কিছু আলাদা নয়। তবে পুজোতে আনন্দ, উন্মাদনার পাশাপাশি রয়েছে রাজনীতিও। এদিন এই কর্মসূচি নিয়ে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মনের বক্তব্য, ‘কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে ওই কর্মসূচি হচ্ছে। অন্য রাজ্যে গিয়ে সেখানের পরিস্থিতি কী রয়েছে, সেটা জানা যায়। সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন হয়। আমাদের রাজ্যে যে নেতাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁরা নিজেদের কাজ করছেন।’

বিজেপি সূত্রে খবর, দুর্গাপুজোর মুখে এই অভিযানের মাধ্যমে বাইরের রাজ্যে গিয়ে সেখানে পুজোর আয়োজন কীভাবে হয়, সে বিষয়ে জানবেন নেতারা। সেই রাজ্যের পরিস্থিতিও জানবেন। দুর্গোৎসবকে ঘিরে ভিনরাজ্যের বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করে তাঁদের মাধ্যমে রাজ্যের বাঙালিদের আরও কাছে যেতে চাইছেন পদ্ম নেতারা। রাজ্য বিজেপির ৩০ জন বিধায়ক এবং ৩০ জন নেতাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কে কোন রাজ্যে গিয়ে প্রচার চালাবেন। যেমন, কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নাগাল্যান্ডের, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা হিমাচলপ্রদেশ এবং আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকি যাবেন মেঘালয়ে। মনোজ বলেন, ‘ইতিমধ্যে চারদিন থেকে এসেছি। আরেকবার গিয়ে আরও কয়েক জায়গায় বাঙালিদের সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করব। দুর্গাপুজো কমিটিগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।’

> **নয়া কর্মসূচি**
>
> - রাজ্য বিজেপির ৩০ জন বিধায়ক এবং ৩০ জন নেতা পেয়েছেন ভিনরাজ্যে প্রচারের দায়িত্ব
> - সেখানে প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াবেন তাঁরা
> - সেইসঙ্গে সেখানকার পুজোর প্রস্তুতিও দেখা হবে

ভুটানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু পরিযায়ীর

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১০ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্ত্রীকে ফোনে বলেছিলেন কালীপুজোর আগে বাড়ি ফিরবেন। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চরম বেদনাদায়ক পরিণতি! কে জানত যে তিনি আর কোনওদিনই ফিরবেন না। ভুটানে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে প্রাণ হারাতে হল সুকুমার কার্জি (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে। পরিবারের কাছে খবর এসেছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন সুকুমার।

সুকুমারের বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের পশ্চিম শালকুমার আভারুপাড়া গ্রামে। প্রতিবেশী অমল কার্জির হাত ধরে তিন মাস আগে প্রথমবার ভুটানে শ্রমিকের কাজে গিয়েছিলেন সুকুমার। সেখানে কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করতেন তিনি। বুধবার সকালে ভুটান থেকে সুকুমারের পরিবারের কাছে একটি ফোন আসে। বলা হয়, মঙ্গলবার রাতে হিটারে জল গরম করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন সুকুমার। সুকুমারের দূর সম্পর্কের কাকা নীরেশ কার্জি জানালেন, বুধবার সকালে ভুটান থেকে সুকুমারের ছবি পাঠানো হয়। ছবিতে দেখা যায় একটি বালতির পাশে তিনি পড়ে রয়েছেন। দেহে প্রাণ নেই। যার অধীনে তিনি কাজ করতেন, সেখান থেকে বলা হয়েছে মঙ্গলবার রাতে হিটার অন করে বালতিতে জল গরম করছিলেন। অসতর্কতাবশত বালতির জলে হাত দিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। ঘরে একাই ছিলেন। বুধবার সকালে তার সহকর্মীরা ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে দেখেন বালতির পাশে পড়ে রয়েছে সুকুমারের নিথর দেহ। সুকুমারের বাবা লাখো কার্জি বলেন, ‘কালীপুজোর আগে বাড়ি আসবে বলে বৌমাকে জানিয়েছিল। কিন্তু এদিন সকালে ছেলের মৃত্যুর খবর আসে। একটি লোহার বালতির পাশে পড়ে ছিল ছেলের দেহ। বলা হয়েছে হিটারে জল গরম করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছে।’ এদিন দুপুরেই ভুটান পৌঁছায় সুকুমারের পরিবার। যাবতীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেহ বাড়িতে আনতে দেরি হবে বলে জানানো হয়েছে। পরিবারের তরফে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে ভুটান প্রশাসনের কাছে। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য জানান, পরিবারের তরফে বিকাল পর্যন্ত কোনও অভিযোগ জানানো হয়নি।

> কালীপুজোর আগে বাড়ি আসবে বলে বৌমাকে জানিয়েছিল। কিন্তু এদিন সকালে ছেলের মৃত্যুর খবর আসে। একটি লোহার বালতির পাশে পড়ে ছিল ছেলের দেহ। বলা হয়েছে, হিটারে জল গরম করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছে।
>
> **লাখো কার্জি**
> *মৃতের বাবা*

সাবেকিয়ানাই আকর্ষণ হরি মন্দিরের

এল এল পুজো এল

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১০ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজো এখন থিম ছাড়া ভাবাই যায় না। কোন পুজো কমিটি বা ক্লাব কীরকম আয়োজন করছে সেটা জানাও কোনও রহস্যের সন্ধান পাওয়ার থেকে কম নয়। থিমের পুজো আর কোনও ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের আদলে মণ্ডপ তৈরি করাই ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এখনও বেশ কয়েকটি এমন দুর্গাপুজোও রয়েছে যেখানে থিম নয় বরং মূল আকর্ষণ সাবেকিয়ানা। সেই রকম উদাহরণ রয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে। ব্লকের খয়েরবাড়ি হরি মন্দির বারোয়ারি দুর্গাপুজো কমিটির পুজো ১১৩ বছরের পুরোনো। এক শতাব্দী পুরোনো এই পুজোয় আজও নিয়ম মেনে আয়োজন হয়ে আসছে।

খয়েরবাড়ি হরি মন্দির বারোয়ারি দুর্গাপুজো কমিটির নাট মন্দির রয়েছে। সেখানেই পুজো হয়। আগে এক সময় সেখানে কাঠের মন্দির ছিল। তবে সেটাকে ভেঙে পাকা মন্দির করা হয়েছে। সেই মন্দিরের সামনেই শুরু হয়েছে বাঁশ দিয়ে মণ্ডপ তৈরির কাজ।

পুজোর আয়োজন নিয়ে পুজো কমিটির সম্পাদক নরেশ রায়ের বক্তব্য, ‘কোনও বড় মণ্ডপ করা হচ্ছে না। যেভাবে প্রতি বছর ছোট মণ্ডপ করা হয় সেটাই এবছরও করা হচ্ছে। প্রতিমাও একইরকম থাকছে।’

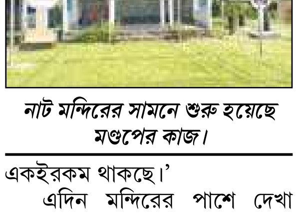

নাট মন্দিরের সামনে শুরু হয়েছে মণ্ডপের কাজ।

এদিন মন্দিরের পাশে দেখা গেল ভোগের ঘর সংস্কারকাজও শুরু হয়েছে। অষ্টমী থেকে ওই মন্দিরে ভোগ দেওয়া শুরু হয়। ওই ঘরেই রান্নার সব কাজ হয়। মন্দিরের পুরোহিত উত্তম চক্রবর্তী বলেছিলেন, ‘এই পুজোর পুরোনো ইতিহাস রয়েছে। পুরোনো যে যে নিয়মে পুজো হত সেটাই করা হচ্ছে। পুরোনো রীতি তো অনেক জায়গায় হারিয়ে যাচ্ছে সেটা ধরে রাখাই এই পুজো কমিটির বৈশিষ্ট্য।’

খয়েরবাড়ির এই পুজোতে এক সময় কয়েক হাজার লোকের সমাগম হত। সব থেকে বেশি ভিড় হত অষ্টমীর দিন।

গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, অষ্টমীর দিন এত ভিড় হত যে কুয়োতে কয়েক বস্তা চিনি ফেলে শরবত করে বিলি করা হত। তবে বিভিন্ন এলাকায় দুর্গাপুজোর সংখ্যা বাড়ায় এই পুজোয় ভিড় কিছুটা কমেছে। পুজোর আয়োজকরা কিন্তু যতটা সম্ভব পুরোনো ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। সেজন্য পুরোনো প্রথা মেনে যেমন পুজোর আয়োজন হয় তেমনই মন্দিরের পাশেই মেলার আয়োজনও হয়। আবারও সেই মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

দুর্গাপুজো কমিটির সদস্য মদন রায় বলছেন, ‘মেলায় এবার অন্য বছরের তুলনায় বেশি দোকান থাকবে। আর নবমী ও দশমীর দিন যাত্রাপালা আয়োজন করা হয়েছে।’ একসময় ওই গ্রাম ও আশপাশের গ্রামের বিভিন্ন উৎসবে যাত্রাপালা আয়োজন করা হত। তবে সেই সংখ্যা কমে গিয়েছে। খয়েরবাড়ি হরি মন্দির বারোয়ারি দুর্গাপুজো কমিটি আজও যাত্রাপালার আয়োজন বন্ধ করেনি।

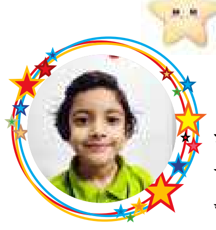

শহরের একটি বেসরকারি স্কুল ইউরো কিডসের ছাত্রী দিওতিমা ভট্টাচার্য। পড়াশোনা, গান, নাচ, ছবি আঁকা, আবৃত্তি, যোগাসন ও ক্যারাটেতে পারদর্শী ওই খুদে।

ঠাকুরবাড়ির গল্প মিলন সংঘে

মিলন সংঘের প্যান্ডেল তৈরি চলছে।

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বিশেষ আকর্ষণ

- ৪০ রকম পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ
- মণ্ডপে 'দক্ষিণের বারান্দা'য় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সাহিত্য তুলে ধরা হবে
- তাঁর হাতে আঁকা চিত্রগুলোও প্রতিলিপি হিসেবে রাখা থাকবে
- মণ্ডপের সামনে থাকবে একতারা বাজানো বাউলের মূর্তি
- ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্য ফুটে উঠবে প্রতিমার মাধ্যমে

আলিপুরদুয়ার, ১০ সেপ্টেম্বর : ঠাকুরবাড়ির গল্প জানতে চান? অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল? বাংলা সংস্কৃতি তথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান কতটা? এবার ৮৩তম বর্ষে শহরের মিলন সংঘ সেই সুযোগ করে দেবে। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মৃণালিনী দেবী সহ ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য সদস্যের কথাও জানা যাবে। ইতিমধ্যে কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে।

উত্তর কলকাতার একটি অন্যতম জনপ্রিয় স্থান হল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। বাড়িটি ১৭৮৪ সালে তৈরি করেছিলেন নীলমণি ঠাকুর। এই বাড়িতেই জন্মান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিলন সংঘের সদস্য আবির সরকার জানালেন, মণ্ডপের বিশেষ আকর্ষণ 'দক্ষিণের বারান্দা'। সেখানে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সাহিত্যের পাশাপাশি তাঁর হাতে আঁকা ছবিগুলোর প্রতিলিপি রাখা থাকবে।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, মণ্ডপের সামনে থাকবে একতারা বাজানো বাউলের মূর্তি। ৫০ ফুট উচ্চতার এই মণ্ডপ বাঁশ, মাটি, কাঠ, পোয়াল, খড়, পাটকাঠি সহ ৪০ রকম পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে তৈরি হচ্ছে।

সেইসঙ্গে আলপনাও দেওয়া হবে মণ্ডপে। ঠাকুরবাড়ি সম্পর্কিত ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকও থাকবে। পাশাপাশি প্রতিমার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হবে ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্য। ১৪ ফুট উচ্চতার প্রতিমা থাকছে, থাকছে চন্দননগরের আলোকসজ্জাও। তিনটি আলোকসজ্জার তোরণ তৈরি করা হবে। এবারে মিলন সংঘের বাজেট আনুমানিক ৩৫ লক্ষ টাকা। তবে শুধু এটাই নয়, অন্যান্য আয়োজনও থাকছে। সপ্তমী থেকে নবমীতে প্রসাদ বিতরণ করা হবে। আয়োজন করা হয়েছে নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচিও।

সেইসঙ্গে বস্ত্র উপহার দেওয়া হবে শিশুদের। বিসর্জনের ক্ষেত্রেও চমক থাকছে। ঠাকুরবাড়ির মডেল প্রদর্শনী, ঢাকি, ভাংড়া সহ ডুয়ার্সের জনজাতির শোভাযাত্রাও থাকবে। থিম সং রিলিজ করা হবে মহালয়ার দিন।

মণ্ডপশিল্পী আলোক দেবনাথ বললেন, 'সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কাজ আমরা উপহার দিতে চলেছি। অনেকদিন ধরেই মণ্ডপের কাজ চলছে। আশা করছি, সকলের ভালো লাগবে।' সকলের যাতে ভালো লাগে, সেই চেষ্টাতেই ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টা কাজ করছেন বাবু মোহন্ত, শিবানন্দ ভৌমিক, হেলান বর্মনরা।

অন্যদিকে, কমিটির সদস্য রোহান কুণ্ডু, প্রতিম ঘোষ রায়, ঋজু সাহারা আবার দিন গুনছেন পুজোর। পুজোর এই কয়েকটা দিনের জন্য সারাবছর অপেক্ষা করে থাকেন তাঁরা। ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক মৃণাল ঘোষ জানালেন, গতবছর তাঁদের পুজো জেলার সেরা পুজো হয়েছিল। এবারও সেই চেষ্টাই করছেন। দর্শনার্থীদের চমকে দিতে তাঁরা প্রস্তুত, জানালেন যুগ্ম সম্পাদক সম্রাট বিষ্ণু।

এল এল পুজো এল

গতবছর আন্দামানের কথা বলে জেলার সেরা পুজো হয়েছিল আলিপুরদুয়ার শহরের মিলন সংঘ। এবছর তারা বলবে ঠাকুরবাড়ির গল্প। অবনীন্দ্রনাথকে জানা যাবে। মহালয়ার দিনে রিলিজ হবে থিম সং, বিসর্জনে থাকছে প্রদর্শনী।

কালজানি বাঁধের পাশে জ্বলছে ভাঙাড়ির দোকানের পরিত্যক্ত জিনিস।

পরিত্যক্ত জিনিসে আগুন বাঁধের রাস্তায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১০ সেপ্টেম্বর : কালজানি নদীর বাঁধকে এক অর্থে আলিপুরদুয়ার শহরের রক্ষাকর্তা বলাই যায়। সেই বাঁধ এবং বাঁধের ওপর রাস্তা নিয়ে কম চর্চা নেই। আবার বাঁধের পাশে আবর্জনা ফেলে রাখা যে বিপজ্জনক- সেটাও অনেকেই মানছেন। তবে হাজার তদ্বির তদারক সত্ত্বেও নদীবাঁধের পাশে স্তূপাকার হয়ে পড়ে থাকা আবর্জনার পাহাড় সরেনি।

এবার নতুন করে ওই বাঁধের আরেক বিপদের আশঙ্কা সামনে এসেছে। সেটাও 'ম্যান মেড' বা মানুষের প্রভাবে উদ্ভূত কারণে। বাঁধের পাশে বসবাসকারী অনেকে ভাঙাড়ির ব্যবসা শুরু করেছেন। একদিকে যেমন ব্যবসা করা হচ্ছে, তেমনই ভাঙাড়ির যে জিনিস বিক্রি হয় না তা ফেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাঁধ চত্বরেই। প্রতিদিন বাঁধের ওপর এভাবে আগুন ধরিয়ে দেওয়ায়, অতর্কিতে বিপদ বাড়ছে বলে মনে করছেন অনেকে।

বিষয়টি নিয়ে অনেকেই রীতিমতো চিন্তায় রয়েছেন। প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, কিছু ব্যবসায়ীর স্বার্থে বাঁধের ক্ষতি হলে তার দায় কে নেবে? সূর্যনগর এলাকার বাসিন্দা দেবজ্যোতি ভৌমিক বলেন, 'বাঁধের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকবার দেখেছি আগুন জ্বলছে। সেটা যে ভাঙাড়ি পোড়ানোর আগুন সেটা জানা ছিল না।

এইভাবে আগুন লাগানো হলে তাতে বাঁধের ক্ষতি হতে পারে।' অন্যদিকে ইটখোলা এলাকার আরেক বাসিন্দা তৃষ্ণা মিত্রর কথায়, 'বাঁধ আছে দেখে শহরের বাসিন্দারা নিশ্চিতে থাকতে পারেন। আর বাঁধের পাশে এইরকমভাবে আগুন লাগানো হলে তো ভয় কাজ করবে!'

সমস্যা যেখানে

- বাঁধের পাশে বসবাসকারী অনেকে ভাঙাড়ির ব্যবসা শুরু করেছেন
- একজনের দেখাদেখি আরেকজন- এভাবেই বড় হয়েছে কারবার
- যে জিনিস বিক্রি হয় না তা ফেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাঁধ চত্বরেই
- প্রতিদিন বাঁধের ওপর এভাবে আগুন ধরিয়ে দেওয়ায় অতর্কিতে বিপদ বাড়ছে
- কিছু ব্যবসায়ীর স্বার্থে বাঁধের ক্ষতি হলে তার দায় কে নেবে, প্রশ্ন স্থানীয়দের

স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেল, বাঁধের পাশে বাড়ি তৈরি, ব্যবসা করা সবই একজনের দেখাদেখি আরেকজন করেন। ভাঙাড়ির ব্যবসার শুরুটাও এভাবে। এদিন বাঁধের পাশে ভাঙাড়ি পোড়ানোর ছবি তুলতে গেলে ব্যবসায়ীরা আপত্তি জানাতে থাকেন। এমনকি কেউ নাম বলতেও রাজি হননি। তাঁদের একজনের বক্তব্য, 'ভাঙাড়িতে যে জিনিস বিক্রি হয় না সেগুলো পুড়িয়ে দিই। সেগুলো তো রাখা যায় না। এতে কেউ অভিযোগ করেননি। সেজন্যই ব্যবসা চলছে।' বিষয়টি নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই সেচ দপ্তরের কাছে।

এদিন সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত ভৌমিককে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এরকম কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি। বাঁধের কাজ বন্যা আটকানো। অন্য কিছু নয়।'

তিনি আবার দাবি করেছেন, আগুনে খুব বেশি ক্ষতি হবে না। তবে ক্ষতি যে হবে সেটা মানছেন সেচ দপ্তরের প্রাক্তন কর্মী তথা আলিপুরদুয়ার অভিভাবক মঞ্চের সম্পাদক ল্যারি বসু। তাঁর ব্যাখ্যা, বাঁধের পাশে ১০ ফুট সীমানায় কোনও কিছুই থাকার কথা নয়। ১৯৯৩ সালের বন্যার পর তাই সিদ্ধান্ত হয়। আর আগুন লাগানো তো কোনওভাবেই উচিত নয়। এতে মাটির ক্ষয় হতে পারে। ঘনঘন আগুন লাগালে ক্ষতির ভয় বেশি থাকে।

বার্ষিক সাধারণ সভা

আলিপুরদুয়ার, ১০ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল 'জেলা মাইক ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি'র ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা। এদিন সমিতির নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়। সভাপতি পদে তপন সেন, সাধারণ সম্পাদক পদে বিষ্ণু সাহা এবং কোষাধ্যক্ষ পদে সম্রাট সরকার মনোনীত হন। পাশাপাশি ৯৪ জন সদস্যের একটি নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে।

নবনিযুক্ত সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু বলেন, 'আমরা প্রশাসনিক নিয়ম মেনে কাজ চালিয়ে যাব। তবে আমাদের দাবি, মাইক ব্যবসায়ীদের ক্ষুদ্র শিল্পের আওতায় আনা হোক। যাতে আমরা সরকারি ঋণ পরিকাঠামোর সুবিধা পেতে পারি।' এই নিয়ে দ্রুত জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

সমিতির নেতৃত্বের আশা, নতুন কমিটি গঠনের ফলে সংগঠন শক্তিশালী হবে এবং মাইক ব্যবসায়ীদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। পুজোর মরশুমে এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে ইতিমধ্যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস লক্ষ করা গিয়েছে।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বুধবার বিকেল ৫টা অবধি

■ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	১০
বি পজিটিভ	৩৯
ও পজিটিভ	৫৬
এবি পজিটিভ	৯
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

■ ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৩
বি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	১
এবি পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	১
বি নেগেটিভ	১
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১

■ বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	১
ও পজিটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

পুজোয় বাইরে খাওয়ায় পেট খারাপের ভয়

নাগরিক স্বাস্থ্যে নজর প্রশাসনের

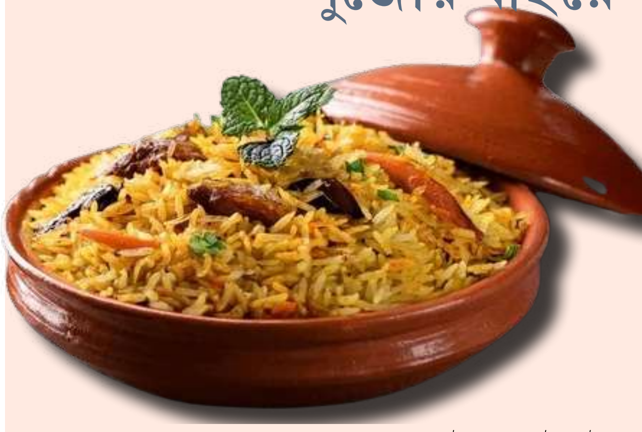

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১০ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজো মানে অবধারিতভাবে তিনটি প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া। প্রথমত, কেমনভাবে সাজব। দ্বিতীয়ত, কোথায় ঘুরতে যাব। আর তৃতীয়ত, কী খাব। পুজো মানে ঘরে-বাইরে নিত্যনতুন উপায়ে রসনাতৃপ্তির উপায় খুঁজে নেওয়া। সেজন্য বিভিন্ন অস্থায়ী ফাস্ট ফুডের দোকান, হোটেল গড়ে ওঠে পুজোর সময়। কিন্তু এইসব দোকানের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীদের কাছে কোনও ফুড লাইসেন্স থাকে না। ফলে এদের খাবারের গুণগতমান যাচাই করাও সম্ভব হয় না।

আলিপুরদুয়ার শহরের রাস্তার ধারের দোকানগুলি থেকে শুরু করে বড় বড় দোকানগুলির ক্ষেত্রেও খাবারের মান নিয়ে একাধিক প্রশ্ন ওঠে। বিশেষ করে সেগুলো কতটা স্বাস্থ্যবিধি মেনে তৈরি হচ্ছে, পুরোনো তেল, কৃত্রিম সুগন্ধি, রং ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, এসমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। এদিকে খাবার সুস্বাদু করতে ওসব ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে প্রতিনিয়তই। বিশেষ করে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার শহরে ফুড সেফটি দপ্তরের আধিকারিকরা অভিযান চালানোর পর এসব প্রশ্ন তো আরও বেশি করে উঠছে। এই অবস্থায় পুজোর দিনগুলিতেও অস্থায়ী খাবারের দোকানগুলির ওপর নজরদারি চালানোর আশ্বাস দিয়েছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের ফুড সেফটি কর্তারা। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ারের ফুড সেফটি অফিসার তাপস সরকার বলেন, 'স্থানীয় ফাস্ট ফুডের দোকান, হোটেল, রেস্টুরেন্টে নিয়মিত নজরদারি চলছে। পুজোর দিনগুলিতে অস্থায়ী নতুন দোকানগুলোকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। নাগরিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখে একাধিক নির্দেশিকা এবিষয়ে জানানো হবে। আমরা ইতিমধ্যেই মঙ্গলবার একাধিক ব্যবসায়ীকে সচেতন করেছি।'

শহরের কোন রাস্তায় ফাস্ট ফুডের কতগুলি দোকান রয়েছে, পুজোর দিনগুলিতে নতুন করে কতগুলি দোকান দেওয়া হয়েছে- এসবের একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরি করে নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। বিশেষ করে রাস্তার পাশে ফাস্ট ফুডের দোকানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সেখানে পরিবেশ কতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রয়েছে, পুরোনো ভোজ্য তেল ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, বাসি খাবার বা কৃত্রিম রং, সুগন্ধি ও ভেজাল মশলা ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, সেসব দিকে নজর রাখা হবে। মঙ্গলবারের অভিযানে যেমন বড় রেস্তোরাঁ, মিষ্টির দোকানের পাশাপাশি, রাস্তার ধারে থাকা ফুচকার দোকানেও নজর দেওয়া হয়েছে। রাস্তার খাবার খেয়ে যাতে কেউ অসুস্থ না হয়ে পড়েন সেটাও দেখবেন ফুড সেফটি দপ্তরের আধিকারিকরা।

ব্যবসায়ীরা অবশ্য সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছেন। তীর্থঙ্কর বিশ্বাস নামে এক খাদ্য ব্যবসায়ী যেমন জানালেন, তাঁর ফুড সেফটি লাইসেন্স রয়েছেন। দোকানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হয়। এছাড়াও নতুন বিধিনিষেধ থাকলে সেই নির্দেশিকাও মেনে চলবেন। মদন ঘোষ নামে আরেক ফাস্ট ফুডের দোকানদার জানান, প্রতিদিন নতুন তেল ব্যবহার করা হয়। খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্থায়ী দোকানের ক্ষেত্রে আগে থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশ রয়েছে। সেসব দোকানে নিয়মিত পরিদর্শন হয়। তবে পুজোয় কোথায় কতগুলি নতুন ফাস্ট ফুডের দোকান রয়েছে তা নির্দিষ্ট থাকে না। পুজোর পর তাদের আর দেখা যায় না। ফুড লাইসেন্স না থাকায় খোঁজখবরও পাওয়া সহজ নয়। তাই পুজোর দিনগুলিতে নতুন ফাস্ট ফুডের দোকানগুলিতে একাধিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পার্ক রোড, আলিপুরদুয়ার চৌপথি ও সংলগ্ন এলাকা ছাড়াও জংশন, দমনপুর, রাজাভাতখাওয়ায় পুজোর দিনগুলিতে রাস্তার পাশে ফাঁকা জায়গাতে ফাস্ট ফুডের দোকান ও অস্থায়ী হোটেল দেখা যায়। এবার অস্থায়ী দোকানেও নজরদারির চলবে বলে জানা গিয়েছে।

কী কী নির্দেশিকা

- পুরোনো ভোজ্য তেল ব্যবহার করা যাবে না
- খাবারে কৃত্রিম রং, কৃত্রিম সুগন্ধি ও ভেজাল মশলা ব্যবহার নিষিদ্ধ
- খাবার তৈরির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে
- এসমস্ত অমান্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে
- অবশ্য আর্থিক জরিমানা ও আইনি ব্যবস্থার বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি কর্তারা

শহরের এক মিষ্টির দোকানে অভিযান। -ফাইল চিত্র

বিদায়ি সংবর্ধনা

ফালাকাটা, ১০ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে ভারাক্রান্ত মনে কলেজ জীবনে ইতি পড়ল ফালাকাটা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পড়ুয়াদের। বুধবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শ্রেণিকক্ষে কলেজের টিআইসি প্রদীপকুমার অধিকারীর উপস্থিতিতে বিদায়ি পড়ুয়াদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ষষ্ঠ সিমেস্টারের দাদা-দিদিদের হাতে স্মারক হিসাবে একটি গোলাপ ফুল ও একটি করে কফি কাপ তুলে দেন তৃতীয় সিমেস্টারের পড়ুয়ারা। বিদায়ি পড়ুয়াদের মাথায় ওঠে সাফল্যের কালো টুপি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক অভিরঞ্জন বর্মন, পিন্টু সাহা, গঙ্গা তামাংরা বিদায়ি পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষায় আরও এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কলেজ জীবনের নানা স্মৃতিরোমন্থন করেন বিদায়ি পড়ুয়ারা। পড়ুয়া দীপঙ্কর ধরের কথায়, 'তিন বছরের কলেজ জীবন শেষ হল। খারাপ তো একটু লাগবেই। জুনিয়ারদের উপহারগুলো আজীবন স্মৃতি হয়ে থাকবে।'

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শোভাযাত্রায় প্রাক্তন, বর্তমান পড়ুয়ারা।

শোভাযাত্রা রজত জয়ন্তী বর্ষে

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১০ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের বুধবার ২৫ বছর পূর্ণ হল। রজত জয়ন্তীকে স্মরণীয় করে রাখতে এদিন এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রাটি ইনস্টিটিউট চত্বর থেকে শুরু হয়ে ধূপগুড়ি মোড় পর্যন্ত আসে। সেখানে প্রাক্তন, বর্তমান ছাত্রছাত্রী থেকে এলাকার শিক্ষানুরাগীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মৃণালকান্তি ব্যাধ বলেন, 'মাত্র ৩০ জন পড়ুয়া নিয়ে আমাদের এই কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পথ চলা শুরু হয়েছিল। আজ রজত জয়ন্তী বর্ষে পড়ুয়ার সংখ্যা ১ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখন বিভিন্ন রাজ্য থেকে পড়ুয়ারা পড়তে আসেন। আগামীতে দেশে ফালাকাটা পলিটেকনিক একটা জায়গা করে নেবে।'

এদিন শোভাযাত্রার পর ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে রজত জয়ন্তী বর্ষের সূচনা হয়।

মঞ্চে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এদিন অবশ্য অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করার কথা ছিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ'র।

তবে জলপাইগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে তিনি ব্যস্ত থাকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি বলে ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। রজত জয়ন্তীকে স্মরণীয় করে রাখতে ইনস্টিটিউটে এদিন প্রদর্শনীর আয়োজনও করা হয়েছিল।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২৫ বছর

২০০১ সালে ফালাকাটা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পথ চলা শুরু হয়েছিল। শহরের বাগানবাড়িতে ওই ইনস্টিটিউটের আছে নিজস্ব ভবন।

এখন ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং সহ মোট ৫টি বিভাগে ডিপ্লোমা কোর্সে পড়ার সুযোগ আছে। অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকেও পড়ুয়ারা সেখানে পড়তে আসছেন।

প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার ৩ রাস্তাই বেহাল

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১০ সেপ্টেম্বর : প্যান্ডেলের কাজ প্রায় শেষপর্যায়ে। কিছুদিন পরেই মণ্ডপে প্রতিমা আনা হবে। কিন্তু কীভাবে ঢোকানো হবে প্রতিমা? মন্দিরে যাতায়াতের তিনটি রাস্তাই ভাঙা। ওই রাস্তাগুলো দিয়ে প্রতিমা আনা হলে ভেঙে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন পুজো উদ্যোক্তারা। এই পরিস্থিতিতে বুধবার অরবিন্দপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির তরফে পুরসভায় এই নিয়ে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। যদিও এদিন ফালাকাটা চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি দপ্তরে ছিলেন না।

অরবিন্দপাড়া দুর্গোৎসব কমিটির অন্যতম কর্তা বাসুদেব সাহা বলেন, 'আমাদের পুজোর প্যান্ডেলের কাজ চলছে। এর মধ্যেই প্রতিমা নিয়ে আসা হবে। কিন্তু মন্দিরে যাতায়াতের রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিমা মন্দিরে আনাই সম্ভব হবে না। আমরা তাই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পুরসভার দ্বারস্থ হয়েছি।'

তবে শুধু রাস্তা নয়, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের নিকাশিনালা উপচে আবর্জনা জমা হচ্ছে রাস্তার উপর। জ্বলে না পথবাতিও। দুর্গাপুজোর আর ১৮ দিন বাকি। এই পরিস্থিতিতে চিন্তায় পড়েছে ফালাকাটা শহরের অরবিন্দপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। তাই রাস্তা সহ নিকাশিনালা এবং পথবাতির দাবিতে পুরসভার দ্বারস্থ হল তারা। তবে এলাকার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মনোজ সাহা বলেন, 'এলাকার রাস্তাটি সত্যিই খারাপ। চেয়ারম্যানকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। আশা করছি পুজোর পরেই টেন্ডার দিয়ে কাজ করা সম্ভব হবে। এলাকার নিকাশিনালা এবং পথবাতি নিয়মিত মেইনটেন করা হয়। তবুও পুজোর আগেই সবকিছু আরেকবার খতিয়ে দেখা হবে।'

ফালাকাটা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে অরবিন্দপাড়ায় যাতায়াতের মূল রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। বিশেষ করে উদয় সংঘ মোড় থেকে অরবিন্দপাড়া দুর্গা মন্দির পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা সবচেয়ে বেশি খারাপ। এছাড়া, মশল্লাপট্টি মোড় থেকে মন্দির এবং সেখান থেকে আবার দুলাল দোকান মোড় পর্যন্তও রাস্তা খানাখন্দে ভরা। রাস্তায় পাথর উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। প্রায়ই রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটছে। মন্দিরে যাতায়াতের জন্য ৩টি রাস্তার অবস্থার এমন দশায় ক্ষুব্ধ সকলে। ওই পুজো কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, পুজোর সময় দর্শনার্থীদেরও প্যান্ডেলে আসতে বেগ পেতে হবে। এই অবস্থায় পুজোর আগেই এলাকার রাস্তা, নালা সংস্কার এবং পথবাতি লাগানোর দাবি জানানো হয়েছে। পুজো কমিটির আরেক সদস্য অমিত দাস বলেন, 'রাস্তার পাশাপাশি এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। পথবাতিগুলিও জ্বলে না। পুজোর মুখে সন্ধ্যার পরেই এলাকায় অন্ধকার নেমে আসে। আমরা ন্যূনতম পরিষেবাও পাচ্ছি না।'

পুরসভার দ্বারস্থ উদ্যোক্তারা

অরবিন্দপাড়ায় খানাখন্দে ভরা রাস্তা।

দণ্ডি কেটে কেদারের পথে

আলিপুরদুয়ার, ১০ সেপ্টেম্বর : দণ্ডি কেটে অসমের বরপেটা থেকে কেদারনাথ যাত্রা করলেন ২০ বছরের এক তরুণ। এইভাবেই ১৭০০ কিলোমিটার রাস্তা যাত্রা করবেন প্রাঞ্জল মণ্ডল নামে ওই তরুণ। বুধবার তিনি আলিপুরদুয়ার শহরে এসে পৌঁছোন। বিকেলে আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়িতে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি দিনে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দণ্ডি কাটছেন। প্রাঞ্জলের সঙ্গে তাঁর খুড়তুতো দাদা দিলীপকুমার মণ্ডল রয়েছেন। তবে দিলীপের সঙ্গে অবশ্য সাইকেল রয়েছে। তিনি তাঁর সাইকেলে একটি জাতীয় পতাকা ও একটি শিবের ছবি রেখেছেন।

প্রায় ৫২ দিন আগে অসমের বরপেটা থেকে যাত্রা শুরু করেছেন দুজন। দিলীপ পেশায় কাঠমিস্ত্রি ও প্রাঞ্জল রংমিস্ত্রি। পথে লোকজন তাঁদের আর্থিক সাহায্যও করছেন। বিভিন্ন মন্দির প্রাঙ্গণে রাত কাটছে দুজনের। প্রতিদিন সকাল ছ'টা নাগাদ তাঁরা বেরিয়ে পড়েন। দুপুরবেলা খাবারের সময় কিছুটা বিশ্রাম। তারপর ফের সন্ধ্যা পর্যন্ত যাত্রা। দিলীপের কথায়, 'ভাই স্বপ্নে ভোলানাথকে দেখেছিল। তারপরই দণ্ডি কেটে কেদারনাথ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিবার ও সকলের মঙ্গলকামনায় আমরা এই যাত্রা করছি। আমরা এক বছর সময় ধরেছি। তবে দুই বছর লাগলেও আমরা কেদারনাথ পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' এদিকে, এই যাত্রায় দাদাকে পাশে পেয়ে প্রাঞ্জলও খুশি।

দোকানে চুরি

জয়গাঁ, ১০ সেপ্টেম্বর : ভেন্টিলেটার দিয়ে দোকানে ঢুকে ক্যাশ বাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে পালিয়েছে চোর। ঘটনাটি জয়গাঁ শহরের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকার। বুধবার দোকান খুলে ঘটনার আন্দাজ করেন দোকানের মালিক মনোজকুমার মিশ্র। তিনি দেখেন ক্যাশ বাক্সে শুধু কিছু পয়সা পড়ে রয়েছে বাকি টাকা নেই। মনোজকুমার জানান, ইদানীং এলাকায় নেশাখোরের উপদ্রব বেড়েছে। তারা এই কাজ করতে পারে বলে মনোজের সন্দেহ। থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বোনাস নিয়ে 'খেলা' মানবেন না মমতা

নাগরাকাটা, ১০ সেপ্টেম্বর : ২০ শতাংশ হারে চা শ্রমিকদের পুজোর বোনাস সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাড় কিংবা কিস্তির বোনাসে যে তৃণমূল নেত্রীর সায় নেই, তা তিনি বুধবার স্পষ্ট করে দিলেন। জলপাইগুড়ির অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বৈঠক করেই এবার চা বাগানে ২০ শতাংশ হারে বোনাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যসচিব পুরো বিষয়টি নজরদারিতে রাখছেন যাতে বাগান শ্রমিকদের বোনাস পেতে কোনও অসুবিধা না হয়। কেউ কেউ এটা নিয়ে খেলার চেষ্টা করছেন। তাঁদের আমি অনুরোধ করব, দয়া করে শ্রমিকদের টাকা নিয়ে খেলবেন না।'

চলতি বছর দুর্গাপুজোয় চা শ্রমিকদের ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। বেশিরভাগ বাগান কর্তৃপক্ষ ওই নির্দেশ মেনে নিলেও কিছু কিছু বাগান মালিকের দাবি, ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা ৮.৩৩ হারে বোনাস দেওয়ার আর্জি জানিয়ে শ্রম দপ্তরে চিঠিও দিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস চা বাগান শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিকদের মনের কথাটাই বলেছেন। বাগান কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ, বোনাসের টাকা যেন দিয়ে দেওয়া হয়।'

দিদির সভায় এসে ভিড় বাজারে

শিবশংকর সূত্রধর

অনীক চৌধুরী, জলপাইগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : দেখতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। অথচ দেখতে চলে গেলেন ডিজাইনার শাড়ি। রথ দেখা কলা বেচা- এই প্রবাদটা অনেক পুরোনো। তবে বুধবার রথ দেখার নাম করে শুধু কলা বেচেই দিন কাটালেন স্বর্ণ রায়, অণিমা বর্মন, তড়িৎ রায়রা।

জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় ভিড় বাড়ানোর জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল তাঁদের। তৃণমূলের খরচায়, তাদেরই ব্যবস্থাপনায় বাসে কিংবা ছোট গাড়িতে চেপে বেলাবেলি পৌঁছে গিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি শহরে। কিন্তু এবিপিসি মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় না গিয়ে সোজা চলে গেলেন দিনবাজার, কামারপাড়ায়। ঘুরে ঘুরে পুজোর বাজার সেরে বাড়ি ফিরলেন তাঁরা। এমনটা করলেন কেন? তাঁদের অকপট যুক্তি, যত দূরে বসাবে ওখান থেকে দিদিকে তো দেখা যাবেই না,

পুজোর কেনাকাটায় ব্যস্ত গ্রামাঞ্চলের মহিলারা। জলপাইগুড়িতে।

উলটে গরমে কষ্ট পেয়ে ফিরতে হবে। আর সামনেই তো পুজো। বাজার করতে শহরে তো আসতেই হত কখনও না কখনও। তাই এই সুযোগ আর ছাড়তে চাইনি। গ্রামের নেতারা নিয়ে এসেছেন, ওঁদের জন্য যাতায়াতের খরচটা বেঁচে গেল।

মণ্ডলঘাট থেকে যেমন স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের তরফে কয়েকটি গাড়ি এবং টোটোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাতে চাপিয়ে লোকজনকে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় নিয়ে যাওয়ার কথাও ছিল। তারই মধ্যে একটিতে ছিলেন স্বর্ণ, অণিমা সহ আরও চারজন। ঠাসাঠাসি করে বসে এসেছেন। আসতেই আসতেই পুজোর কেনাকাটার 'প্ল্যান' হয়ে যায়। গাড়ি থেকে নেমে টোটোয় চেপে সোজা দিনবাজারে, শাড়ির দোকানে। স্বর্ণর কথা, 'আমাদের তো নিয়ে এসছে ভিড় বাড়ানোর জন্য। না ঘর পাব, না পুরস্কার। গিয়ে কী হবে! এর থেকে ভালো বাজারটাই করি। পরে তো আসতেই হত।'

এদিন শান্তিপাড়া মোড় থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলের দিকে যত লোক যাচ্ছিলেন, সংখ্যার বিচারে তার এক-চতুর্থাংশ আবার উলটোদিকে যাচ্ছিলেন। মানে বাজার করতে। তাঁদেরই মধ্যে একজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, দক্ষিণ রায়পুর থেকে সভার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে তাঁদের। এমনি তো খুব একটা শহরে আসা হয় না, তাই এদিন সুযোগ পেয়ে গাড়ি করে এসে, দলের তরফে দেওয়া খাবার দিয়ে পেটপুজো সেরে বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন রাজু দাস। বললেন, 'সভায় এত মানুষ আর এত গরম। তার থেকে ছেলের জন্য দুটো জামা আর একটা জুতো নিয়ে ফিরব। বাচ্চাটা অন্তত খুশি হবে। দল নিয়ে আসছে তো কী হয়েছে, ভোট দিলেই তো হল।'

সাধারণত রবিবার বা ছুটির দিন লাগোয়া এলাকা থেকে অনেকে পুজোর বাজার করতে আসেন শহরে। শহরের মাঝামাঝি এমন অযাচিত ভিড়ে যারপরনাই খুশি ব্যবসায়ীরাও। কাপড় ব্যবসায়ী গোবিন্দ হালদার বললেন, 'এদিনের বিক্রিবাটা দেখে মনে হল যে পুজো এসে গিয়েছে। বাজারে ভালো ভিড় হয়েছে।' তাঁর সরেস মন্তব্য, 'দিদি আরও দুয়েকটা সভা করলে আমাদের খুব ভালো হত।'

তাঁরা যাঁদের মাঠ ভরাতে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা যে আদৌ মাঠমুখী হলেন না, তা কি আর তৃণমূলের নেতারা জানেন না? জানেন ঠিকই, তবে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চাইছেন না। নেতাদের সাফাই, যাঁরা দিদিকে ভালোবাসেন, তাঁরা সভাতেই ছিলেন। যারা দলকে আর দিদিকে ভালোবাসে না, তারা ওসব করতে পারে। কিন্তু সেই সংখ্যাটা বেশি হবে না।

গ্রেপ্তার তরুণ

শীতলকুচি, ১০ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার রাতে শীতলকুচির গোলেনাওহাটি পঞ্চায়েত এলাকায় এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক তরুণের বিরুদ্ধে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, অভিযুক্ত তরুণের নাম বিধান বর্মন। ঘটনার খবর চাউর হতেই অভিযুক্তের বাড়ি ঘেরাও করে ভাঙচুর চালান উত্তেজিত বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে শীতলকুচি থানার পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কিশোরীর পরিবারের অভিযোগ, মঙ্গলবার বিকেলে প্রতিবেশী ওই তরুণ মোবাইল ফোন চার্জ দেওয়ার অজুহাতে তাদের বাড়িতে আসেন। বাড়িতে সেইসময় বড়রা কেউ ছিলেন না। বাড়িতে থাকা শিশুদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে পাশের দোকানে পাঠিয়ে দেন ওই তরুণ। সুযোগ বুঝে কিশোরীকে ধর্ষণ করেন তিনি। চিৎকার শুনে কিশোরীর দিদি ছুটে আসেন। পরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান অভিযুক্ত। ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসতেই গ্রামজুড়ে উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয়রা অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর চালান।

শিশুকে দিদির উপহার। *জলপাইগুড়ির প্রশাসনিক সভার মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।-পিটিআই*

২ স্কুল পড়ুয়া

প্রথম পাতার পর

আর ধীরে ধীরে গ্রামের রাস্তায় রাজুর হাত যেন পাকা হয়ে গিয়েছে। আর এখন স্কুলে পরীক্ষাও শেষ। তাই পুজোর আগে টোটো চালিয়ে রোজগারে মেতেছে ওই কিশোর। তার কথায়, 'সব সময় টোটো চালাই না। সামনে পুজো। স্কুলের পরীক্ষাও শেষ। তাই এখন গ্রামের রাস্তায় টোটো চালাচ্ছি। এতে ১০০, ২০০ টাকার মতো রোজগার হচ্ছে। পুজোর জন্য এই উপার্জনের টাকা সব জমাচ্ছি।' আর তার বাবা রণজিতের বক্তব্য, 'খুব টানাটানির সংসার। তাই ছেলেকে একেবারে না করতে পারি না। এভাবে টাকা জমিয়ে ওর পুজোর কেনাকাটা তো হয়ে যাবে। তবে মহাসড়কে ওকে টোটো চালাতে দিই না।'

একই গ্রামে বাড়ি আরেক বাসিন্দা বাদল সরকারের। তিনি ফুচকা বিক্রি করেন। আবার টোটোও চালান। রাজুকে দেখে বাদলের ছেলে নবম শ্রেণির বিকিও টোটো চালানো শুরু করেছে। বিকিও একই স্কুলের পড়ুয়া। বাদলের কথায়, 'আমি যখন ফুচকা বিক্রি করতে বের হই তখন টোটো বাড়িতেই থাকে। তাই ছেলে মাঝেমধ্যে গ্রামের রাস্তায় টোটো নিয়ে বের হয়। এখন পুজোর জন্য ওকে বাধাও দিচ্ছি না।' বিকিও অবশ্য মহাসড়কে টোটো নিয়ে যায় না। তার কথায়, 'বড় রাস্তায় টোটো চালানোর সাহস হয় না। তবে গ্রামের কাঁচা ও পাকা রাস্তায় চালাই। যা রোজগার হয় জমাচ্ছি। পুজোতে জামা, প্যান্ট কেনার পাশাপাশি বেড়াতেও হবে। এই রোজগারের টাকা দিয়েই সেসব করব।' গ্রামের রাস্তা বলতে দুই পড়ুয়াই মেজবিল, শিশাগোড়, বংশীধরপুর, যোগেন্দ্রনগর, রাইচেঙ্গার মতো এলাকায় টোটো চালায়।

তবে দুই পড়ুয়ার এমন পরিস্থিতির কথা অবশ্য জানা নেই স্কুল কর্তৃপক্ষের। শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায়ের কথায়, 'বিষয়টি ঠিক জানি না। তবে গ্রামের পড়ুয়ারা অনেক ক্ষেত্রে বাবা, মায়ের পেশায় সহযোগিতা করে। বিশেষ করে কৃষিকাজে। কিন্তু এত কম বয়সে টোটো না চালানোই ভালো।'

জমিয়ে পেটপুজোও

প্রথম পাতার পর

এখন এত নতুন নতুন দোকান খুলছে যে সন্ধ্যায় বেরোলেই মনে হচ্ছে যেন একটা ফুড ফেস্টিভাল চলছে।' ব্যবসায়ীরাও মানছেন যে, এবারের পুজোর আগে আলিপুরদুয়ার শহরে খাবারের বাজারে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। পুরোনোগুলি তো রয়েছেই, সেইসঙ্গে পুজোর আগে আগে ২০টিরও বেশি নতুন স্টল চালু হয়েছে। ফলে প্রতিযোগিতা যেমন বেড়েছে, তেমনি খাবারের মানও ভালো হচ্ছে। কলেজ পড়ুয়া সৌরভ পাল ধোসার স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন মনের কথা, 'আগে আমরা শুধু বিরিয়ানি বা মোমো খেতাম। এখন ধোসা, ইডলি সব চেখে দেখছি।' পুজোর কেনাকাটা করতে এসে ফুচকার দোকানে ভিড় বাড়িয়ে নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী স্নিগ্ধা দত্ত বলল, 'পুজোয় জামাকাপড় কেনার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে খাওয়াও একটা বড় আনন্দ। নতুন দোকান খোলায় এবার আমরা পুজোয় প্রতিদিন নতুন কিছু ট্রাই করার প্ল্যান করেছি।'

নেপালে ভয়, উত্তরের পর্যটন হাবে বড় ধাক্কা

প্রথম পাতার পর

লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এবার বিপর্যয় নেমে এল নেপালেও। সবমিলিয়ে উত্তরবঙ্গকে হাব করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটন প্রসারের সম্ভাবনায় অনেক বড় ধাক্কা লাগল বলেই মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি পুজোর মরশুমি ব্যবসাও মূলত দার্জিলিং এবং ডুয়ার্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল।

নেপালের পর্যটন ব্যবসায়ী উদয় শ্রেষ্টার মতে, 'ভূমিকম্প পর্যটন ব্যবসায় দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত তৈরি করেছিল। করোনার পর আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। এবার যা হল তাতে সবথেকে বড় ক্ষতি হবে পর্যটনের। পর্যটকদের মনে নেপাল সম্পর্কে যে ভয় ঢুকল তা সহজে কাটবে না। ভরা মরশুমে আমাদের কোমর ভেঙে গেল।' পর্যটক টানতে সম্প্রতি দু'দেশের ব্যবসায়ী ও সরকারি প্রতিনিধিরা মিলে নেপাল ও দার্জিলিংয়ের অফবিট জায়গাগুলো নিয়ে নতুন পর্যটন ম্যাপ তৈরি করেছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই তা প্রকাশ হওয়ার কথাও ছিল। সেই প্রচেষ্টা আপাতত বিশবাঁও জলে। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তর ও নেপাল পর্যটন বোর্ডের তথ্য বলছে, সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ, এই সাত মাস সবথেকে বেশি ভারতীয় পর্যটক নেপাল ভ্রমণ করেন। তাঁদের সিংহভাগই যান উত্তরবঙ্গ হয়ে।

নেপাল পর্যটন বোর্ড সূত্রের প্রাপ্ত তথ্য বলছে, চলতি বছর অগাস্টে ৩৫ হাজার ৫০৫ জন ভারতীয় পর্যটক নেপাল ভ্রমণে গিয়েছিলেন, ২০২৪-এ যে সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার ৮৩৩। নেপালের সরকারি তথ্যই বলেছে, পর্যটকদের কাছে ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে হিমালয়ের দেশটি। ওই পর্যটকদের অর্ধেকেরও বেশি গিয়েছেন উত্তরবঙ্গ হয়ে। ফলে উত্তরের ট্যুর অপারেটর থেকে গাইড, গাড়ির চালক, স্থানীয় ছোট ব্যবসায়ী, হোটেল মালিক সকলেই লাভবান হয়েছেন। শুধু ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিধন্য এলাকাগুলি ঘুরে দেখতে প্রতিবছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পর্যটক আসেন ভারত ও নেপালে। ভুটান, সিকিম, কালিম্পং, নেপাল ঘুরে তাঁরা দেশে ফিরে যান। ইদানীং দার্জিলিং বা মিরিকের পাশাপাশি নেপালের কন্যম, ইলম নিয়ে তৈরি ভ্রমণ প্যাকেজও বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। তাছাড়া অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমেও নেপাল বিশ্ব মানচিত্রে নতুনভাবে জায়গা করে নিয়েছে। শুধু কাঠমান্ডু বা পোখরি নয়, ভেনেটার, ধারান, ধনকুটার মতো জায়গাগুলিতেও বুকিং বাড়ছে। সীমান্ত পর্যটন নিয়ে গত এক বছরে নেপাল ও ভারত সরকারি স্তরে যৌথভাবে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। আপাতত সেসবে ইতি পড়ল বলেই মনে করছেন রাজ্য পর্যটন দপ্তরের কর্তারা।

নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। তাঁর কথা, 'বৃহত্তর পর্যটনের স্বার্থে আমরা দার্জিলিং ও নেপালকে জুড়ে অনেক ধরনের প্যাকেজ ট্যুর তৈরি করেছিলাম। দুই দেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সেইমতো আলোচনা করে সব ঠিক হয়েছিল। তাতে ভালো সাড়াও মিলছিল। আপাতত সেই প্যাকেজ হবে না। ফলে কিছুটা হলেও দার্জিলিংয়ের পর্যটনের ক্ষতি হবে।' হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'সাময়িক ক্ষতির চাইতেও বড় কথা নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতায় সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের পর্যটনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আঘাত লাগল।' পুজোয় চার পরিবার মিলে কাঠমান্ডু যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন শিলিগুড়ির সুমন দেবগুপ্ত। হোটেল, গাড়ি সব বুকিং হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবার বুকিং বাতিল করেছেন তিনি। নেপালের বদলে অরুণাচল যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন তাঁরা।

এখনও নেপালের বুকিং বাতিল না করলেও অনেকেই নেপাল বাদে নতুন করে প্যাকেজ তৈরির অনুরোধ করছেন বলেই জানিয়েছেন সম্রাট। ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা দেবাশিস মৈত্রের কথা, 'অনেক বুকিং কার্যত বাতিলের মুখে। নেপাল পুজোর মুখে আমাদের বড় ক্ষতির কারণ হয়ে গেল।' নেপালের পরিস্থিতি ভগবান বুদ্ধ কেন্দ্রিক পর্যটনে সমস্যা তৈরি করায় তাদেরও ক্ষতি হবে বলেই জানিয়েছেন সিকিমের পর্যটনমন্ত্রী শেরিং থেনডুপ ভুটিয়া।

পৃথিবীর পাঠশালা

কে নোংরা, মানুষ না আরশোলা

আরশোলা দেখলেই আমরা নাক সিঁটকে বলি, 'ছিঃ! নোংরা পোকা!' কিন্তু জানেন কি, বিজ্ঞানীরা বলছেন, আরশোলার চোখে আমরাই নাকি নোংরা! গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আরশোলা মানুষের সংস্পর্শে আসার পর নিজের শরীর খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে। এর কারণ হল, মানুষের শরীরের তেল, ঘাম বা পারফিউম আরশোলার সংবেদনশীল শুঁড়কে নষ্ট করে দেয়। এই শুঁড় দিয়েই আরশোলা আশপাশের সবকিছু অনুভব করে। তাই মানুষের সংস্পর্শে আসার পর শুঁড়ের কার্যকারিতা ফিরিয়ে আনতে নিজেদের পরিষ্কার করে তারা।

মশা মারতে কামান দাগা

মশা মারার স্প্রে শুধু মশাই মারে না, উপকারী পোকামাকড়ও সাবাড় করে দেয়! এর মধ্যে আছে ফড়িং, যারা মশা শিকার করে। মৌমাছি, যারা পরাগমিলন করে। এবং প্রজাপতি, যারা জীববৈচিত্র্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই স্প্রেগুলো আসলে মশার প্রাকৃতিক শত্রুদেরকেই মেরে ফেলে। আর এর ফলে মশা আরও বেশি করে বংশবিস্তার করে। এছাড়া, মশার স্প্রে বারবার ব্যবহার করলে মশা প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে ফেলে, ফলে স্প্রে আর কাজ করে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মশা মারার স্প্রে না করে মশার জন্মস্থানগুলো নষ্ট করাই বেশি বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রতারক মাকড়সা

পেরুর আমাজন জঙ্গলে সম্প্রতি এক অদ্ভুত মাকড়সার খোঁজ মিলেছে। এই মাকড়সাটি নিজে লুকিয়ে থেকে নিজের একটি নকল রূপ তৈরি করে! এটি মৃত পোকামাকড়, পাতা আর আবর্জনা দিয়ে নিজেরই মতো দেখতে একটি ডামি বানায়।

প্রকৃত মাকড়সাটি কোথাও লুকিয়ে থাকে, আর শিকারি কাছে এলে নকল মাকড়সাটিকে তার জালের মধ্যে নাড়াচাড়া করায়, যা দেখে শিকারিরা বিভ্রান্ত হয়। এটি প্রাণীজগতের এক দারুণ কৌশল, যেখানে নিজেকে বাঁচানোর জন্য অন্যকে বোকা বানানো হয়। এই মাকড়সাটির এখনও কোনও নাম দেওয়া হয়নি। কিন্তু এর এই কৌশল প্রমাণ করে যে প্রকৃতিতে টিকে থাকার লড়াইটা কতটা জটিল হতে পারে!

দ্রুত বাড়ছে ব্রয়লার মুরগি

ব্রয়লার মুরগি এখন আগের চেয়ে অনেক বড় ও দ্রুত বাড়ে। কিন্তু এর পেছনে কি কোনও হরমোন আছে? না! ১৯৫৭ থেকে এখনও পর্যন্ত মুরগির বৃদ্ধি নিয়ে একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এটি

জিনগত পরিবর্তনের জন্যই সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৭ সালের একটি মুরগি ৫৬ দিনে যত বড় হত, আজ একটি মুরগি তার চেয়ে ৪ গুণ বড় হচ্ছে! এর ফলে মুরগির মাংসের উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে তাদের স্বাস্থ্য নিয়েও সমস্যা তৈরি হয়েছে।

পরীক্ষাকেন্দ্রের পথে মৃত দুই

সামসী, ১০ সেপ্টেম্বর : পিকআপ ভ্যান ও মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সামসী-রতুয়া রাজ্য সড়কের মতিগঞ্জ এলাকায়। রতুয়া-২ নম্বর ব্লকের শ্রীপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বল্লভপুরের তন্ময় প্রামাণিক ও মহম্মদ রেহান সামসী এগ্রিল হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের ইংরেজি পরীক্ষা দিতে এদিন রতুয়া হাইস্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্রে যাচ্ছিল দুই বন্ধু। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, কোনও ছাত্রের মাথায় ছিল না হেলমেট। যে কারণে রাস্তায় ছিটকে মাথায় চোট পাওয়ায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। পিকআপ ভ্যান ও বাইকটি আটক করলেও ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ায় পিকআপ ভ্যানের চালককে ধরতে পারেনি পুলিশ।

মাথায় তো হেলমেট ছিলই না, ছিল না ড্রাইভিং লাইসেন্সও। এরপরেও রাজ্য সড়ক দিয়ে কীভাবে দুই পড়ুয়া বাইক চালাচ্ছিল, দুই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যুতে উঠছে প্রশ্ন। এমন প্রশ্ন তুলেই সামসীর বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক তারিকুল ইসলাম বলেন, 'পরীক্ষার সময় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, রাস্তার মোড় ও দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলিতে ব্যারিকেড ও ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করতে হবে। পাশাপাশি, পরীক্ষার সময় পিকআপ ভ্যান, লরির মতো মালবাহী যান চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। তাহলে দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে।' পুলিশের বক্তব্য, গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

সীমান্তে বোস, থেকে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকা পরিদর্শনে যান। তিনি এসএসবি আধিকারিকদের সঙ্গে নেপাল সীমান্তের নতুন মেচি সেতু দিয়ে কিছুটা হেঁটে ঘুরে দেখেন। পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'সীমান্তে নজরদারি কেমন রয়েছে, তার জন্য আমি চিন্তা করি সীমান্তে আসব। শান্তিপূর্ণ রয়েছে এই সীমান্ত। ওপারে যেসব ভারতীয় পর্যটক আটকে রয়েছেন তাঁদের জন্য ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে। ভারত সরকার পুরো বিষয়টি দেখছে। এসএসবি সীমান্তরক্ষায় টহলদারি করছে। পণ্যবাহী যে সমস্ত ট্রাক আটকে রয়েছে নেপালে, সেগুলি ফেরানোর জন্য ভারত সরকার সব রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমি সমস্ত তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাব। আমার মনে হয় না এসএসবি ছাড়া অন্য কাউকে এই সীমান্তের নজরদারির দায়িত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে।'

নেপালের অশান্ত পরিস্থিতিতে জেল ভেঙে প্রচুর সমাজবিরোধী, অপরাধী বেরিয়ে গিয়েছে। তারা সীমান্ত পেরিয়ে এপারে এসে অশান্তি পাকাতে পারে এমনটাও মনে করছে রাজ্য। সেইজন্য প্রশাসনের সমস্ত দপ্তরকেই সতর্ক করা হয়েছে। মমতা বলেছেন, 'কেউ কেউ নেপালের এই পরিস্থিতির মধ্যে মাছ ধরতে জলে নামবে। সেইজন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কেউ যেন ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে অশান্তি পাকাতে না পারে সেটা দেখতে হবে।' তাঁর কথায়, 'নেপালে মাওবাদী বামপন্থী সরকার ছিল। আমরা তো বামপন্থীদের সঙ্গে নেই।'

এদিন মমতার বক্তব্যে নেপাল ছাড়া ছিল ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রসঙ্গ। মমতা বলেছেন, 'ভোটার তালিকায় সংশোধনের কাজে অন্তত আড়াই-তিন বছর সময় প্রয়োজন হয়। সামনেই ভোট। এই তিন-চার মাসে কীভাবে এটা সম্ভব?' আপনি কি এর পিছনে ষড়যন্ত্র দেখছেন? মমতা হেসে জবাব দেন, 'আমার হাসিই এর উত্তর।'

অক্টোবর মাস থেকেই ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু হতে পারে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপিকে খুশি করতে নির্বাচন কমিশন এত দ্রুততার সঙ্গে এই কাজ করতে পারবে? আপনি দু'বছরের খাবারটা একদিনে খেতে পারবেন? নির্বাচন কমিশন কোনও পার্টি নয় যে যা ইচ্ছে তাই করবে। সংবিধান মেনেই নির্বাচন কমিশনকে কাজ করতে হবে। আমরা এটা নিয়ে আদালতেও গিয়েছি। সময়ই এর জবাব দেবে।'

এদিন জলপাইগুড়ির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি জেলা শাসককে বলব দুয়ারে সরকার শিবির করে যাঁদের আধার কার্ড নেই তাঁদের আধার কার্ড করিয়ে দাও। আপনার ভোটার কার্ড না থাকলে এনআরসি করবে আর বদমায়েশি করবে। এখন থেকেই ভোটার তালিকার ওপর নজর রাখুন। আগামী ছয় মাস পর্যন্ত নজর রাখবেন আপনার নাম বাদ যাচ্ছে কি না।'

ভিনরাজ্যে বাংলায় কথা বলায় বাঙালিদের হেনস্তার প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে কড়া ভাষায় কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বাংলার মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে। বাংলার প্রতি চক্রান্ত সফল হবে না। মনে রাখতে হবে বাংলা না থাকলে স্বাধীনতা আন্দোলন হত না। দিল্লি থেকে বাংলাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেব না।' এনআরসি প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'অসম থেকে নোটিশ পাঠাচ্ছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে। বাংলাদেশে পুশ করা হচ্ছে। নাম না করে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি বলেন, 'শুনে রাখুন আমাদের রাজ্যে যে কেউ অন্য ভাষায় কথা বলতেই পারে। কিন্তু আমরা মাতৃভাষাতেই কথা বলব।'

প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ করে তাঁর কটাক্ষ, 'সব কিছুতেই প্রচার চায়। আমার নামে স্টেডিয়াম হবে, আমার নামে মন্দির হবে। আমি আজ পর্যন্ত ভাবিনি নিজের নামে কিছু করার কথা। কারণ তাতে নিজেকে অপমান করা হয়।'

এদিনের সভামঞ্চ থেকে তিনি বিশ্বকর্মাপুজোর ছুটির কথা ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, জম্মু-কাশ্মীর, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, মুম্বই বন্যা, ধস সহ বিভিন্ন দুর্যোগের কবলে।

নেপালও অশান্ত। এই পরিস্থিতিতে এবার পুজোর ছুটিতে পশ্চিমবঙ্গে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে। তবে, উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য, ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশনে বাংলাকে রাখা হয়নি। রাখা উচিত এই কারণেই যে, সংকোশ নদীর জলে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ভাসে। আমাদের একদিকে নেপালের জল, একদিকে ভুটানের জল, সিকিম থেকে আসা তিস্তার জল ঢুকছে। বাংলার অবস্থা এখন নৌকার মতো। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিষয়টি ভাবা দরকার। এখন বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাকে কোনও টাকা দেওয়া হচ্ছে না। অথচ অসম টাকা পাচ্ছে।'

এদিন সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি বর্ডার পরিদর্শনে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

উদয়ন বলেন, 'এখানকার মানুষ সীমান্তের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। স্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। মুখ্যমন্ত্রীও উদ্বিগ্ন। তিনিও অপেক্ষায় আছেন স্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য।'

চাইছে জেন জেড

প্রথম পাতার পর

গোলমালের সুযোগে বিভিন্ন জেল ভেঙে পালিয়েছে প্রায় ১,৬০০ বন্দি। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা চালাচ্ছে সেনা। বাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রতিবাদ কর্মসূচি ছেড়ে আন্দোলনকারীদের উচিত আলোচনায় বসা। এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে আমাদের বের হতে হবে।' আন্দোলনকারীরা পালটা বিবৃতিতে কিন্তু গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। জেন জেড নেতৃত্বের বক্তব্য, গত ৩ দশকে নেপালে গণতন্ত্রের চর্চা ব্যর্থ হয়েছে। রাজনৈতিক দল ও জনপ্রতিনিধিদের ওপর থেকে মানুষের আস্থা চলে গিয়েছে। তাই সংবিধান সংশোধন বা সংবিধান বাতিল করে নতুন করে সংবিধান রচনা জরুরি হয়ে পড়েছে বলে ওই বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, যোগাযোগ এমনকি বিচার বিভাগে মৌলিক সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। সেই প্রক্রিয়ায় সাধারণ নাগরিক, বিশেষজ্ঞ ও তরুণ সমাজের প্রতিনিধিদের যুক্ত করার দাবি তুলেছেন তাঁরা। এমনকি নির্বাচন পরিচালনাতেও তরুণ প্রজন্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন তাঁরা। পূর্ববর্তী সব সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তও তাঁদের দাবি। একই ধরনের দাবি মেনে বাংলাদেশে তদন্ত চলছে। কাঠমান্ডুতে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত কার্ফিউ জারি হয়েছে। দেশের সচিবালয়, প্রেসিডেন্ট নিবাস সহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরগুলির নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌড়েলের নিরাপত্তার দায়িত্বও সেনাবাহিনী নিয়েছে। মঙ্গলবার খবর ছড়িয়েছিল পৌড়েল ইস্তফা দিয়েছেন। কিন্তু রাতের দিকে সেনা জানায়, তিনি পদেই আছেন। আন্দোলনকারীরা তাঁকে প্রেসিডেন্টের পদে বহাল রাখার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছে।

মঙ্গলবার রাতেই আন্দোলনকারী নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন সেনাপ্রধান। আলোচনা হয়েছে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নিয়েও। হঠাৎই ওই পদে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির নাম উঠে আসে। তিনি নেপাল সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি। সুদান গুরুং, বলেন্দ্র শাহের পাশাপাশি প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রবি লাছিমালের নাম নিয়েও চর্চা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফা না দিলেও গত ২৪ ঘণ্টায় রামচন্দ্র পৌড়েলকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও বৈঠক করবেন আন্দোলনকারী নেতারা। তারপর দু'পক্ষ যৌথ বিবৃতি দিয়ে নেপালের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র কাঠামোর রূপরেখা ঘোষণা করতে পারে। যাতে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। ভারত সংলগ্ন নেপালের পরিস্থিতি অবশ্য অনেকটা ভালো। শিলিগুড়ির কাছে কাঁকরভিটায় বুধবার ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করতে দেখা গিয়েছে। তবে নেপালে আটকে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের দেশে ফিরতে দেওয়া হচ্ছে।

ভারত থেকে নেপালের নাগরিকদের যেতে দেওয়া হচ্ছে। তবে কোনও পণ্যবাহী ট্রাককে নেপালে ঢোকার ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এডিজি (উত্তরবঙ্গ) অজয় নন্দা বুধবার ভারত-নেপাল সীমান্ত ঘুরে এসএসবি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে ছিলেন এসএসবি'র ডিআইজি মনজিৎ সিং। নেপালের পুলিশ, সেনাকর্তাদের সঙ্গে পৃথকভাবে এসএসবি'র বৈঠক হয়।

টলিপাড়ার সমস্যা মেটাতে হাত ধুয়ে ফেলছে রাজ্য, ক্ষুব্ধ বিচারপতি

রিমি শীল

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : টলিপাড়ার দ্বন্দ্ব মেটাতে হাত ধুয়ে দায় এড়াতে চাইছে রাজ্য সরকার, এমনটাই মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। পরিচালক বনাম ফেডারেশনের মামলায় রাজ্যের ভূমিকা অত্যন্ত শোচনীয় বলে উল্লেখ করলেন বিচারপতি। বুধবার মামলার শুনানিতে তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'ইন্ডাস্ট্রিকে স্বচ্ছভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকারের অনীহা রয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান সচিবেরও হাত-পা বাঁধা রয়েছে। তাই তিনিও টলিউডের অন্দরের সমস্যা সমাধান করতে পারেননি। এখানে অবশ্যই কোনও রাজনৈতিক চাপ রয়েছে।' এই পরিস্থিতিতে পরিচালকদের দায়ের করা মামলাগুলি খারিজ করে দিয়েছে আদালত। ১৩ জন পরিচালক ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন। মামলাগুলি খারিজ করে দেওয়ার ফলে পুজোর আগেই একরাশ হতাশা দেখা দিয়েছে পরিচালকদের মধ্যে।

কমিটি গঠন করতে দুই পক্ষকে প্রস্তাবিত নামের তালিকা দিতে বলা হয়েছিল। উভয়পক্ষের নামের তালিকায় অভিনেতা ও পরিচালক ছাড়া বাকি সিনেমাকর্মীরা নেই। তখনই বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'সবাই রাজা। সকলেই নেতৃত্ব দিতে চাইছেন। এটা কী করে হয়? একটা কমিটিতে সমস্ত বিভাগের প্রতিনিধি থাকা দরকার। তা না হলে কীসের কমিটি?' তবে সচিবের আইনজীবীর মন্তব্য, কমিটি গঠন করে দেওয়া হলেও সকলে মেনে চলবেন তার কী যুক্তি রয়েছে। ফেডারেশন ও পরিচালকদের বিবাদ মেটানোর দায় তো রাজ্য সরকারের নয়। রাজ্য এভাবে হাত-পা বেঁধে দিতে পারে না। পালটা পরিচালকদের আইনজীবীর অভিযোগ, মামলাকারী কোনও পরিচালকের হাতে কাজ নেই। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রয়েছে। বিচারপতি ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, 'রাজ্যেরই তীব্র অনীহা রয়েছে। তাই পরিচালকরা প্রয়োজনে ডিভিশন বেঞ্চে যেতে পারেন।' তারপর মামলাটি খারিজ করে দেন তিনি।

দুই নরেন্দ্রর নামে বিজেপির ফুটবল টুর্নামেন্ট

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে হিন্দুত্বের তাস হাতে নিয়ে জনসংযোগে নতুন মাত্রা দিতে রাজ্যজুড়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু করতে চলেছে বিজেপি। যদিও এটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক উদ্যোগ বলে দাবি করেছে পদ্মশিবির। বৃহস্পতিবার থেকে 'নরেন্দ্র কাপ' ফুটবল টুর্নামেন্ট নামে এলাকাভিত্তিক নকআউট পর্যায়ের খেলা মোট ৪৩টি এলাকায় শুরু হবে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ওইদিন থেকেই রাজ্যজুড়ে 'স্বামী বিবেকানন্দ কাপ' নামে ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে রাজ্য সরকারের। এতদিন এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করত আইএফএ। এবারই প্রথম আইএফএ-র সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজন করতে চলেছে রাজ্য সরকার।

১১ সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার বর্ষপূর্তি। সেইদিনেই শুরু হচ্ছে তৃণমূল-বিজেপির ফুটবল টুর্নামেন্ট। বিজেপির এই টুর্নামেন্ট শেষ হবে মোদির জন্মদিন ১৭ সেপ্টেম্বরে। আর তৃণমূলের ফাইনাল ২০২৬-এ। বিজেপির ৪৩টি সাংগঠনিক জেলায় মোট মণ্ডলের সংখ্যা ১৩০০-র কিছু বেশি। উদ্যোক্তা নরেন্দ্র কাপ আয়োজক সমিতি এদিন দাবি করেছে, এখনও পর্যন্ত ৪৩টি এলাকায় ফুটবল ম্যাচে অংশ নিতে ১৩০০টি দল নাম নথিভুক্ত করেছে। অর্থাৎ প্রতি ব্লক(মণ্ডল) পিছু একটি করে দল নিয়ে জেলা পর্যায়ে ম্যাচের আয়োজন করতে চলেছে বিজেপি। এদিন আসানসোল থেকে শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, দার্জিলিং থেকে দিঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ-এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে সফল করতে দলের সমস্ত জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা যুক্ত হবেন।

২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে ক্লাবগুলিকে দুর্গাপুজোর অনুদান দেওয়ার মাধ্যমে কাছে টানার পর এবার স্বামী বিবেকানন্দ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের মাধ্যমে বিজেপির মতোই মাঠে নামছে তৃণমূল। বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো জানিয়েছেন, 'চূড়ান্ত পর্যায়ে যে ৪৩টি বিজয়ী দল হবে তাদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার, রানার্স আপরা ২৫ হাজার করে এবং তৃতীয় স্থানাধীকারী দুটি দল প্রত্যেককে ১৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।' মোট ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা করে কার্যত বিলি করবে বিজেপি।

পন্থকে তলব

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের সমস্ত সংশোধনাগারে আবাসিকদের পরিস্থিতি কী রয়েছে, তাদের প্রাথমিক চাহিদাটুকু পূরণ হচ্ছে কি না তা আগেই রাজ্যের থেকে জানতে চেয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু নির্দেশ পালন না হওয়ায় রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে উত্তরবঙ্গ থেকে ভার্চুয়ালি হাজিরা দিতে হল। বৃহস্পতিবার ফের তাঁকে হাজিরা দিয়ে রাজ্যের অবস্থান জানাতে হবে।

তাণ্ডবের সাক্ষী। দগ্ধ গাড়ি। বৃহস্পতিবার নেপালের বীরগঞ্জে।

আমাদের ক্যাম্পাস যেন শ্মশানপুরী

বিরাটনগরে আটকে খড়্গাপুর-কন্যা

বিনীতা মান্না

পরীক্ষা দিয়ে ফিরতেই হঠাৎ শুনলাম, বাইরে কার্ফিউ। কলেজ থেকে জানিয়ে দিল, পরীক্ষা স্থগিত। বাড়ি থেকে তখন বারবার ফোন আসছে। শুনলাম, শুটআউটে আহত হয়ে আমাদের বিরাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন চারজন স্থানীয়। তিনদিনে ক্যাম্পাস শ্মশানপুরী হয়ে গেল। দু'বছর ধরে এই পুরীকে 'আনন্দমেলা' হিসেবে দেখেছি। এখন দু-চোখের পাতা এক হচ্ছে না। খালি মনে হচ্ছে, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরব তো?

২০২৩ সালে খড়্গাপুর থেকে ডাক্তারি পড়তে এসেছিলাম। কলেজে পা রাখার পর যে দোকানগুলিতে রোজ চায়ের আড্ডা চলত, সেগুলির ঝাঁপ পড়ে গিয়েছে। ১৫ অগাস্টের পর থেকে টানা পরীক্ষা চলায় ঘরে ফল বা স্ন্যাকস জাতীয় কোনও খাবার মজুতের সুযোগ পাইনি। মঙ্গলবার খিদে পেয়েছিল খুব। কোনওমতে সাহস জোগাড় করে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। যেতেই বুঝলাম, অন্ধকার জগৎ কাকে বলে। রমরমিয়ে চলা বাজারটায় মাত্র একটা-দুটো দোকান খোলা। ফল কিনে পয়সা দিতে যাব, বিক্রেতা কাকু তড়িঘড়ি বললেন, 'তোমরা ঘরে গিয়ে অনলাইনে পয়সা পাঠিয়ে দিও। বেশিক্ষণ বাইরে থেকো না। আমিও দোকান বন্ধ করব। কখন কী হয় বলা যায় না!' ছুটি পেলেই বন্ধুরা মিলে পাশের যে শপিং মলটায় যেতাম, সেটা আর নেই। জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিডিও অফিসও ধ্বংস। শুনলাম, কলেজের ৫ মিনিট দূরত্বের পেট্রোল পাম্পটা জ্বালিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে জেন জেড আন্দোলনকারীরা। আমাদের এক সহপাঠীর পরিবার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ওদের বাড়িও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। চতুর্দিকে শুধুই রক্ত। বাড়ি ফেরার টিকিটও কাটা হয়ে গিয়েছিল। সেই টিকিট মনে হয় না আর কোনও কাজে লাগবে।

ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে সকলে মিলে একসঙ্গে যোগাযোগ করার পরিকল্পনা করছি। পরিবার রীতিমতো আতঙ্কিত। হস্টেল ওয়ার্ডেনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, নিরাপত্তা যথেষ্ট আঁটোসাঁটো। বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমরা তাঁদের দায়িত্বে সুস্থই থাকব। যা অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি, তাতে দায়িত্বের ওপরেও ভরসা রাখা যাচ্ছে না। বাবা-মায়ের একটাই বক্তব্য, সরকারি তরফে ব্যবস্থা হলে কোনওমতে যেন বাড়ি ফিরে যাই। ফেরার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছেও অনুরোধ জানিয়েছি। দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়নি বলেই তাঁরা আমাদের বাড়ি ফেরার অনুমতি দেননি। এক একটা রাত এক একটা মৃত্যু পরীক্ষা। এতদিনে বুঝতে পারছি জীবন কেন এত প্রিয়।

ভারতে দুশ্চিন্তায় নেপালের পড়ুয়ারা

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : গণ বিক্ষোভের আগুনে পুড়ছে নেপাল। প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির পদত্যাগের পরেও পরিস্থিতি মোটেই শান্ত হয়নি। উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে শাসনভার হাতে তুলে নিয়েছে সেনা। কার্ফিউ জারি হয়েছে রাজধানী কাঠমান্ডু সহ বেশ কিছু এলাকায়। চেষ্টা চলছে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার।

এই আবহে নিজেদের পরিবার ও স্বজনদের নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছেন ভারতে থাকা নেপালি পড়ুয়ারা। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের এক পড়ুয়া জানিয়েছেন, দশেরায় বাড়ি ফেরার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তিনি আর বাড়িমুখো হতে চান না। তিনি বললেন, 'বাবা-মা জানিয়েছেন আপাতত কিছুদিন ওদিকে না যেতে। যতদিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে, ততদিন ভারতেই থাকার কথা বলেছেন ওঁরা।' একই মনোভাব আইআইটি-ধানবাদে এমবিএ পাঠরত ছাত্র মনোজ চৌধুরীরও। বীরগঞ্জের বাসিন্দা মনোজ বললেন, 'কাঠমান্ডুর যা অবস্থা, তাতে বাড়ি যেতে আর মন সায় দিচ্ছে না।'

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী জানিয়েছেন, তাঁর বাবা-মা দিল্লিতে থাকলেও দাদু-দিদা নেপালে আছেন। তাই টানাপোড়েন কাটছে না। প্রথম বর্ষের আরেক পড়ুয়া বলেন, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করতে নেমে পড়ুয়াদের মৃত্যু তাঁকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

দক্ষিণ এশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক ছাত্রীর কথায়, 'দূরে বসে দেশের পরিস্থিতি দেখে অসহ্য কষ্ট হচ্ছে। আশা করছি, সবার শুভবুদ্ধির উদয় হবে। এই আন্দোলন ইতিবাচক পরিবর্তনের পথ দেখাবে।'

উদ্ধারে বিমান পাঠাবে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : কাঠমান্ডু বিমানবন্দরেই আটকে পড়েছেন ৪০০-র বেশি ভারতীয়। তাঁদের ফেরাতে তৎপর হয়ে উঠেছে কেন্দ্র। আটকে পড়া যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে নয়াদিল্লি থেকে বিশেষ বিমান পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন বিমানবন্দর বন্ধ। ভারতীয়দের ফেরাতে নেপাল সেনার সঙ্গে কাঠমান্ডুর ভারতীয় দূতাবাস মারফত কথাবার্তা চলছে কেন্দ্রের। নেপালি সেনার সাহায্য নিয়ে কাঠমান্ডুতে নিরাপদে বিমান নামানোর চেষ্টা হচ্ছে। সেনার সবুজ সংকেত পেলেই কয়েকটি বিমান পাঠাবে ভারতীয় বায়ুসেনা।

তদন্তে অনাস্থা

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : ৯ অগাস্ট নবান্ন অভিযানের দিন অভয়ার মায়ের মাথায় আঘাত লাগার ঘটনায় পুলিশের তদন্তে অসন্তোষ প্রকাশ করল হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মন্তব্য করেন, 'পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট রহস্যজনক। আইনানুগ তদন্ত হয়েছে বলে মনে করছে না আদালত। এই তদন্ত জনমনে বিশ্বাস ফেরানোর মতো নয়।' তিনি কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে নির্দেশ দেন, ডিসি পদমর্যাদার আধিকারিককে দিয়ে এই ঘটনার পুনরায় তদন্ত করতে হবে। হাসপাতালের চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় নথি তাঁকে দিতে হবে। হাসপাতালের রিপোর্ট খতিয়ে দেখবেন তদন্তকারী আধিকারিক।

ব্রেক ভেবে অ্যাক্সিলারেটারে পা

দোতলা থেকে গাড়ি পড়ল মাটিতে

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : দিল্লির নির্মাণ বিহারে সম্প্রতি এক মহিলা একটি নতুন গাড়ি কিনেছিলেন। ২৬-২৭ লাখ টাকার শখের গাড়ি! এমন দামি গাড়ি কেনার পর কার না উত্তেজনা থাকে? স্বাভাবিকভাবেই তিনি ডেলিভারি নেওয়ার আগে গাড়ির পুজো করছিলেন। গাড়ির চাকার নীচে একটি লেবু রেখে সেটিকে চাপা দেওয়ার এই প্রথা আমাদের দেশে নতুন নয়। কিন্তু সেই সামান্য লেবু যে এমন বড় কাণ্ড ঘটাবে, তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেননি।

মহিলাকে আস্তে করে গাড়ি চালিয়ে লেবুটিকে চাপা দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত উত্তেজনার বশে তিনি ব্রেক প্যাডেলের বদলে অ্যাক্সিলারেটারেই চাপ দিয়ে বসলেন। ব্যাস, যা হওয়ার তাই হল! বিকট শব্দে নতুন গাড়িটি শোরুমের দোতলার কাচের দেওয়াল ভেঙে ১৫ ফুট নীচে রাস্তায় আছড়ে পড়ে। উলটে যাওয়া গাড়িতে তখন মহিলা ছাড়াও শোরুমের এক কর্মচারী। সৌভাগ্যবশত গাড়ির এয়ারব্যাগ সময়মতো খুলে যাওয়ায় তাঁরা গুরুতর আহত হননি।

এই লেবু-কাণ্ড এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় হাসির খোরাক। প্রথা মেনে গাড়ি পুজো করতে গিয়ে এমন অভাবনীয় ঘটনা কেউ দেখেছেন কি না, তা বলা মুশকিল! আপাতত গাড়িটি সোজা শোরুম থেকে ওয়ার্কশপে চলে গিয়েছে। আর সেই লেবুটির কী হয়েছে, তা আজও রহস্য।

১০ দিনে নাগরিকত্বের প্রমাণ : হিমন্ত

গুয়াহাটি, ১০ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের 'অবৈধ বাসিন্দা'দের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি বলেছেন, বিদেশি সন্দেহে কাউকে চিহ্নিত করা হলে ১০ দিনের মধ্যে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে। না করতে পারলে বহিষ্কার করা হবে।

অনুপ্রবেশ রুখতে নয়া নিয়মে মঙ্গলবার সায় দিয়েছে হিমন্তের সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, কেউ নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে না পারলে তাঁকে অনুপ্রবেশকারী বলে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

মঙ্গলবার অসম মন্ত্রীসভা 'ইমিগ্র্যান্টস (এক্সপালশন ফ্রম অসম) অ্যাক্ট, ১৯৫০' কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়। নতুন আইনে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য ১০ দিন সময় দেওয়া হবে। এরপর জেলা শাসক তাঁকে বিদেশি বলে মনে করলে পত্রপাঠ বহিষ্কার করা হবে। তবে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত না হলে বিষয়টি ফরেনার্স ট্রাইবিউনালে পাঠানো হবে।

ধনকরের অভিনন্দন

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : জগদীপ ধনকরের আচমকা ইস্তফার কারণে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেই দেশে ১৭ তম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আয়োজন করা হয়েছিল। মঙ্গলবার সেই নির্বাচনে জয়ী হয়ে ভারতের পঞ্চদশ উপরাষ্ট্রপতি হয়েছেন সিপি রাধাকৃষ্ণান। জয়ের পর তাঁকে এক শুভেচ্ছাবার্তায় ধনকর লিখেছেন, 'দেশের উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন আপনাকে। আপনার বিপুল অভিজ্ঞতায় উপরাষ্ট্রপতির দপ্তর আরও বেশি শ্রদ্ধা ও গৌরব অর্জন করবে।' ইস্তফার পর থেকে ধনকরের কোনও কথা আর শোনা যায়নি। তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় সংবর্ধনাও দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে যা কিছু সুযোগসুবিধা তাঁর প্রাপ্য, সেইসব না নিয়ে রাজস্থানের প্রাক্তন বিধায়কের পেনশন চেয়ে আর্জি জানিয়েছিলেন সম্প্রতি। এর বাইরে তাঁর কোনও কথা শোনা যায়নি। তাঁর এই নীরবতা নিয়ে বারবার কেন্দ্রকে নিশানা করেছে বিরোধীরা।

ফ্রান্সেও বিক্ষোভ

ধৃত ২০০

প্যারিস, ১০ সেপ্টেম্বর : তরুণ প্রজন্মের প্রতিবাদ-বিক্ষোভে জ্বলছে এশিয়ার নেপাল। ঘোরালো হয়ে উঠেছে ইউরোপের ফ্রান্সও। বুধবার প্যারিস সহ ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভকারীরা 'ব্লক এভরিথিং'(ব্লকনস টাউট) আন্দোলনে নেমে রাস্তা অবরোধ করেন। বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত পুলিশের সঙ্গেও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। গ্রেপ্তার হন অন্তত্পক্ষে ২০০ জন।

সামাজিক অসন্তোষ, অর্থনৈতিক উদ্বেগ, রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল ফ্রান্সে। নতুন প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ তাতে ঘৃতাহুতি দেয়। বিক্ষোভকারীরা যাবতীয় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ওপর। তাঁদের দাবি, প্রেসিডেন্টের অদক্ষতার কারণেই বারবার প্রধানমন্ত্রী বদলাচ্ছে। গত এক বছরে চারবার প্রধানমন্ত্রী বদলেছে ফ্রান্সে।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ অধীরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর বাড়তে থাকা হেনস্তা ও অত্যাচার রুখতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দ্বারস্থ হলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। বুধবার রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে প্রায় চল্লিশ মিনিটের বৈঠক করেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ। রাষ্ট্রপতির হাতে ২ পাতার একটি স্মারকলিপিও তুলে দেন অধীর।

অক্টোবরেই সারা দেশে এসআইআর

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : বিহারে এসআইআর নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই এবার সারাদেশে এই প্রক্রিয়া শুরু করতে মরিয়া নির্বাচন কমিশন। সবকিছু ঠিক থাকলে অক্টোবর থেকেই পশ্চিমবঙ্গ, অসম, তামিলনাড়ু, কেরল সহ সারাদেশে ভোটার তালিকার এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু হয়ে যাবে জানিয়েছে কমিশনের একটি সূত্র। আগামী বছর ওই চার রাজ্যে বিধানসভা ভোট।

যদিও পশ্চিমবঙ্গে অক্টোবরে কীভাবে এসআইআর করা সম্ভব তা নিয়ে ইতিমধ্যে সংশয় তৈরি হয়েছে। কারণ, অক্টোবর পুজোর মাস। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে গেলে এসআইআর প্রক্রিয়া অক্টোবরের মধ্যে শেষ করতেই হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ২০ সেপ্টেম্বরের পর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত মাত্র ১৬টি কাজের দিন পাওয়া যাচ্ছে। তার মধ্যে অক্টোবরে শুধুমাত্র ১১টি কাজের দিন রয়েছে। দুর্গাপুজোর জন্য ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত ছুটি রয়েছে। এরপর অক্টোবরের ১৮ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত কালীপুজো, ভাইফোঁটা, ছটের ছুটি রয়েছে। অন্যদিকে প্রতি বছর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসআইআর কী করে শেষ করা যায় তা নিয়ে চিন্তিত কমিশনের কর্তারা।

বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সহ সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের (সিইও) সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেছিল নির্বাচন কমিশন। জানা গিয়েছে, ওই বৈঠকেই অক্টোবর থেকে এসআইআর করার প্রস্তাবে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনের শীর্ষকর্তারা। সূত্রের দাবি বৈঠকে কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, বিহারের পর এবার গোটা দেশে চালু হবে এসআইআর। জানা গিয়েছে, বুধবারের বৈঠকে কমিশনের তরফে এসআইআর নীতিমালা উপস্থাপন করা হয়। এ ছাড়া বিহারের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা তাঁদের রাজ্যে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেন।

এদিনের বৈঠক তথা ওয়ার্কশপে সিইওদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তাঁরা কতদিনের মধ্যে এসআইআরের জন্য প্রস্তুতি সেরে ফেলতে পারবেন। জবাবে তাঁরা কমিশনকে আশ্বাস দিয়েছেন, চলতি মাসের মধ্যেই তৃণমূলস্তরের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলা যাবে। ফলে অক্টোবরে দেশজুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব। কমিশনের দাবি, এই নিবিড় সংশোধনের মূল লক্ষ্য হল ভোটার তালিকা থেকে বেআইনি বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়া এবং জন্মস্থান যাচাই করা। পুজোর পরেই দেশজুড়ে একসাথে শুরু হতে পারে এসআইআর প্রক্রিয়া। এর লক্ষ্য ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন (অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ)-এর আগে ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখা। মূল উদ্দেশ্য, ভোটার তালিকা থেকে বেআইনি বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়া এবং জন্মস্থান যাচাই করা।

এদিনের বৈঠকে কমিশনের তরফে সিইওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এসআইআরের সময় কী কী নথি লাগবে তার তালিকা প্রস্তুত করতে। বিহারে যে ১১টি নথির তালিকা ছিল তাতে আধার না থাকায় প্রশ্নের মুখে পড়েছিল কমিশন। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট কমিশনের যাবতীয় যুক্তি খারিজ করে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, আধারকে দ্বাদশ নথি হিসেবে ওই তালিকায় রাখতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে শেষবার ২০০২ সালে এসআইআর হয়েছিল। সেক্ষেত্রে ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে প্রামাণ্য হিসাবে ধরা হতে পারে। বুধবার দিল্লি থেকে ফিরে কলকাতা বিমানবন্দরের বাইরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এসআইআর করা হবে কি না সেটা নির্বাচন কমিশন ঠিক করবে। তবে আমরা আদালতের ভিতরে-বাইরে লড়াই করব।' অন্যদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '২০০২-এ বাংলায় ৫০ দিন লেগেছিল এসআইআর হতে। এবারেও ৫০ দিনের বেশি লাগবে না।'

সিদ্ধান্ত কমিশনের

- পুজোর পরেই দেশজুড়ে শুরু হতে পারে এসআইআর প্রক্রিয়া।
- ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন (অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ)-আগে ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখা।
- মূল উদ্দেশ্য, ভোটার তালিকা থেকে বেআইনি বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়া এবং জন্মস্থান যাচাই করা।
- ২০০২ সালের পর বাংলায় এসআইআর হবে।

সুপ্রিম শুনানিতেও নেপাল প্রসঙ্গ

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : নেপালে অশান্তির প্রসঙ্গ চলে এল সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতেও। বাদ গেল না বাংলাদেশে গত বছরের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পর্বও। আইনসভায় পাশ হওয়া কোনও বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গত এপ্রিলে যে নির্দেশ দিয়েছিল, সেই বিষয়ে বুধবার শুনানি চলছিল প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চে। তখন দেশের সংবিধানের কথা বলতে গিয়ে নেপাল, বাংলাদেশের আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে আনেন প্রধান বিচারপতি।

সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, রাজ্যপালরা একমাসের বেশি সময় ধরে কোনও বিল সংরক্ষিত রেখে দিতে পারেন। এভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যায় না। জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা আমাদের সংবিধানের জন্য গর্বিত। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতে কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন তো। নেপালে আমরা দেখেছি।' তাঁর কথায় সম্মতি জানিয়ে বিচারপতি বিক্রম নাথের সংযোজন, 'হ্যাঁ, বাংলাদেশেও হয়েছে।'

সুপ্রিম কোর্ট আদৌ রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালদের বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দিতে পারে কি না, তা নিয়ে এদিন শুনানি চলছিল। প্রধান বিচারপতির মুখে নেপালের প্রসঙ্গ শুনে তুষার মেহতা জরুরি অবস্থার কথা তুলে ধরেন।

তিনি রীতিমতো তর্ক জুড়ে দিয়ে বলেন, 'ইন্দিরা গান্ধি যখন জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন, তখন মানুষ এমন শিক্ষা দিয়েছিল যে শুধু দল নয়, প্রধানমন্ত্রী নিজেও তাঁর আসনে পরাজিত হয়েছিলেন। যে সরকারটি এসেছিল তারা মানুষকে সামলাতে পারেনি। ফলে আবার ইন্দিরা গান্ধিকে মানুষই ফের ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনে।' এর উত্তরে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'সেটা বিপুল ভোটে জিতে। ঠিকই। এটাই সংবিধানের ক্ষমতা। এটা রাজনৈতিক সওয়াল নয়।'

রাষ্ট্রপতি ভবনে দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে অধীররঞ্জন চৌধুরী। বুধবার।

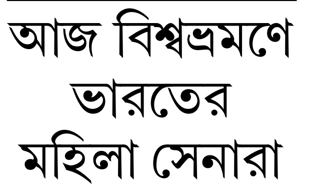

আজ বিশ্বভ্রমণে ভারতের মহিলা সেনারা

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : শুধু মহিলাদের নিয়ে গঠিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দল বিশ্বভ্রমণে বেরোচ্ছে। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে এবারই প্রথম শুধু মহিলাদের নিয়ে দল গঠন করে পৃথিবী প্রদক্ষিণে পাঠানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার মুম্বই থেকে ৫০ ফুট লম্বা পালতোলা জাহাজ 'ত্রিবেণী'তে চড়ে যাত্রা শুরু হবে দলটির।

ভূপর্যটক ওই দলে রয়েছেন সেনা, নৌ ও বায়ুসেনার মোট ১০ জন মহিলা অফিসার। একটানা দু'আড়াই বছরের কঠিন প্রশিক্ষণের পর বিশ্বভ্রমণে যাচ্ছেন তাঁরা। প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে ইতিমধ্যে তাঁরা সেশেলস পর্যন্ত ১০ হাজার নটিক্যাল মাইল সফরও করেছেন।

এই অভিযানের নেতৃত্বে রয়েছেন ২১ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লেফটেন্যান্ট কর্নেল অনুভা বরুডকার। দলের অন্যতম সদস্য স্কোয়াড্রন লিডার শ্রদ্ধা রাজু জানিয়েছেন, 'এই ভ্রমণ কেবল নারীশক্তির প্রতীক নয়, একই সঙ্গে তিন বাহিনীর ঐক্যের উদাহরণও বটে।' তিনি বলেন, আগামীকাল থেকে শুরু হতে যাওয়া অভিযানে দলটি অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা ও দক্ষিণ আফ্রিকার একাধিক বন্দর ছুঁয়ে যাবে। বিশ্বভ্রমণের পথে দলকে দু'বার বিষুবরেখা অতিক্রম করতে হবে এবং পেরোতে হবে বিপজ্জনক ড্রেক প্যাসেজ সহ অন্তত তিনটি অন্তরীপ। বিশ্বভ্রমণ শেষ করে ২০২৬ সালের মে মাসে দেশে ফেরার কথা দলটির।

ভারতে শুল্ক চাপাতে ইউরোপকে ইন্ধন

ট্রাম্পের বার্তা শুধুই মৌখিক ■ বাণিজ্য চুক্তির পক্ষে মোদি

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে নাকি আশাবাদী তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভারত-আমেরিকা দুই মহান দেশ কৌশলগত সহযোগী। তিয়ানজিনে ভারত-চিন-রাশিয়ার নয়া সমীকরণের ইঙ্গিত মেলার পর সুর নরম করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু সেইসব বার্তা যে নেহাত কথার কথা, এবার তা বোঝা গেল।

সদ্য প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ঢাল করে ভারতের ওপর শুল্কের চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন ট্রাম্প। ইউরোপের রাষ্ট্রজোটকে ভারতীয় পণ্যে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ইউরোপ প্রস্তাবটি মেনে নিলে আমেরিকাও ভারতীয় পণ্যে শুল্কের পরিমাণ ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১০০ শতাংশে নিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে ইউরোপ ও আমেরিকা দু'টি বাজারই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাতছাড়া হবে।

ভারতের পাশাপাশি চিনের ক্ষেত্রেও একই কৌশল নিতে চাইছেন ট্রাম্প। তাঁর আশা, এই চাপের ফলে রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ রাখতে বাধ্য হবে ভারত ও চিন। তেল বিক্রি বাবদ টাকার জোগান বন্ধ হয়ে গেলে প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধে রাশ টানতে বাধ্য হবেন। রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ভারতের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর পরিকল্পনা কার্যকর করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের কর্তাদের একাধিক বৈঠক হয়েছে। একজন উচ্চপদস্থ মার্কিন আধিকারিককে উদ্ধৃত করে রিপোর্টে লেখা হয়েছে, 'আমরা তো যে কোনও সময় ভারতের ওপর শুল্ক চাপাতে পারি। তবে ইউরোপীয় বন্ধুরা সেই পথে হাঁটলে তবেই আমরাও হাঁটব। ওরা (ভারত, চিন) যতক্ষণ পর্যন্ত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ না করবে ততক্ষণ এই শুল্ক কার্যকর থাকবে।'

> ভারত ও আমেরিকা ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং স্বাভাবিক অংশীদার। চলতি বাণিজ্য আলোচনা আমাদের দু'দেশের সম্পর্ককে আরও পোক্ত করবে। এই আলোচনা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় সেজন্য আমাদের প্রতিনিধিরা সক্রিয় রয়েছেন।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

ট্রাম্প সরকারের কৌশল ভারতের পক্ষে উদ্বেগের। বিষয়টিকে কার্যত পিছন থেকে ছুরি মারার চেষ্টা বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। এদিকে ট্রাম্পের বন্ধুত্ব-বার্তা পাওয়ার পর বুধবার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'ভারত ও আমেরিকা ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং স্বাভাবিক অংশীদার। চলতি বাণিজ্য আলোচনা আমাদের দু'দেশের সম্পর্ককে আরও পোক্ত করবে। এই আলোচনা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় সেজন্য আমাদের প্রতিনিধিরা সক্রিয় রয়েছেন।'

আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ইস্যুতে ভারতের যে সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে, সেই ইঙ্গিত ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। কংগ্রেস নেতা শশী থারুর বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী খুব তাড়াতাড়ি জবাব দিয়েছেন। বিদেশমন্ত্রীও। তবে আমি ট্রাম্পের ওই মন্তব্যকে সতর্কভাবে স্বাগত জানাব। কেউ এত তাড়াতাড়ি অপমান ভুলে যেতে পারেন না। ক্ষমাও করতে পারেন না।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১১৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫ ভাদ্র ১৪৩২

উপরাষ্ট্রপতি ভোট এবং...

ভারতের পঞ্চদশ উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন বিজেপি তথা এনডিএ প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণান। সপ্তদশ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী 'ইন্ডিয়া' জোটের প্রার্থী বি সুদর্শন রেড্ডিকে ১৫২ ভোটে হারিয়ে সহজ জয় পেয়েছেন তিনি। সংসদের উভয় কক্ষে শক্তির নিরিখে এনডিএ এগিয়েই ছিল। জগদীপ ধনকরের উত্তরসূরি হিসেবে রাধাকৃষ্ণানের জয় নিয়েও তাই সংশয় ছিল না।

শুধু দেখার ছিল, এনডিএ-র সামনে 'ইন্ডিয়া' জোট কতটা ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি শেষমেশ কত ভোট পান। সপ্তদশ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার তথা রাজ্যসভার সেক্রেটারি জেনারেল পিসি মোদি ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী এনডিএ শুধু 'ইন্ডিয়া'কে পরাজিতই করেনি, বিরোধী শিবিরে সিঁধও কেটেছে। তবে রেড্ডি হেরে গেলেও ২০২২ সালের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী মার্গারেট আলভার থেকে ভালো ফল করেছেন।

এবারের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৭৬৭টি। বৈধ ভোট ছিল ৭৫২টি। ভোট বাতিল হয়েছে ১৫টি। রাধাকৃষ্ণান পেয়েছেন ৪৫২টি। রেড্ডির ঝুলিতে ৩০০টি। ভোটদানে বিরত ছিলেন ১৪ জন। কংগ্রেসের দাবি ছিল, বিরোধী শিবিরের ৩১৫ জন সাংসদ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। তারপরও রেড্ডির ১৫টি ভোট কম পাওয়া নিয়ে ইতিমধ্যে চর্চা শুরু হয়েছে। বিরোধী শিবির থেকে ক্রস ভোটিং করিয়ে যে রাধাকৃষ্ণানের জয় আরও সহজ হয়েছে তা ফলাফলে স্পষ্ট।

এই বিষয়টিকে সামনে রেখে 'ইন্ডিয়া' জোটে ফাটল ধরাতে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে শাসক শিবির। বিরোধী শিবিরে থেকেও যাঁরা তলে তলে এনডিএ প্রার্থীকে জিতিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। অপরদিকে, কেন এমনটা হল, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ মণীশ তিওয়ারি। সংখ্যার নিরিখে হার অনিবার্য ছিলই। কিন্তু বিরোধীরা যে এককাট্টা থাকতে পারল না, সেটাও পরিষ্কার।

কংগ্রেস গোড়া থেকেই উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সামনে রেখে মতাদর্শগত লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিল। দীর্ঘদিনের আরএসএস কর্মকর্তা তথা তামিলনাড়ুর ভূমিপুত্র রাধাকৃষ্ণানের জয়ের অর্থ সংঘ পরিবারের সাফল্যও বটে। 'ইন্ডিয়া' জোট তাই চেষ্টা করেছিল প্রাক্তন বিচারপতির মতো একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে সামনে রেখে লড়াই করতে। তবে হারা ম্যাচ খেলতেই নেমেছিল বিরোধী শিবির। ৩১৫ জন বিরোধী সাংসদের সমর্থন শেষমেশ রেড্ডির ঝুলিতে না যাওয়া সেদিক থেকে 'ইন্ডিয়া' জোটের ওপর বড় ধাক্কা।

তবে এই হারের ইতিবাচক দিকও রয়েছে। সেটি হল, ভোটের শতাংশের হিসেব। ২০২২ সালে এনডিএ প্রার্থী জগদীপ ধনকর কার্যত একপেশে ম্যাচে জিতেছিলেন। তিনি পেয়েছিলেন ৭৪.৩৭ শতাংশ ভোট। অন্যদিকে, বিরোধীদের প্রার্থী কংগ্রেসের মার্গারেট আলভা পেয়েছিলেন মাত্র ২৫.৬৩ শতাংশ। তিন বছর পরের ছবিটা অনেকটাই আলাদা। নবনির্বাচিত উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণান পেয়েছেন ৬০.১০ শতাংশ। অপরদিকে, রেড্ডি পেয়েছেন ৩৯.৯০ শতাংশ। শতাংশের এই হেরফের থেকে স্পষ্ট, মুখে আস্ফালন যতই হোক, শাসক শিবিরের দাপট ভিতরে ভিতরে কিছুটা হলেও কমেছে।

অন্যদিকে 'ইন্ডিয়া' জোট পুরোপুরি না হলেও অনেকটা এককাট্টা থাকতে পেরেছে। ৩০০ জন বিরোধী সাংসদের ভোটে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রেড্ডি বুঝিয়ে দিয়েছেন, মতাদর্শগত লড়াইয়ে ডাক সঠিকই ছিল। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের সময় থেকে এনডিএ এবং 'ইন্ডিয়া' জোটের মতাদর্শগত লড়াই তীব্র হতে শুরু করে। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বিপরীতে সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াই ক্রমশ সংহত হয়েছে। কিন্তু বিরোধী শিবিরে যেভাবে শাসকপক্ষ সিঁধ কাটতে সক্ষম হয়েছে, শুধু শতাংশের হিসেব দেখিয়ে সেই ব্যর্থতা ঢাকতে চাইলে মূর্খামি হবে। আবার ক্রস ভোটিংয়ের ফলশ্রুতিতে বিরোধী জোটে ফাটল ধরানোর চেষ্টাও বাস্তব ঘটনা। সেই ফাঁদে পা দিলে 'ইন্ডিয়া' জোট আবার খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

–স্বামী বিবেকানন্দ

জেন জেড জাগছে, তবু অনিশ্চিত নেপাল

এই আন্দোলন প্রমাণ করল, নেপালের রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। গণতন্ত্রের ভিত্তি একেবারেই নড়বড়ে।

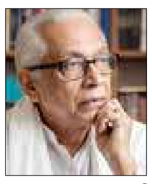

ধৃতিমান সরকার

৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫। নেপালের ইতিহাসে এই দিনটি শুধু একটি তারিখ নয়, এক দুঃস্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। স্কুল ও কলেজের পোশাকে থাকা ১৯ জন তরুণের প্রাণ সেদিন বুলেটবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েছিল রাজপথে। আহত হয়েছিলেন ৫০০-এরও বেশি মানুষ। তাঁদের একমাত্র অপরাধ ছিল- তাঁরা একটি সুস্থ সমাজ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

দশকের পর দশক ধরে চলে আসা দুর্নীতি, বৈষম্য আর রাজনৈতিক অস্থিরতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল নেপালের 'জেন জেড' প্রজন্ম। কিন্তু তাদের কণ্ঠরোধ করতে সরকার বেছে নিল বন্দুকের ভাষা। তবে সেই বুলেটগুলোই যেন স্ফুলিঙ্গ হয়ে জ্বলে উঠল গোটা নেপালজুড়ে। পরের দিন, কার্ফিউ উপেক্ষা করে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী আবার রাস্তায় নামলেন। তাঁদের একটাই দাবি- জবাবদিহি এবং ন্যায়বিচার চাই।

এই ইস্পাত কঠিন প্রতিবাদের সামনে টিকে থাকতে পারলেন না প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। একের পর এক মন্ত্রীর পদত্যাগের পর ৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে তিনি নিজেও পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এক প্রজন্মের জমা হওয়া রাগ আর হতাশা নেপালের বহুদিনের রাজনৈতিক স্থবিরতাকে ভেঙে চুরমার করে দিল।

প্রতিবাদের রূপবদল

শান্তিপূর্ণ দাবি ধ্বংসের উন্মত্ততায় পরিণত হল। অথচ শুরুটা ছিল একেবারে নিরীহ। তবে শুধু নেপাল সরকারের সোশ্যাল মিডিয়া ব্লক করার প্রতিবাদে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল, এমনটা ভাবলে ভুল হবে। তরুণদের ক্ষোভের শিকড় ছিল আরও অনেক গভীরে। রাজনৈতিক 'এলিট'দের সীমাহীন দুর্নীতি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের বৈষম্য আর তরুণদের চাকরির অভাব- এই সবকিছু তাঁদের হতাশাকে এমন এক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল যে, সামান্য স্ফুলিঙ্গে তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। আর সেই স্ফুলিঙ্গটা ছিল পুলিশের গুলি।

মিডিয়ায় সম্প্রচারিত ফুটেজে দেখা গেল, বিক্ষুব্ধ জনতা সাবেক প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম শেরবাহাদুর দেউবা এবং তাঁর স্ত্রী তথা প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী আরজু রানা দেউবার বাড়িতে হামলা চালাচ্ছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, হামলাকারীরা কেবল দেউবা ও রানার বাড়ি থেকে টাকাভর্তি বস্তা বের করে রাস্তায় ছুড়ে ফেললেন বটে। কিন্তু একটি টাকাও নিজেদের পকেটে রাখলেন না।

এ যেন দুর্নীতির প্রতি ঘৃণা এবং রাজনৈতিক শ্রেণির প্রতি তাঁদের প্রত্যাখ্যানের এক তীব্র প্রতীকী প্রতিবাদ। এই ধরনের সহিংসতা হয়তো জেন জেড-এর মূল পরিকল্পনায় ছিল না, কিন্তু তাদের আন্দোলন নেপালে এমন এক রাজনৈতিক ঝড় তুলেছে যা এর আগে কেউ দেখেনি। দেশের শীর্ষ নেতারা এখন গণরোষের ভয়ে দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করছেন।

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটা সামনে আসে, তা হল- জনগণের ট্যাক্সের টাকায় যাঁদের বেতন হয়, সেই পুলিশ আর সেনারা কীভাবে শিশুদের ওপর গুলি চালাল? প্রতিবাদকারীরা পার্লামেন্ট ভবন ঘেরাও করলে কি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করাটা হত্যা করার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমানের কাজ ছিল না?

গণতন্ত্রের ভাঙা আয়না

এক প্রজন্মের প্রতিবাদ কেন? ১৯৯০ সাল থেকে নেপাল গণতন্ত্রের পথে হাঁটছে। এই সময়ে বারবার অনেক পরিবর্তন এসেছে। সংবিধানে নারী ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। নারীরা মেয়র, এমনকি পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ পদে বসার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু এই অর্জনগুলো অর্থহীন মনে হয়, যখন রাজনৈতিক নিয়োগগুলো জনগণের স্বার্থের পরিবর্তে কিছু ক্ষমতাবান ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করে।

যেমন, আরজু রানা দেউবার মতো একজন রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তির পার্লামেন্টে আসা সংবিধানের মূল চেতনার প্রতি একধরনের বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখা হচ্ছে। একই নেতারা বারবার ক্ষমতায় আসছেন, ক্ষমতার রদবদল হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলাচ্ছে না- এই চক্র তরুণদের মনে গভীর হতাশা তৈরি করেছে।

তাই এই আন্দোলনকে কেবল একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা হিসেবে দেখা উচিত নয়। এটি মূলত নেপালের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে এক প্রজন্মের সম্মিলিত প্রতিবাদ। দেশটির গণতন্ত্রের ভিত্তি এতটাই নড়বড়ে হয়েছিল যে, সামান্য ধাক্কাতেই তা ভেঙে পড়ার উপক্রম হল।

ভবিষ্যতের বাঁক

নতুন দিনের আলো নাকি অন্ধকারের দিকে যাত্রা?

নেপালের বর্তমান পরিস্থিতি এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। জেন জেড প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করে এক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। কিন্তু এই বিজয় তখনই অর্থপূর্ণ হবে, যদি এর মাধ্যমে নেপালের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সত্যিকারের ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। এখন আবার সেই প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে যে, নেপাল কি একই দুর্নীতি আর স্বজনপ্রীতির পথে চলবে নাকি এই সংকটকে কাজে লাগিয়ে একটি নতুন, ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে?

শুধু নেপাল নয়, প্রশ্নটির উত্তরের দিকে তাকিয়ে গোটা বিশ্ব। এই মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে কার্যকর প্রতিষ্ঠানটির নাম সেনাবাহিনী। এই প্রথম নেপালের সেনাবাহিনী দেশের শাসন হাতে নিয়েছে। যদিও সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগদেল জানিয়েছেন, এই ব্যবস্থা নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত শুধু। তিনি বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে আলোচনার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন।

তবে, ভারত ও চিনের মতো দুটি পরাশক্তির মাঝে নেপালের অবস্থান থাকায় দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে বরাবরই জটিল করে রেখেছে। তরুণদের এই আন্দোলন নেপালের নিজস্ব হলেও অনেকে আশঙ্কা করছেন, বহিরাগত শক্তিগুলো এই অস্থিতিশীলতাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারে। সেই সম্ভাবনা প্রবল।

অনেকে এই আন্দোলনের নেতৃত্বহীন গতিপ্রকৃতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অতীতের গণ আন্দোলনগুলো (যেমন ১৯৯০ ও ২০০৬ সালের জন আন্দোলন) সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যে সংগঠিত নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। কিন্তু এই জেন জেড আন্দোলনটি স্বতঃস্ফূর্ত এবং এই আন্দোলনের নির্দিষ্ট নেতা নেই, সংগঠিত শক্তিও নেই। কিন্তু এই নেতৃত্বহীনতাই আন্দোলনকে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছে।

> অনেকে এই আন্দোলনের নেতৃত্বহীন প্রকৃতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অতীতের গণ আন্দোলনগুলো (যেমন ১৯৯০ ও ২০০৬ সালের জন আন্দোলন) সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যে সংগঠিত নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। কিন্তু এই জেন জেড আন্দোলনটি স্বতঃস্ফূর্ত এবং এই আন্দোলনের নির্দিষ্ট নেতা নেই, সংগঠিত শক্তিও নেই। কিন্তু এই নেতৃত্বহীনতাই আন্দোলনকে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছে।

এ কারণে তরুণদের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ বা কারাবন্দি নেতা রবি লামিছানের মতো রাজনৈতিক 'বহিরাগত'রা। জেন জেড আন্দোলন প্রমাণ করেছে যে, নেপালের রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। এখন প্রয়োজন তরুণ প্রজন্মের এই জনপ্রিয় শক্তিকে ধ্বংসের বদলে গঠনমূলক সংস্কারের পথে চালিত করা। যাঁরা গুলি চালিয়েছিলেন এবং যাঁরা গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁদের বিচার হতেই হবে। তবে ভবিষ্যতের নেপালকে গড়তে হলে তরুণ প্রজন্মের কথা শুনতেই হবে।

নেপাল যেন এক 'প্যান্ডোরার বাক্স' খুলে দিয়েছে। পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। এখন এই ক্ষোভকে ন্যায়, অন্তর্ভুক্তি এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রজাতন্ত্র গড়ার কাজে লাগানো যায় কি না, তার ওপরই নির্ভর করছে নেপালের ভবিষ্যৎ। তরুণরা তাঁদের কাজ করেছেন। এখন বাকিদের, বিশেষ করে দেশের নেতাদের শোনার এবং কাজ করার পালা।

সেই কাজে ব্যর্থ হলে দেশটা চরম ডামাডোলের মধ্যে পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে। আর সঠিক দিশায় এগিয়ে গেলে শুধু নেপালে নয়, পৃথিবীর কাছে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

(লেখক সাংবাদিক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশারদ)

আজ

১৯৭০

লোকসংগীতশিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের জন্ম আজকের দিনে।

১৯১১

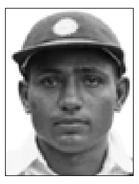

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ক্রিকেট তারকা লালা অমরনাথ।

আলোচিত

#Nepal crisis. কবে যে আমাদের দেশের তানাশাহীদের একই হাল হবে! অহিংস পথে দুর্নীতির শিরোমণিদের মুখোশ আর ফাইল খুলে যাবে!!! আর কবে? আর কবে? আপনারাও কি আমার মতো স্বপ্ন দেখেন?

- হুমায়ুন কবীর

ভাইরাল/১

লুধিয়ানার একটি হাইওয়েতে লুটপাটের চেষ্টার ভিডিও ভাইরাল। এক মহিলা অটোরিকশাতে উঠেছিলেন। তাঁকে ছুরি দেখিয়ে ভয় দেখায় অটো সওয়ার তিন দুষ্কৃতী। মহিলা পালানোর চেষ্টা করেন। অটোয় ঝুলতে দেখা যায় তাঁকে।

ভাইরাল/২

নেপালের আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। অগ্নিসংযোগ, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে। সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি কিছু পুরুষ, মহিলা। কাঠমান্ডুর এক সুপার মার্কেট থেকে পোশাক, টিভি, রেফ্রিজারেটর বগলদাবা করে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। ভাইরাল সেই ভিডিও।

জনমন জনমত

জল নেই রাধিকা লাইব্রেরিতে

বহু বাধাবিপত্তি, আন্দোলনের পর ময়নাগুড়ির শতাব্দীপ্রাচীন রাধিকা লাইব্রেরি নিয়মিত খুললেও লাইব্রেরিতে এসে অনেকেই বিপদে পড়ছেন। প্রতিদিন লাইব্রেরিতে ১৫ থেকে ২০ জন বই পড়তে আসেন। তাঁদের মধ্যে মহিলা পাঠকরাও রয়েছেন। কিন্তু আজও জলের ব্যবস্থা না হওয়ায় নবনির্মিত শৌচাগারটি অব্যবহৃত হয়েই পড়ে রয়েছে। এই রাধিকা লাইব্রেরি কমিটির সভাপতি ময়নাগুড়ি পুরসভার পুরপ্রধান।

লাইব্রেরির জমি বেদখল, নিয়মিত লাইব্রেরি খোলা ও বন্ধ, আগাছা পরিষ্কার, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, মূল্যবান পুরোনো বইগুলোর সংস্কার সহ শৌচাগার তৈরির দাবিতে, ময়নাগুড়ি রাধিকা লাইব্রেরি উন্নয়ন মঞ্চ প্রায় দুই বছর ধরে লাগাতার আন্দোলন সংগঠিত করে আসছে।

জেলা শাসক থেকে এসডিও, বিডিও, বিএলঅ্যান্ডএলআরও, পিএইচই দপ্তর, পুরসভা সব জায়গায় দরবার করেও রাধিকা লাইব্রেরির খোয়া যাওয়া চার ডেসিমাল জমি উদ্ধার এবং লাইব্রেরিতে জলের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি তারা।

পাঠকদের স্বার্থে, সুস্থ পঠনপাঠনের জন্য, পিএইচই দপ্তর লাগোয়া শতাব্দীপ্রাচীন এই গ্রন্থাগারে জলের ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

স্নেহাশিস চক্রবর্তী
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

রেল কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জি

কলকাতা থেকে মিজোরামের সাইরাং পর্যন্ত একটি এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর খবর ভাইরাল হয়েছে। অনেক দিন আগে থেকেই কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ বা অসমে যাওয়ার টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। একই অবস্থা অসম বা উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা যাওয়ার ট্রেনগুলির ক্ষেত্রেও। এই পরিস্থিতিতে যাত্রীদের কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ, বেশি টাকা দিয়ে তৎকাল বা প্রিমিয়াম তৎকাল টিকিট যে পাওয়া যাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আশ্চর্যের বিষয়, সব স্পেশাল ট্রেনেও এই রুটে কোনও টিকিট নেই।

তাই দুর্গাপুজোর আগেই কলকাতা, আজিমগঞ্জ জংশন-সাইরাং এক্সপ্রেস চালু হলে তা যে কতটা যাত্রী সহায়ক হত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু তাই নয়, এই প্রথম তুফানগঞ্জ থেকে সরাসরি কলকাতা যাওয়ার একটি ট্রেন পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

এই ট্রেনটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, চালু করার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব রেল এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আধিকারিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সঞ্জয় চক্রবর্তী
তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

মাতৃভাষার আলিঙ্গন বনাম বিশ্বমঞ্চের দুয়ার

অভিভাবকদের একাংশের বিবেচনায় ইংরেজি শুধু বইয়ের পাতায় নয়, খুলে দেয় স্বপ্নপূরণের প্রশস্ত দিগন্ত।

সৈকত দেবনাথ

আমাদের সন্তানরা কোন ভাষায় শিক্ষা নেবে? প্রশ্নটি এখন আর নিছক অ্যাকাডেমিক নয়। উত্তরের মধ্যে লুকিয়ে আছে শিশুদের ভিত্তি ভবিষ্যতের প্রত্যাশা, অন্তরের গভীরে প্রবাহিত শিকড় এবং উড়ানের স্বপ্নের মধ্যে দ্বন্দ্ব। কলকাতার ব্যস্ততম নগরপথ থেকে তামিলনাড়ুর কোনও শান্ত পল্লি- সর্বত্রই এই দ্বন্দ্ব স্পর্শ করে প্রতিটি অভিভাবকের অভিমতকে। মাতৃভাষার আলিঙ্গন আর বিশ্বমঞ্চের উজ্জ্বল দুয়ার- এর মধ্যে কোন পথে সন্তান পা বাড়াবে?

বাংলা ভাষায় সহস্র কবিতা, গান আর গৌরবময় ইতিহাসের স্রোত আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন। তবু শহরের থেকে গ্রামের দিকে চোখ মেললে এটা পরিষ্কার হয় যে, অভিভাবকদের নজরই ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়ের দিকে। কেন? কারণ, অভিভাবকদের বিবেচনায় ইংরেজি কেবল বইয়ের পাতায় নয়, বরং এক সর্বকুঞ্জি, যা খুলে দেয় উচ্চশিক্ষা থেকে বিশ্বব্যাপী কর্মক্ষেত্র এবং স্বপ্নপূরণের প্রশস্ত দিগন্ত। বিশেষত, যাঁরা দারিদ্র্যের বাঁধন ছিঁড়ে বেরোতে চান, তাঁদের চোখে ইংরেজি যেন সেই দিগন্তের সঙ্গে সমীকরণের এক গুরু মার্গ।

ভারতবর্ষের দক্ষিণের মাটি থেকেও ভেসে আসে এক স্বর। তামিলরা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় যেমন দৃঢ়, তেমনই বাস্তবতার অভিধানকে মাথায় রেখে ইংরেজিকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাখে। আঞ্চলিক তথা মাতৃভাষা আমাদের শিকড়জুড়ে রাখে আর ইংরেজি মেলে ধরে বিশ্বময় উড়ানের তেজস্বী ডানা।

কিন্তু এই স্বপ্নগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে যখন বাস্তবতার মুখোমুখি হয় সিংহভাগ সরকারি বিদ্যালয়।

সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সরকারি বিদ্যালয় অভিভাবকদের সেই কাঙ্ক্ষিত ইংরেজি শিক্ষা দিতে পিছিয়ে পড়ে। সীমিত সম্পদ, অপর্যাপ্ত শিক্ষক, পাঠ্যক্রমের কাঠামো থেকে মুখস্থের বোঝা- সব মিলিয়ে প্রতিবন্ধকতার বিরাট বেড়া। যার ফলে পিছিয়ে পড়ে হাজার প্রতিভা। অসহায় অভিভাবকরা হয়ে ওঠেন সংশয়ী। ব্যয়বহুল বেসরকারি বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে স্বপ্নটুকু বাঁচাবেন নাকি সন্তানের চোখের তারায় ক্রমশ ফিকে হতে দেখবেন অসীম সম্ভাবনার দীপ্তি? এ যেন শিক্ষা ব্যবস্থার অজান্তে সৃষ্ট অদৃশ্য এক প্রাচীর যা সমতার বদলে অসমতাকে নিবিড় করে তোলে।

বর্তমান ভারতে ইংরেজি আর কেবলমাত্র উপনিবেশিক রেশ নয়, বরং সুযোগের ভাষা, উন্নত অধ্যয়নের প্রবেশদ্বার, উচ্চশিক্ষা, কর্মক্ষেত্র তথা বিশ্বজগতের সঙ্গে যোগের সেতু। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এই আলো থেকে বঞ্চিত করে রাখা কেবল অ্যাকাডেমিক অবক্ষয় নয়। বরং একপ্রকার সামাজিক অবিচারও বটে।

মাতৃভাষার কোমল স্পর্শে নিজের ভিত্তি দৃঢ় করা থেকে উচ্চমানের ব্যবহারিক ও প্রযোজ্য ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ তো আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখা শিশুর অধিকার। এদের এই সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা অস্বীকার করার উপায় আছে কি? কিন্তু ঘাটতি থেকে যায় সেই দায়বদ্ধতায়। অভাব থাকে কর্তব্যের। রাষ্ট্রের পাশাপাশি সমাজের, পরিবারের সেই দায় অস্বীকার করার জো নেই। সেই খামতিটাই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে উঠছে।

(লেখক কোচবিহারের টাকোয়ামারি হাইস্কুলের শিক্ষক)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪১

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। উৎসব বা পরবের দিন ৩। চম্পট, পলায়ন, পৃষ্ঠপ্রদর্শন ৪। দিনমান, দিবাভাগ, দিন ও রাত্রি, দিন ৫। জাদুর মন্ত্রতন্ত্র ৭। বড় ও মোটা দড়ি ১০। দুর্বল, পরাস্ত, জব্দ, বশীভূত ১২। প্রতারক, ধাপ্পাবাজ ১৪। গম ১৫। পদ্ম ১৬। নাগরা ও পাম্প শু'র মাঝামাঝি আকারের জুতোবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। পাঁপড়, ক্ষেতপাপড়া নামক ঔষধিবিশেষ ২। তত্ত্ব, সন্ধান, খোঁজ ৩। পিসি বা পিসশাশুড়ির সন্তান এমন ৬। নির্ঘণ্ট, ফর্দ ৮। কৃষ্ণসখা শ্রীদাম-এর নামের বিকৃত রূপ ৯। বেশভূষা পরিধান ও তার পরিপাট্য ১১। অত্যন্ত বেদনাদায়ক হৃদয়বিদারক ১৩। সময়, যুগ, কাল, রাজত্বকাল।

সমাধান ■ ৪২৪০

পাশাপাশি : ২। তথাগত ৫। টনক ৬। কাজপাগল ৮। মোতি ৯। বার ১১। জহরব্রত ১৩। ইন্দিরা ১৪। আতিপতি।

উপর-নীচ : ১। কাটখোট্টা ২। তক ৩। গরজ ৪। আলাল ৬। কাতি ৭। পাচার ৮। মোহর ৯। বাত ১০। মিজোরাম ১১। জহিন ১২। ব্রততি ১৩। ইতি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

হার মেসিহীন আর্জেন্টিনারও

হেরে বল বয়দের নিয়ে ক্ষুব্ধ ব্রাজিল

এল অলতো ও গুয়ায়াকিল, ১০ সেপ্টেম্বর : একই দিনে হার ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার। এমনই ঘটনাবহুল ম্যাচ দিয়ে শেষ হল ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকার যোগ্যতা অর্জন পর্ব। ঘরের মাঠে বলিভিয়া ১-০ গোলে হারাল ব্রাজিলকে। অন্যদিকে, আর্জেন্টিনাও একই ব্যবধানে অ্যাওয়ে ম্যাচে হেরেছে ইকুয়েডরের কাছে।

বিশ্বকাপের ছাড়পত্র ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছিল ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা। ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার রাস্তায় হেঁটে দুই দলেরই কোচ দল নামিয়েছিলেন প্রথম একাদশের একাধিক তারকাকে বাদ দিয়ে।

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে

ইকুয়েডর ১-০ আর্জেন্টিনা
বলিভিয়া ১-০ ব্রাজিল
চিলি ০-০ উরুগুয়ে
ভেনেজুয়েলা ৩-৬ কলম্বিয়া

বলিভিয়ার এল অলতো বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উচ্চতায় থাকা স্টেডিয়ামগুলির মধ্যে অন্যতম। ৪০০০ মিটার উচ্চতায় নিঃশ্বাসের সমস্যায় ফুটবল খেলা আরও কঠিন হয়ে যায়। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ব্রাজিল প্রথম থেকেই ছন্নছাড়া ফুটবল খেলছে।

নিটফল কার্লো আন্সেলোত্তি জামানায় ব্রাজিলের প্রথম হার। হেরে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে ৫ নম্বরে শেষ করল ব্রাজিল। যা ২০০২ সালের পর তাদের সবচেয়ে খারাপ পারফরমেন্স।

প্রথমার্ধের শেষের দিকে ব্রাজিলের ব্রুনো গুমাইরেস বক্সের মধ্যে ফেলে দেন বলিভিয়ার রবের্তো ফার্নান্ডেজকে। ভিএআর পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দিলে বলিভিয়ার মিগুয়েল তেরসেরোস স্পট কিক থেকে গোল করেন।

ম্যাচ হেরে রেফারি এমনকি বল বয় এবং বলিভিয়ার পুলিশের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবল প্রেসিডেন্ট সমির সাউদ। বলেছেন, ‘আমরা এখানে ফুটবল খেলতে এসেছিলাম। তবে যে ব্যবহার পেয়েছি তা সম্পূর্ণ ফুটবল বিরোধী। ৪০০০ মিটার উচ্চতায়ও আমাদের রেফারি, বল বয় এবং পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। আশা করছি কনমেবল যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।’

সাউদ এবং আন্সেলোত্তির অভিযোগ, বল বয়রা সময় নষ্ট করেছে এবং ব্রাজিলের আক্রমণের সময় মাঠে বল ফেলে খেলা থামানোর চেষ্টা করেছে। বিরতির পর আন্সেলোত্তি এই নিয়ে রেফারির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন।

অন্যদিকে, আর্জেন্টিনা চাপে পড়ে যায় ৩১ মিনিটেই অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার নিকোলাস ওটামেন্ডি লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যাওয়ায়। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে ইনার ভ্যালেন্সিয়ার পেনাল্টি থেকে এগিয়ে দেন ইকুয়েডরকে। তাদের মোয়েস কাইসেডোও লাল কার্ড দেখেন ৫০ মিনিটে। তারপরই কিছুটা খেলায় ফেরে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনির মন্তব্য, ‘আমরা গোল করতে পারিনি বা গোলের সুযোগও তেমন তৈরি করিনি। তবে ইতিবাচক দিক হল দল চেষ্টা করেছে নিজেদের মতো করে।’

বলিভিয়ার বিরুদ্ধে হারের হতাশায় মাঠেই শুয়ে পড়েছেন ব্রাজিলের রিচার্লিসন।

রোনাল্ডোর নজির

আবেগ না থাকলে গিলে খেত ফুটবল দুনিয়া : এমবাপে

বুদাপেস্ট, প্যারিস ও বেলগ্রেড, ১০ সেপ্টেম্বর : কথায় আছে পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে। ৪০ বছর বয়সেও এই কথার প্রমাণ রোজই দিয়ে চলেছেন পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। মঙ্গলবার রাতে বিশ্বকাপের ইউরোপিয়ান যোগ্যতা অর্জন পর্বে পর্তুগাল ৩-২ গোলে হারাল হাঙ্গেরিকে।

জিতে উঠে সামাজিক মাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) রোনাল্ডো লিখেছেন, ‘দুই ম্যাচে দুই জয়। এগিয়ে চলো পর্তুগাল।’ একই সঙ্গে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে গোলসংখ্যার নিরিখে এক নম্বরে থাকা গুয়াতেমালার কার্লোস রুইজকে (৩৯ গোল) ছুঁয়ে ফেললেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

যদিও ম্যাচটা মোটেই সহজ ছিল না পর্তুগিজদের কাছে। ম্যাচের ২১ মিনিটেই বার্নাবাস ভারগাসের গোলে এগিয়ে যায় হাঙ্গেরি। ৩৬ মিনিটে সমতা ফেরান পর্তুগালের বার্নার্ডো সিলভা। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে রোনাল্ডো ২-১ করেন। আবার ৮৪ মিনিটে ভার্গাসের গোলে সমতা ফেরায় হাঙ্গেরি। তবে নাটক তখনও শেষ হয়নি। শেষপর্যন্ত ম্যাচ শেষের ৪ মিনিট আগে পর্তুগালের জয় নিশ্চিত করেন জোয়াও ক্যানসেলো।

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে

ফ্রান্স ২-১ আইসল্যান্ড
হাঙ্গেরি ২-৩ পর্তুগাল
সার্বিয়া ০-৫ ইংল্যান্ড

অন্যদিকে, ঘরের মাঠে ফ্রান্স শেষ ২২ মিনিট ১০ জনে খেলেও ২-১ গোলে জিতেছে আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে। গোল করেন কিলিয়ান এমবাপে ও ব্র্যাডলি বারকোলা। আইসল্যান্ডের একমাত্র গোল আন্দ্রেই গুজনসেনের। পেনাল্টি থেকে বল জালে জড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্সের হয়ে গোলসংখ্যার দিক থেকে থিয়েরি অরিকে পেছনে ফেলে দিলেন এমবাপে (৫২ গোল)। আর ৫টি গোল করলেই এমবাপে ছুঁয়ে ফেলবেন এক নম্বরে থাকা অলিভার জিরুকে।

ম্যাচের পরে ফ্রান্সের ক্রীড়াপত্রিকা লেকিপকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমবাপে জানিয়েছেন, নিজের সন্তান ফুটবলার হোক তিনি চান না। নেপথ্যে ফুটবলারদের ওপর থাকা অসম্ভব মানসিক চাপ। রিয়াল মাদ্রিদ তারকার মন্তব্য, ‘আমি বলি যাঁরা শুধুমাত্র খেলা দেখতে আসেন তাঁরা ভাগ্যবান। তাঁরা জানেন না পর্দার পেছনে কী চলছে। সত্যি বলতে খেলার প্রতি আবেগ না থাকলে এতদিনে ফুটবল দুনিয়া আমায় গিলে খেত।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘এমন ফুটবল দুনিয়াতেই আমরা বাস করি এবং এটা বদলানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই আমি কখনও নিজের সন্তানকে ফুটবলার হওয়ার পরামর্শ দেব না।’

অন্যদিকে, সার্বিয়াকে তাদের ঘরের মাঠে ০-৫ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড। ৩৩ মিনিটে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেন হ্যারি কেন। তারপর শুরু হয় গোলের বন্যা। একে একে গোল করেন নোনি মাদুয়েকে, এজরি কনসা, মার্ক গুয়েহি এবং মার্কাস র‍্যাশফোর্ড।

পেনাল্টি থেকে গোল করে উচ্ছ্বসিত ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন সার্বিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের দুই গোলস্কোরার মার্ক গুয়েহি ও হ্যারি কেন।

এশিয়া কাপের মান নিয়ে প্রশ্ন অশ্বীনের

বাংলাদেশকে কটাক্ষ, চান দক্ষিণ আফ্রিকা খেলুক!

চেন্নাই, ১০ সেপ্টেম্বর : মহাদেশীয় ক্রিকেটে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের টক্কর।

যদিও সেই এশিয়া কাপকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। উলটে এশিয়া কাপের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। বাংলাদেশের মতো দলগুলির ক্রিকেটীয় দক্ষতা, ক্ষমতা নিয়ে কটাক্ষের সুর। দাবি, ভারতের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা নেই বাংলাদেশের মতো দলগুলির।

মঙ্গলবার আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্টের শুরু হয়েছে। বুধবার ভারত তাদের অভিযান শুরু করেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার মতো টেস্ট খেলিয়ে দেশও রয়েছে মহাদেশীয় ক্রিকেট দ্বৈরথে। যদিও অশ্বীনের চোখে গুরুত্বহীন টুর্নামেন্ট।

এশিয়া কাপে আজ

বাংলাদেশ বনাম হংকং

সময় : রাত ৮টা, **স্থান :** আবু ধাবি
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে টুর্নামেন্ট নিয়ে অশ্বীনের চাঁছাছোলা পর্যবেক্ষণ, ‘বাংলাদেশ দলকে নিয়ে কিছু বলতে চাই না। কারণ, ওদের নিয়ে এখানে কথা বলার কিছু নেই। এসব দলের পক্ষে ভারতের বিরুদ্ধে আদৌ কি লড়াই করা সম্ভব?’

অশ্বীনের পরামর্শ এশিয়া কাপের বদলে অ্যাফ্রো-এশিয়া কাপ আয়োজন করলে লাভবান হবে ক্রিকেট। এরফলে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দল সেই প্রতিযোগিতায় খেলতে পারবে। টুর্নামেন্টের মান, গুরুত্ব অনেকাংশে বাড়বে। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট দেখার সুযোগ মিলবে। নাহলে এই মুহূর্তে এশিয়া কাপ যেভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তার সঙ্গে ভারতীয় ‘এ’ দলকে যুক্ত করা হোক। তাহলেও টুর্নামেন্টের আকর্ষণ বাড়বে কিছুটা হলেও।

সাম্প্রতিক-অতীতে আফগানিস্তান প্রভূত উন্নতি করেছে। বিশেষ করে সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে। উদ্বোধনী ম্যাচে মঙ্গলবার হংকংকে হারিয়ে দারুণভাবে শুরুও করেছে তারা। তবে ভারতের পাশে রশিদ খানের দলকে রাখতে নারাজ অশ্বীন। রাখঢাক না করেই সাফ কথা, সূর্যকুমার যাদব ব্রিগেডকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাতে পারবে না টিম আফগান।

আফগানিস্তানের বোলিং শক্তিকে সমীহ করছেন অশ্বীন। কিন্তু রশিদদের ব্যাটিং ক্ষমতার ওপর একেবারেই আস্থা নেই। ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, ভারত যদি মেরেকেটে ১৭০-৮০ রানও করে, সেটাও তাড়া করা কার্যত অসম্ভব আফগানিস্তানের ব্যাটারদের পক্ষে। মজার কথা, ভারত হট ফেভারিট হলেও অশ্বীন চান জিতুক অন্য কোনও দেশ। তাহলেই একমাত্র কিছুটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে এশিয়ার ক্রিকেট যুদ্ধ।

ভারতকে হারানোর রাস্তাও বাতলে দিলেন। অশ্বীন বলেছেন, ‘ভারতকে ১৫৫ রানের মধ্যে আটকে রাখতে হবে। ভারত-বধের এটাই একমাত্র পথ। টি২০ ফরম্যাটে সবকিছুই ঘটতে পারে। যদিও আমার ধারণা, চলতি এশিয়া কাপে একপেশে দাপট দেখাবে ভারত।’

হংকংয়ের বিরুদ্ধে নামার আগে আলোচনায় মুস্তাফিজুর রহমান ও শরিফুল ইসলাম।

ভারত-পাক ম্যাচ বাতিলের দাবিতে মামলা

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ শুরু হয়ে গিয়েছে। খেতাব ধরে রাখার অভিযানে নেমে পড়েছে সূর্যকুমার যাদবের ভারতও। সঙ্গে আগামী রবিবারের ভারত-পাক মহারণের কাউন্টডাউনও শুরু হয়ে গিয়েছে।

এমন অবস্থায় আজ প্রশ্ন উঠেছে, রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে নির্ধারিত থাকা ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ হবে তো? সৌজন্যে পুনের সমাজকর্মী কেতন তিরোকদার। তিনি আজ দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ভারত-পাক মহারণ বাতিলের দাবিতে মামলা করেছেন। তাঁর দাবি, পহলগাম কাণ্ড ও ২৬ জনের মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনার পর প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচ হলে সেটা ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী হবে। সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা। যার মধ্যে রয়েছে মর্যাদা ও শান্তির মধ্যে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাঁচার বিষয়। সমাজকর্মী কেতনের মনে হয়েছে, রবিবার দুবাইয়ে ভারত বনাম পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচ হলে দেশের সাধারণ নাগরিকদের শান্তি বিঘ্নিত হবে। একইসঙ্গে মর্যাদাও নষ্ট হবে। পহলগামে যাঁরা মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি অসম্মানও করা হবে। সুপ্রিমকোর্ট আদৌ এই মামলা শুনবে কিনা, মামলা কোর্টে উঠলে কবে তার শুনানি হবে- রাত পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

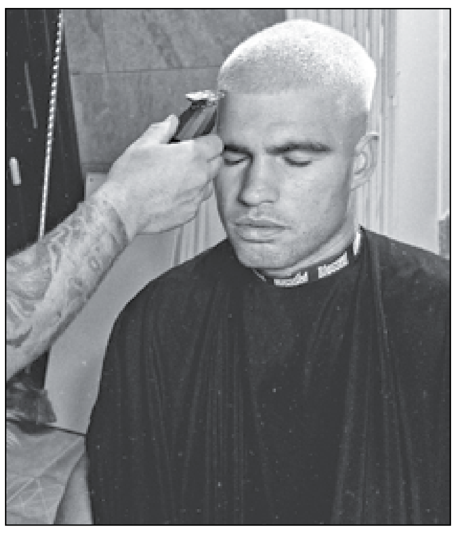

ইউএস ওপেন জিতে নতুন ব্লন্ড লুকে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

টি২০ ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে অভিষেক

দুবাই, ১০ সেপ্টেম্বর : সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর ঠিক আগে বাড়তি অক্সিজেন অভিষেক শর্মার জন্য। আইসিসি টি২০ ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন তরুণ ভারতীয় ওপেনার। ৮২৯ পয়েন্ট নিয়ে সবার আগে অভিষেক। দ্বিতীয় স্থানে সতীর্থ তিলক ভার্মা (৮০৪)। সেরা দশে তৃতীয় ভারতীয় ব্যাটার অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

এশিয়া কাপের মূল দলে সুযোগ না পাওয়া যশস্বী জয়সওয়াল এক ধাপ পিছিয়ে একাদশ স্থানে। অভিষেক-তিলকের ঠিক পিছনে দুই ইংল্যান্ড তারকা। তিনে ফিল সল্ট (৭৯১ পয়েন্ট)। চারে জস বাটলার (৭৭২)। সেরা পাঁচে জায়গা আছেন অস্ট্রেলিয়ার বিস্ফোরক ব্যাটার ট্রাভিস হেড।

টি২০-র বোলিং ক্রমতালিকায় রবি বিষ্ণোই ও অর্শদীপ সিং একধাপ এগিয়ে সেরা দশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন। ভারতীয় দলে নিয়মিত না হলেও লেগস্পিনার বিষ্ণোয় ষষ্ঠ স্থানে। অর্শদীপ দশ নম্বরে। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সেরা র‍্যাংকিংয়ে বরুণ চক্রবর্তী (চতুর্থ)। শীর্ষে নিউজিল্যান্ডের জেকব ডাফি (৭১৭ পয়েন্ট)। ঠিক পিছনে ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ।

চারে বরুণ, দশে অর্শদীপ

অপরদিকে, অলরাউন্ড তালিকায় শীর্ষস্থানে হার্দিক পান্ডিয়া। সেরা পাঁচে মহম্মদ নবি (২, আফগানিস্তান), সিকান্দার রাজা (৪, জিম্বাবোয়ে), রোস্টন চেজদের (৫, ওয়েস্ট ইন্ডিজ) সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছেন নেপালের দীপেন্দ্র সিং আইরে (৩)।

ওডিআই ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে অবশ্য কোনও হেরফের ঘটেনি। সেরা দুইয়ে যথাক্রমে শুভমান গিল ও রোহিত শর্মা। চার নম্বরে বিরাট কোহলি। চতুর্থ ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে সেরা দশে আছেন শ্রেয়স আইয়ারও (৮)। ওডিআই বোলারদের মধ্যে এক ধাপ পিছিয়ে চতুর্থ স্থানে কুলদীপ যাদব। রবীন্দ্র জাদেজা ১০ নম্বরে।

আবারও ব্যর্থ সিন্ধু, এগোলেন লক্ষ্য, প্রণয়রা

হংকং, ১০ সেপ্টেম্বর : ফের হতাশ করলেন পিভি সিন্ধু। হংকং ওপেনে ভারতের আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখলেন লক্ষ্য সেন, এইচএস প্রণয়, কিরণ জর্জরা।

ডেনমার্কের লিন ক্রিস্টোফারসেনের কাছে হেরে হংকং ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন সিন্ধু। মুখোমুখি সাক্ষাতে ড্যানিশ শাটলারের বিরুদ্ধে এর আগে একবারও হারেননি। ফলে ধারেভারে এগিয়ে থেকেই কোর্টে নেমেছিলেন সিন্ধু। তবে এদিন প্রথম গেমের পর আর ছন্দে পাওয়া যায়নি তাঁকে। একের পর এক ভুল করতে থাকেন। শেষমেশ ক্রিস্টোফারসেনের কাছে ১৫-২১, ২১-১৬, ২১-১৯ পয়েন্টে পরাস্ত হন হায়দরাবাদি শাটলার।

সিন্ধু বিদায় নিলেও সহজ জয়ের সুবাদে প্রতিযোগিতার পুরুষ সিঙ্গলসে শেষ ষোলোর ছাড়পত্র আদায় করে নিলেন প্রণয়, লক্ষ্যরা। মাত্র ৪৪ মিনিটে বিশ্বের ১৪ নম্বর চিনের লু গিয়াং জু-কে হারালেন প্রণয়। ম্যাচের ফল ২১-১৭, ২১-১৪। অন্যদিকে, তাইওয়ানের ওয়াং জু উইকে ২২-২০, ১৬-২১, ২১-১৫ পয়েন্টে পরাস্ত করলেন লক্ষ্য। ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে হংকং ওপেনের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছেন দুই ভারতীয়। সহজ জয়ে প্রি-কোয়ার্টারের টিকিট পাকা করেছেন কিরণও। সিঙ্গাপুরের জেসন তেহকে ২১-১৬, ২১-১১ পয়েন্টে হারান কিরণ।

পৃথ্বীর ১০০ টাকা জরিমানা

মুম্বই, ১০ সেপ্টেম্বর : জরিমানার কবলে পৃথ্বী শ। তাঁর বিরুদ্ধে শারীরিক নির্যাতনের মামলা চলছে। যিনি পৃথ্বীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, তাঁর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পৃথ্বীকে। কিন্তু সেই নির্দেশ মানেননি তিনি। তাই আজ মুম্বইয়ের একটি আদালত ১০০ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় দলের বাইরে থাকা ক্রিকেটার পৃথ্বীকে। সঙ্গে আদালতে হাজিরার জন্য পৃথ্বীকে আরও একটি দিনও দেওয়া হয়েছে।

৩৫ লক্ষের কলা দুর্নীতি

নোটিশ বোর্ড ও উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট সংস্থাকে

দেরাদুন, ১০ সেপ্টেম্বর : কলা কেনার খরচ ৩৫ লক্ষ! আর সেই ৩৫ লক্ষের কলা কিনে ভারতীয় ক্রিকেটে হইচই ফেলে দিয়েছে উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট সংস্থা। যার ফলে আদালতের নোটিশ পৌঁছে গিয়েছে উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট সংস্থার পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছেও। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে বিসিসিআইকেও। আর্থিক দুর্নীতির এমন ঘটনা ভারতীয় ক্রিকেটে নজিরবিহীন। অথচ সেটাই করে দেখিয়েছে উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট সংস্থা।

ক্রিকেটের উন্নতির পাশে পরিকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি বছরই বিসিসিআইয়ের তরফে দেশের সব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে অনুদান দেওয়া হয়। উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট সংস্থাও সেই অনুদান পায়। পাশাপাশি বার্ষিক সাধারণ সভার আসরে সারা বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাবও পেশ করতে হয়। সমস্যা সেখানেই। সম্প্রতি দেরাদুনের বাসিন্দা সঞ্জয় রাওয়াত সেখানকার আদালতে উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট সংস্থার দূর্নীতি নিয়ে একটি মামলা করেছিলেন। সেখানেই উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট সংস্থার অন্দরের নজিরবিহীন দুর্নীতির বিষয়টি সামনে আসে। জানা গিয়েছে, বিচারপতি মনোজকুমার তিওয়ারির ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি ছিল। সেখানেই উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট সংস্থার ৩৫ লক্ষ টাকার কলা দুর্নীতি সামনে আসে। মামলাকারীর অভিযোগ, ক্রিকেটের উন্নতির খাতে খরচ না করে উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট সংস্থার তরফে ৩৫ লক্ষ টাকার কলা কেনা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অক্রিকেটীয় নানা কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে। মামলাকারীর অভিযোগ মূলত উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট সংস্থার শীর্ষকর্তাদের দিকে। তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

কলা কাণ্ড

- দেরাদুনের বাসিন্দা সঞ্জয় রাওয়াত আদালতে উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট সংস্থার দুর্নীতি নিয়ে মামলা করেন।
- মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি মনোজ কুমার তিওয়ারির ডিভিশন বেঞ্চে।
- মামলাকারীর অভিযোগ, উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট সংস্থা ৩৫ লক্ষ টাকার কলা কিনেছে।
- ক্রিকেটের উন্নতিতে নয়, অক্রিকেটীয় কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে বলে অভিযোগ।

হংকংকে হারিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরুর পর উচ্ছ্বাস আফগানিস্তানের অধিনায়ক রশিদ খানের।

আরও সাফল্যের প্রতিশ্রুতি রশিদের

আবুধাবি, ১০ সেপ্টেম্বর : অনায়াস জয় দিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে আফগানিস্তান। গতকাল রাতে হংকংকে ৯৪ রানে উড়িয়ে দিয়েছে তারা। ব্যাটে-বলে দল হিসেবে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছেন আফগানরা। অনায়াস জয়ের পর মধ্যরাতের সাংবাদিক সম্মেলনে আফগানিস্তান অধিনায়ক রশিদ খান তাঁর সতীর্থদের প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়ার পাশে দল হিসেবে আরও সাফল্যের পথে এগিয়ে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রশিদের কথায়, ‘এশিয়া কাপের শুরুটা দারুণ হয়েছে আমাদের। দল হিসেবে মাঠে পারফর্ম করেছি আমরা। এবার সামনে এগিয়ে চলার পালা।’ ব্যাটাররা শুরুতে ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিয়েছেন। পরে বোলাররা হংকংকে চাপে ফেলে অনায়াসে জিতে নিয়েছেন ম্যাচ। রশিদের কথায়, ‘সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মাঠে স্পিনাররা সবসময় বাড়তি সুবিধা পায়। হংকং ম্যাচেও সেটাই হয়েছে। আমরা দল হিসেবে খেলেছি। এবার সেই ধারা বজায় রাখতে হবে আমাদের।’

‘সবার শরীরের গঠন একরকম হয় না’

ব্রঙ্কো টেস্ট নির্বাচনের মাপকাঠি নয় : সানি

মুম্বই, ১০ সেপ্টেম্বর : ইয়ো ইয়োর পর এবার ব্রঙ্কো টেস্ট।

গৌতম গম্ভীর জমানায় ক্রিকেটারদের নতুন শারীরিক যে মাপকাঠির পরীক্ষা নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টকে সাবধান করছেন সুনীল গাভাসকার। ফিটনেস জরুরি। কিন্তু ক্রিকেটে সাফল্যের শেষ কথা টেকনিক, দক্ষতা, খেলার তাগিদ। বরাবরই যা মেনে এসেছেন। ইয়ো ইয়ো টেস্ট চালুর সময়ও ফিটনেসের কড়াকড়ি নিয়েও সোচ্চার হয়েছেন।

ব্রঙ্কো টেস্টের আগমনেও সেই সুর গাভাসকারের গলায়। কিংবদন্তির যুক্তি, দল নির্বাচনে এই ধরনের পরীক্ষা কখনও মাপকাঠি হতে পারে না। জাতীয় দলে কে জায়গা পাবে, তার মূল শর্ত হওয়া উচিত পারফরমেন্স। গাভাসকারের যুক্তি, নতুন ব্রঙ্কো টেস্ট সব খেলোয়াড়ের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার কড়াকড়িতে হিতে বিপরীত হবে। গাভাসকারের মতে, ক্রিকেটারদের ভূমিকা অনুযায়ী শক্তির হেরফের ঘটে। একজন উইকেটকিপারকে সারাক্ষণ সক্রিয় থাকতে হয়। স্পিনাররা লম্বা স্পেল করে। পেসারদের প্রয়োজন অতিরিক্ত শক্তি। ব্যাটারদের কাজ আবার লম্বা সময় ক্রিজে কাটানোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা। ফলে সবার শরীরের ওপর সমান চাপ পড়ে না। টিম ম্যানেজমেন্ট, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কর্তাদের যা মাথায় রাখা উচিত।

> ক্রিকেটারদের ভূমিকা অনুযায়ী শক্তির হেরফের ঘটে। একজন উইকেটকিপারকে সারাক্ষণ সক্রিয় থাকতে হয়। স্পিনাররা লম্বা স্পেল করে। পেসারদের প্রয়োজন অতিরিক্ত শক্তি।
>
> **সুনীল গাভাসকার**

গাভাসকারের যুক্তি, ক্রিকেটারদের ফিটনেস কোন পর্যায়ে রয়েছে, আরও উন্নতি করতে হলে কী কী প্রয়োজন, সেসব নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চলতেই পারে। সেক্ষেত্রে নতুন টেস্ট ঠিক আছে। কিন্তু কোনওভাবে তা দল নির্বাচনের মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়। কারণ সবার শারীরিক গঠনে সবার নিজস্বতা রয়েছে। যা এড়িয়ে গেলে ভুল হবে।

টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম দশ হাজার রানের মালিক গাভাসকারের মতে, কত সময়ে কে কত কিলোমিটার দৌড়াল, এগুলো দিয়ে ক্রিকেটারদের বিচার করা অযৌক্তিক। দেশের হয়ে খেলার জন্য খেলোয়াড়রা মানসিকভাবে কতটা প্রস্তুত, তাদের পারফরমেন্স কী, দল নির্বাচনে যা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

বরুণ-কুলদীপের স্পিনে বেলাইন আমিরশাহি

টস দুর্ভাগ্যে ইতি টানলেন সূর্য ■ সহজ জয়ে এশিয়া কাপ শুরু ভারতের

সংযুক্ত আরব আমিরশাহি-৫৭
ভারত-৬০/১ (৪.৩ ওভারে)

৪ উইকেট নিয়ে অক্ষর প্যাটেলের কোলে উঠে পড়েছেন কুলদীপ যাদব (বাঁয়ে)। ৩ উইকেট নেওয়া শিবম দুবেকে অভিনন্দন হার্দিক পান্ডিয়াদের।

দুবাই, ১০ সেপ্টেম্বর : আনপ্রেডিক্টেবল!

গৌতম গম্ভীর কী করতে চলেছেন, তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে অনুমান করা মুশকিল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে আজ ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে সেই চমক অব্যাহত।

গতকাল প্র্যাকটিসেও পরিষ্কার ইঙ্গিত ছিল, জিতেশ শর্মা উইকেটকিপার-ব্যাটারের দায়িত্ব সামলাবেন। সঞ্জু স্যামসন রিজার্ভ বেঞ্চে। বাকিরা চুটিয়ে অনুশীলন করলেও তাই সঞ্জুকে সেভাবে ব্যাটিং করতে দেখা যায়নি। অথচ আজ ঘোষিত দলে সঞ্জু!

একমাত্র জেনুইন পেসার জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে খেলার সিদ্ধান্তেও অন্যরকম কিছু করে দেখানোর ভাবনা। অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানার মধ্যে কেউ নেই! বুমরাহর সঙ্গে পেস ব্রিগেডে দুই অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে। স্পিন বিভাগে কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী দুজনেই।

সবকিছু ছাপিয়ে অবশেষে টসে জয় ভারতের। তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে টানা ১৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে কয়েন যুদ্ধে হারের বিরল নজির গড়েছিলেন ভারতীয় অধিনায়করা! এদিন সেই টস দুর্ভাগ্যে ইতি সূর্যকুমার যাদবের হাত ধরে। বাকি সময়ে ব্যাটে-বলে প্রতিপক্ষকে গুড়িয়ে দেওয়া।

১৩.১ ওভারে মাত্র ৫৭ রানে আমিরশাহিকে গুটিয়ে দিয়ে একপেশে দাপটের স্ক্রিপ্ট তৈরি করে দেন কুলদীপ (৭/৪)-বরুণ (৪/১)-শিবমরা (৪/৩)। সমর্থকদের বেশিক্ষণ অপেক্ষায় রাখেননি অভিষেক শর্মা (১৬ বলে ৩০), শুভমান গিল (৯ বলে অপরাজিত ২০), সূর্যরা (অপরাজিত ৭)। প্রাক্তন সতীর্থ সিমরনজিৎ সিংকে উইনিং শটে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে মাত্র ৪.৩ ওভারে ম্যাচে ইতি টানেন শুভমান।

৯৩ বল হাতে রেখেই ৯ উইকেটে ম্যাচ সূর্যদের পকেটে! যা টি২০-তে রানতাড়া করে ভারতের দ্রুততম জয়। রবিবার পাকিস্তান মহারণের আগে ব্যাটে-বলে সলতে পাঁকিয়ে রাখা। চির প্রতিপক্ষকে বার্তাও দেওয়া।

এর আগে টসে জিতে বোলিং নিতেও দুইবার ভাবেননি সূর্য। যুক্তি, রাত যত বাড়বে, বাড়বে শিশির সমস্যা। তবে রাত বাড়ার আগেই ম্যাচ শেষ। সৌজন্যে বোলিং ব্রিগেড। আলিশান শরাফুর ইতিবাচক ব্যাটিংয়ে প্রথম তিন ওভারে হিসেব বদলে দেওয়ার ইঙ্গিত ছিল আমিরশাহির। কিন্তু চতুর্থ ওভারে নিখুঁত ইয়র্কারে শরাফুর (২২) উইকেট ছিটকে রিংটোন সেট করে দেন বুমরাহ।

বুমরাহ সাফল্যের দরজা খুলতেই আমিরশাহি ব্যাটারদের আসা-যাওয়ার প্রতিযোগিতা। পঞ্চম ওভারে বল হাতে নিয়েই উইকেটের খাতা খুলতে দেরী করেননি বরুণ। রহস্য স্পিনারের পর ‘চায়নাম্যান’ কুলদীপের জাদু। ভারতের যে স্পিন গোলক ধাঁধায় বেলাইন প্রতিপক্ষ।

২৬/০ থেকে রাতারাতি ৫০/৫! শেষপর্যন্ত ১৩.১ ওভারে ৫৭ রানে অলআউট সংযুক্ত আরব আমিরশাহি! ভারতের বিরুদ্ধে টি২০ ম্যাচে যা সর্বনিম্ন স্কোর! আগের লজ্জার রেকর্ড ছিল নিউজিল্যান্ডের (৬৬, আহমেদাবাদ, ২০২৩)

প্রত্যাবর্তন ম্যাচে ১৩টি বলে ৭ রানের বিনিময়ে কুলদীপের ঝোলায় চার শিকার! গত কয়েক সিরিজে সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে অগ্রাধিকার পাচ্ছেন বরুণ। কিছুটা নড়বড়ে কুলদীপের জায়গা। দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে দুই ভারতীয় স্পিনারের যে অদৃশ্য ‘লড়াই’ রং ছড়াচ্ছিল।

রহস্য স্পিন বনাম চায়নাম্যান-- ব্যাটাররা যার সামনে দর্শকমাত্র। কোনটা গুগলি, কোনটা স্ট্রেটার, কোনটা বাইরে বেরোবে, বুঝতেই হিমশিম হাল আমিরশাহি ব্যাটারদের। মন্দের ভালো অধিনায়ক মহম্মদ ওয়াসিমের ১৯ রানের ইনিংস। মহম্মদ জোহাব (২), রাহুল চোপরা (৩), আসিফ খান (২), হর্ষিত কৌশিক (২) ব্যর্থ ন্যূনতম প্রতিরোধে।

টেলএন্ডারদের দ্রুত গুটিয়ে দেওয়ার কাজ সারেন শিবম। ৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট চেন্নাই সুপার কিংসের পেস অলরাউন্ডারের। ওয়াসিম আক্রাম পিচ রিপোর্টে বলেন, ১৭৫-১৮০ স্কোর নিরাপদ দুবাইয়ের মাঠে। ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানাতে অন্তত ১৫০ দরকার। সেখানে শেষ ১০ রানে ৮ উইকেট খুইয়ে ৫৭ রানেই শেষ টিম আমিরশাহি।

ম্যাচের আগে শোয়েব আখতারকে বলতে শোনা যায়, এশিয়া কাপে হাসতে হাসতে জিতবে ভারত। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের তীর্যক প্রশ্ন, ভারতকে টক্কর দেওয়ার মতো এশিয়া কাপে দল কোথায়? কুলদীপদের আস্ফালনে তারই ইঙ্গিত। সঙ্গী প্রাপ্তি সঞ্জুর সপ্রতিভ উইকেটকিপিং। দুরন্ত ক্যাচের সঙ্গে শরীর ছুড়ে দিয়ে রান বাঁচানো, গম্ভীরদের আস্থা জোগানোর পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে নিলেন।

নেপালে আটক সঞ্চালিকা উপাসনা

সামাজিকমাধ্যমে এই ভিডিও পোস্ট করে সাহায্যে আর্জি জানালেন উপাসনা গিল।

কাঠমাণ্ডু, ১০ সেপ্টেম্বর : ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভের চাপে মঙ্গলবারই ইস্তফা দেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। তারপর থেকেই বিক্ষোভ হিংসাত্মক রূপ নিয়েছে। এরই মাঝে নেপালে ভলিবল লিগ সঞ্চালনা করতে গিয়ে আটকে গিয়েছেন ভারতীয় তরুণী উপসনা গিল। সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও বার্তায় তিনি সাহায্য প্রার্থনা করেছেন ভারতীয় দূতাবাসের কাছে।

দিল্লির বাসিন্দা উপাসনা পেশায় সঞ্চালিকা। উপাসনা যে হোটেলে ছিলেন সেই হোটেলে হামলা চালায় বিদ্রোহীরা। সেখান থেকে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে বাঁচেন তারা। ভিডিওতে উপাসনা বলেছেন, ‘আমার নাম উপাসনা গিল। প্রফুল্ল প্যাটেলকে আমি এই ভিডিও পাঠাচ্ছি। আমাদের সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছি ভারতীয় দূতাবাসের কাছে। কেউ সাহায্য করতে পারলে করুন দয়া করে। আমি পোখরাতে আটকে আছি।’

যখন হোটেলে হমলা করা হয় তখন উপাসনারা হোটেলের স্পাতে ছিলেন। সেখান থেকেই তারা পালিয়ে বাঁচেন। উপাসনার মন্তব্য, ‘ভলিবল লিগ সঞ্চালনা করতে আমি এখানে এসেছিলাম। যে হোটেলে আমি ছিলাম তা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে গিয়েছে।’

উপাসনার ভিডিওতে উঠে এসেছে নেপালের ভয়ঙ্কর ছবি। তিনি আরও বলেছেন, ‘ভয়ানক অবস্থা। রাস্তাঘাটেও আগুন জ্বলছে। ওরা পর্যটকদেরও রেহাই দিচ্ছে না। আপনি এখানে ঘুরতে এসেছেন নাকি কাজে তাতে কারও কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। কোনওরকম দ্বিধা ছাড়াই ওরা সমস্তকিছু জ্বালিয়ে দিচ্ছে।’

সাহায্যের আবেদন জানিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন উপসনা। তাঁর কাতর আবেদন, ‘আমি জানি না কতক্ষণ অন্য আর একটি হোটেলে নিরাপদ থাকতে পারবো। আমি ভারতীয় দূতাবাসের কাছে আবেদন জানাচ্ছি আমাদের উদ্ধার করার জন্য। এখানে আরও অনেকেই আটকে রয়েছেন। হাতজোড় করে বলছি আমাদের বাঁচান।’

ডেওয়াল্ড ব্রেভিস

কেশব মহারাজ

সৌরভের দলে ব্রেভিস, মহারাজ, লুঙ্গি

জোহানেসবার্গ, ১০ সেপ্টেম্বর : আন্দ্রে রাসেলকে আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন। এবার নিলামের আসর থেকে ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, কেশব মহারাজ, লুঙ্গি এনগিডিদেরও দলে নিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগ। রামধনুর দেশে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলের কোচ হিসেবে অভিষেক হতে চলেছে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের। তার আগে গতকাল রাতে হয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগের নিলাম। সেখানে ক্রিকেট দুনিয়ার নজর ছিল মহারাজের দিকে। নিলামের টেবিলে মহারাজ ব্রেভিসকে দলে নেওয়ার জন্য অল আউট গিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিভাবান অলরাউন্ডার ব্রেভিসকে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ র‍্যান্ড, মুদ্রায় প্রায় ৮ কোটি ৩১ লাখ টাকার বিনিময়ে দলে নিয়েছেন। ব্রেভিসের মতো অলরাউন্ডারকে তাঁর দলে নেওয়ার পর তৃপ্ত সৌরভ বলেছেন, ‘ব্রেভিস দুর্দান্ত প্রতিভা। আশা করব ও দারুণ পারফর্ম করবে। শেষ কয়েক বছরে ক্রিকেটার হিসেবে বিশাল উন্নতি করেছে ও। এবার ব্রেভিসের এগিয়ে চলার পালা।’ রেকর্ড অর্থ দিয়ে ব্রেভিসকে দলে নেওয়া প্রসঙ্গে মহারাজকীয় বিশ্লেষণ, ‘অর্থ দিয়ে ক্রিকেটারের মূল্যায়নের বিষয়টি আমার পছন্দ নয়। সবদিক ভেবেই আমরা ওর জন্য ঝাঁপিয়েছিলাম।’ ব্রেভিস, রাসেল, মহারাজ, লুঙ্গি ছাড়াও মহারাজের প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলে রয়েছেন শেরফানে রদারফোর্ডের মতো ক্রিকেটারও।

অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলারদের আই লিগে খেলানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : বড় ব্যবধানে জয়ের পরও হৃদয়বিদারক বিদায়!

ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের দুর্দান্ত লড়াকু মানসিকতাই এখন সম্ভবত এদেশের ফুটবলের সেরা বিজ্ঞাপন। যদিও মাত্র একদিন আগেই বিদায় নিতে হয়েছে বাছাইপর্ব থেকে। অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার স্বপ্নের সলিলসমাধি হয়েছে ব্রুনেইয়ের বিপক্ষে ৬-০ গোলে জিতেও। তবু নৌশাদ মুসা ও তাঁর ছেলেরা দেখিয়ে দিয়েছেন, স্বপ্ন দেখলে তা সফল করার জন্য নিজেদেরই লড়তে হয়। অজুহাত দিয়ে নয়, মাঠে পারফরমেন্স করে দেখানোর দায়িত্বও থাকে নিজেদেরই। স্বপ্ন হয়তো এবার সফল হল না কিন্তু সাফল্যের রাস্তা অনেকটাই চিনিয়ে দিয়ে গেলেন এই বিকাশ ইয়ামনাম, লালরিনলিয়ানা নামতে, ভিবিন মোহানন, সাহিল হরিজন, পার্থিব গগৈরা। এঁদের পারফরমেন্স দেখে অনেকেরই দাবি, এই ফুটবলারদের নিয়ে একটা দল গড়ে আই লিগে খেলানো হোক। নাহলে খোলাবাজারে ছেড়ে দিলে, বিভিন্ন ক্লাব নিয়ে এঁদের রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রেখে নষ্ট করবে। শেষপর্যন্ত ফুটবলপ্রেমীদের এই দাবি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন মানবে কি না তা নিয়ে সন্দিহান সকলেই। কারণ ফেডারেশনের এখন আর্থিক সমস্যাই সবথেকে বড় সমস্যা। বিশেষ করে নতুন বাণিজ্যিক সঙ্গী না পাওয়া পর্যন্ত এই সমস্যা চলতেই থাকবে। ফলে অর্থের জোগান যতক্ষণ না নিশ্চিত করতে পারা যাচ্ছে, ততক্ষণ নিজেদের একটা দল নামানোর ঝুঁকি কর্তারা নেবেন না। তাছাড়া ফুটবলারদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তাঁরাও কতটা আর্থিক নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবেন, প্রশ্ন সেটা নিয়েও।

ব্রুনেইকে ৬ গোলে হারানোর পর উল্লাস লালরিনলিয়ানা নামতে, মহম্মদ সানানদের।

এই মুহূর্তে ভারতের সিনিয়ার এবং এই অনূর্ধ্ব-২৩, দুই দলই দুই ভারতীয় কোচের অধীনে মনে রাখার মতো ফুটবল উপহার দিয়েছে। ফলে আরও একটা বিষয় উঠে আসছে এই পারফরমেন্স থেকে। আর তা হল স্বদেশি কোচেরাই সম্ভবত ভারতীয় ফুটবলারদের মানসিকতা, শক্তি ও সীমাবদ্ধতা বুঝে সঠিকভাবে দল পরিচালনা করতে পারেন। যা করে দেখালেন খালিদ জামিল, স্বপ্ন দেখালেন মুসা। তাই এখনই অন্তত বিদেশি কোচেদের থেকেও এই দুই কোচই যে গ্রহণযোগ্যতায় এগিয়ে থাকবেন, তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ থাকার কথা নয়। যদিও ধারাবাহিকতা দেখাতে পারলে তবেই শেষপর্যন্ত এঁদের সফল বলা যাবে।

মধ্য এশিয়ার দলের বিপক্ষে ম্যাচ

বাগানের প্রেরণা হতে পারে খালিদের ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচের ফল গোলশূন্য। তারপরেই ফুটবলারদের একদিনের ছুটি দিলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। কারণ এরপরই চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি শুরু করবেন তিনি।

গত মরশুমে প্রথম ম্যাচের পর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে আর কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ইরানে খেলতে না যাওয়ার শাস্তি হিসাবে এএফসি টুর্নামেন্ট থেকে বহিষ্কার করে তাদের। ফলে এবার এসিএল টুয়ে ভালো কিছু করতে মরিয়া সবুজ-মেরুন শিবির। অন্দরের খবর, ক্লাব ম্যানেজমেন্টও এবার কোচকে এশীয় স্তরে ভালো কিছু করা প্রয়োজন, এই রকম বার্তা দিয়ে রেখেছেন হেড কোচকে। তবে তার জন্য অবশ্য সুপার কাপ বা আইএসএল থেকে লক্ষ্য সরছে না মোহনবাগানের। বিশেষ করে মরশুমের প্রথম টুর্নামেন্ট এবং এএফসি-তে স্লট আছে বলে সুপার কাপ জিততে চায় মোলিনার দল। মরশুমের শুরুতেই ক্লাবের তরফে বলা হয়, সুপার কাপকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। কারণ প্রতিবারই দল আইএসএল লিগ-শিল্ড জিতবে, এমনটা নাও হতে পারে। তাই আগেই সুপার কাপ জিতে এএফসিতে যাওয়া নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হবে।

তবে তার আগেই অবশ্য বড় পরীক্ষা এসিএল টুয়ের প্রথম ম্যাচে আহল এফ-কের বিপক্ষে। তুর্কমেনিস্তানের এই দলটির জন্ম মোহনবাগানের ঠিক ১০০ বছর পর, ১৯৮৯ সালে। আসগাবাদের এই ক্লাব ১৯৯২ সালে প্রথমবার ওই দেশের প্রথম ডিভিশনে খেলার সুযোগ পায়। মধ্য এশিয়ার এই দেশের বিপক্ষে না খেললেও সদ্যই ভারতীয় দল কাফা নেশনস কাপে তৃতীয় হওয়ার সম্মান অর্জন করে এসেছে। ফলে সেদিক থেকে দেখতে গেলে তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে নামার আগে খালিদ জামিলের দলের সাফল্যই অনুপ্রেরণা হতে পারে মোহনবাগানের কাছে। ১৬ তারিখ এই ম্যাচে খেলতে নামার আগে মঙ্গলবার মোলিনা তাঁর ছেলেদের যাচাই করে নিলেন এফসি গোয়ার বিপক্ষে। যদিও দুই দলই সামনে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ বলেই সম্ভবত চোট-আঘাত বাঁচিয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ম্যাচ গোলশূন্য। তারই মধ্যে অবশ্য গ্রেগ স্টুয়ার্টের জায়গায় আসা রবসন রোবিনহো মাত্র ১০ মিনিটেই নজর কেড়েছেন বলে অন্দরের খবর। তবে জেমি ম্যাকলারেনের অসুস্থতা কী আলবার্তো রডরিগেজের পেশির অস্বস্তি অথবা দিমিত্রিস পেত্রাতোসের এখনও পূর্ণ ফিট না হয়ে ওঠা চিন্তায় রাখছে গোটা শিবিরকে।

তবু আহল এফকে-র বিপক্ষে ভরা যুবভারতীই ফের একবার দ্বাদশ ব্যক্তির ভূমিকা পালন করে দলকে ভালো কিছু করতে সাহায্য করবে, এই আশায় এখন মোলিনা ও তাঁর ছেলেরা।

ম্যাচ না খেলেও স্বস্তিতে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : অবনমন পর্বের প্রথম ম্যাচে দল নামাল না সাদার্ন সমিতি। স্বস্তিতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

বুধবার অবনমন পর্বে ম্যাচ ছিল মহমেডান-সাদার্ন সমিতির। প্রত্যাশামতো সাদা-কালো ফুটবলাররা নির্ধারিত সময় মাঠে নামলেও হাজির ছিলেন না সাদার্নের ফুটবলাররা। ৩০ মিনিট অপেক্ষার পর ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন রেফারি। নিয়ম অনুযায়ী এই ম্যাচের পুরো পয়েন্ট পাবে মহমেডান। যদিও সেই সিদ্ধান্ত নেবে আইএফএ-র লিগ সাব কমিটি। তবে ৩ পয়েন্ট পেয়ে গেলে অবনমনের ভ্রূকুটি অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পারবে মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর মহমেডান।

এদিকে, অবনমন পর্বের বাকি ম্যাচগুলিতেও সাদার্ন দল নামাবে কি না তা অনিশ্চিত। যদিও আইএফএ সূত্রে জানা গেল, সাদার্ন না খেললেও নিয়ম মেনে অবনমন পর্বের সব ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে।

মূল পর্বে বাংলার মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : সিকিমকে ৫-১ গোলে হারিয়ে ৩০তম জাতীয় মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নিল বাংলার মেয়েরা। প্রথমার্ধে একটি গোল করলেও বাংলার আক্রমণের সামনে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি সিকিম। হ্যাটট্রিক করেন বাংলার সুলঞ্জনা রাউল। একটি করে গোল করেন রিম্পা হালদার ও সংগীতা বাসফোর। তবে সংগীতা, সুলঞ্জনা, সাথি দেবনাথরা ইস্টবেঙ্গলের হয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে চলে যাওয়ায় এই প্রতিযোগিতার মূলপর্বে সম্ভবত তাঁদের পাবে না বাংলা।

বাংলাদেশকে কটাক্ষ, চান দক্ষিণ আফ্রিকা খেলুক!
-খবর নয়ের পাতায়

সুপার সিক্সে ভালো শুরুর খোঁজে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর : নক আউটে খেলার মতো মানসিকতা নিয়ে কলকাতা ফুটবল লিগের সুপার সিক্সে নামছে ইস্টবেঙ্গল।

আজ কলকাতা লিগে
ইস্টবেঙ্গল বনাম
ইউনাইটেড কলকাতা এসসি
সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : ইস্টবেঙ্গল মাঠ
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে থেকে ঘরোয়া লিগে গ্রুপ পর্ব শেষ করেছে লাল-হলুদ। চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। সেটাই বড় চ্যালেঞ্জ বিনো জর্জের দলের কাছে।

বৃহস্পতিবার সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচেই ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড কলকাতা এসসি। গোড়ালির চোটে এই ম্যাচে নেই সৌভিক চক্রবর্তী। চোট এতটাই গুরুতর সুপার সিক্সের বাকি দুই ম্যাচেও তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কার্ড সমস্যায় পাওয়া যাবে না গোলরক্ষক দেবজিৎ মজুমদার, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। তিন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারের অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে লাল-হলুদের সামনে বড় ধাক্কা। এই পরিস্থিতিতে ছয় ভূমিপুত্র খেলানোও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও বিনোর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘কোনও অজুহাত নয়। ৯০ মিনিট যে দল পরিশ্রম করবে, ভালো খেলবে তারাই জিতবে।’

চোট সৌভিকের

গ্রুপ পর্বের তুলনায় লড়াইটা আরও কঠিন হবে, মেনে নিচ্ছেন বিনো। বলেছেন, ‘এখন পরিস্থিতিটা প্রায় নক আউটের মতো। একটা খারাপ ফল বিপদ ডেকে আনতে পারে। যে কোনও মূল্যে প্রতিটা ম্যাচ জিততে হবে।’ অনুশীলন শুরুর আগে এই কথাগুলোই ফুটবলারদের কানে গেঁথে দিচ্ছিলেন তিনি।

সুমন দে-র হালকা চোট থাকায় এই ম্যাচে রক্ষণে প্রভাত লাকড়া, মনোতোষ চাকলাদারের সঙ্গে দুই সাইডব্যাকে খেলতে পারেন জোসেফ জাস্টিন ও বিক্রম প্রধান। মাঝমাঠে নসিব রহমানের সঙ্গী তন্ময় দাস। দুই প্রান্তে আমন সিকে ও শ্যামল বেসরা একরকম নিশ্চিত। সামনে ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে রেখে গত ম্যাচের মতোই পিভি বিষ্ণুকে হয়তো একটু পিছন থেকে খেলাবেন বিনো। এডমুন্ড লালরিন্ডিকা, ভানলালপেকা গুইতেরা হয়তো পরিবর্ত হিসাবে আসবেন। চোট সারিয়ে ওঠায় অল্প কিছুক্ষণের জন্য দেখা যেতে পারে জেসিন টিকেকেও।

টানা দ্বিতীয় হার, কার্যত বিদায় গুকেশের

সমরকন্দ, ১০ সেপ্টেম্বর : গ্র্যান্ড সুইস দাবা প্রতিযোগিতার মঞ্চে টানা দ্বিতীয় পরাজয়ের মুখ দেখলেন ডোম্মারাজু গুকেশ। এরপরই খেতাবের দৌড় থেকে কার্যত ছিটকে গেলেন ভারতের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু।

সমরকন্দে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের পঞ্চম রাউন্ডে দিনদুয়েক আগেই গুকেশকে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছেন ১৬ বছরের মার্কিন গ্র্যান্ড মাস্টার অভিমন্যু মিশ্র। আবার ছয় নম্বর রাউন্ডে গ্রিসের নিকোলাস থিওডোরুর কাছে হেরে গেলেন ডোম্মারাজু। গ্রিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ঝুঁকি নিতে গিয়েই বিপদ ডেকে আনেন ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার। এতে করে গ্র্যান্ড সুইসে গুকেশের প্রথম দুয়ে থাকার সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়ে গেল। ২০২৬ ক্যান্ডিডেটসে যোগ্যতা অর্জনের পথেও যা বড় ধাক্কা। সেখানে আশা বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাঁকে বাকি পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটিতে জিততেই হবে।

গুকেশ হতাশ করলেও প্রতিযোগিতায় ভারতের আশা বাঁচিয়ে রাখলেন অর্জুন এরিগাইসি ও আর বৈশালী। ইরানের পারহাম মাকসুদলুর বিরুদ্ধে কালো ঘুঁটি নিয়ে ড্র করেছেন অর্জুন। মাকসুদলু ৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকলেও ৪.৫ পয়েন্ট নিয়ে তাঁর ঠিক পিছনেই রয়েছেন এরিগাইসি। আরেকদিকে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলে চলেছেন বৈশালী। আজারবাইজানের উলভিয়া ফাতালিয়েভকে হারিয়ে যুগ্মভাবে শীর্ষে রয়েছেন তিনি।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

12.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 64E 53598 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারিতে অনেককে জিততে দেখে আমারও আশা জেগেছিল, হয়তো একদিন আমিও জিতব। আর সত্যিই তাই হয়েছে আমি এক কোটি টাকা জিতেছি। স্বপ্ন সত্যি হতে পারে, এটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারির কাছে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা মিজানুদ্দিন শেখ - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে সাগর লাকড়া। ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ

সেমিফাইনালে মংরা এফসি

মাদারিহাট, ১০ সেপ্টেম্বর : হান্টাপাড়া মচু খেস মেমোরিয়াল স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেম ওরাওঁ ট্রফি ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল মংরা এফসি। বুধবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে অসম পুলিশকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা মংরার সাগর লাকড়া। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে সিকিম চাইল্ডহুড এফসি ও গজলডোবার রিয়াল মাদ্রিদ।

নরেন্দ্র কাপ শুরু আজ

বালুরঘাট, ১০ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র কাপ ফুটবল বৃহস্পতিবার শুরু হবে। টুর্নামেন্ট কমিটির তরফে সমীরপ্রসাদ দত্ত জানিয়েছেন, ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে ২৬টি দল অংশ নেবে। প্রতিযোগিতা চলবে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এখানকার চ্যাম্পিয়ন হল রাজ্য ও পরে জাতীয়স্তরে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

চ্যাম্পিয়ন বিশ্বজিৎ

কুশমণ্ডি, ১০ সেপ্টেম্বর : মহিপাল ফুটবল মাঠে দুইদিনের ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হল বিশ্বজিৎ একাদশ। মঙ্গলবার তারা ১-০ গোলে ভোরের আলো ক্লাবকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৩০ হাজার টাকা।

ফাইনালে চাচা

বানারহাট, ১০ সেপ্টেম্বর : তরুণ সংঘের প্ল্যাটিনাল জুবিলি ফুটবলে ফাইনালে উঠল জলপাইগুড়ি চাচা ব্যাটালিয়ন। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ১-০ গোলে বাগরাকোট ফাইটার ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা জাজা। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে চামুর্চি ও আলিপুরদুয়ারের দলসিংপাড়া।

জয়ী দেশবন্ধু

বালুরঘাট, ১০ সেপ্টেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবলে বুধবার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে নেতাজি স্মৃতি ও শিরোহী ফুটবল ক্লাবের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে।

একই মাঠে দক্ষিণ শিবরামপুর আদিবাসী দেশবন্ধু ক্লাব ৩-১ গোলে হিলি কালচারাল ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। শিবরামপুরের সৌরভ পাহান জোড়া গোল করেন। অন্য গোলটি অনুপ দাসের। হিলির গোলস্কোরার লালন মার্ডি।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে আরিয়ান সুব্বা। ছবি : শতাব্দী সাহা

নেহরু পাঠাগারের ফুটবল শুরু

চ্যাংরাবান্ধা, ১০ সেপ্টেম্বর : নেহরু পাঠাগার ক্লাবের নৈশ ফুটবল বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে কালিম্পং মৌলানি ডুয়ার্স অ্যাকাডেমি ৩-১ গোলে ক্রান্তির এটিকে ইউনাইটেডকে হারিয়েছে। খেতাবেচা ফুটবল মাঠে ম্যাচের সেরা হন মৌলানির আরিয়ান সুব্বা।

জিতল বাবুরহাট

পলাশবাড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি মহাকালধাম নবোদয় ক্লাবের ফুটবলে বুধবার কাদম্বিনী চা বাগানকে ২-১ গোলে হারিয়েছে বাবুরহাট একাদশ। মহাকালধামের মাঠে বাবুরহাটের হিরণ রায় ও কল্যাণ রায় গোল করেন। কাদম্বিনীর গোলটি সুভাষ ওরাওঁয়ের। ম্যাচের সেরা কল্যাণ। বৃহস্পতিবার খেলবে পুণ্ডিবাড়ির দেশবন্ধু ক্লাব ও মথুরা চা বাগান এলাকার নাথোয়াটারি।